সংস্কার অথবা বিপ্লব

সংস্কার অথবা বিপ্লব
রোজা লুক্সেমবুর্গ
অনুবাদক : এস. নাথ

প্রথম বাংলা সংস্করণ ১৯৯৩
সংস্কার অথবা বিপ্লব
রোজা লুক্সেমবুর্গ
প্রকাশক : 'সার্চ'
কৃষ্ণা রায়
৫/১৮এ সেবক বৈদ্য স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০২৯

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা
লেখিকার মুখবন্ধ

প্রথম অধ্যায়
সুবিধাবাদী পদ্ধতি
পুঁজিতন্ত্রের মানিয়ে নেবার প্রক্রিয়া
সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ন
পুজিবাদ এবং রাষ্ট্র
সমাজ-সংস্কারবাদের পরিণতি এবং সংশোধনবাদের সাধারণ প্রকৃতি

দ্বিতীয় অধ্যায়
অর্থনৈতিক বিকাশ এবং সমাজতন্ত্র
সমবায়, ইউনিয়ন, গণতন্ত্র
রাজনৈতিক ক্ষমতা বিজয়
পতন
তত্ত্বে এবং প্রয়োগে সুবিধাবাদ
টীকা
সংশোধনী

অনুবাদকের কথা

রোজা লুক্সেমবুর্গ লিখিত সংস্কার অথবা বিপ্লব গ্রন্থটি দুটি প্রবন্ধমালা হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে। তৎকালীন জামান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (SPD), তথা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মুকুটহীন সম্রাট কার্লকাউৎস্কি যখন মার্কসবাদের বিপ্লবী পথ ছেড়ে সংশোধনবাদী সংস্কারের পথের প্রবক্তা হয়ে উঠেছেন, তখন তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ অস্ত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় প্রবন্ধমালাটি।

বইটির যে ইংরাজী সংস্করণ থেকে এই বাংলা অনুবাদটি করা হয়েছে তার মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে ডনি গ্লাকস্টেইন লিখেছেন : 'যতদিন পুঁজিতন্ত্র থাকবে ততদিন সংস্কারবাদও থাকবে, আর তাই লুক্সেমবুর্গ উত্থাপিত যুক্তিগুলিও অবশ্যই সমাজতন্ত্রের অস্ত্রাগারের অপরিহার্য অঙ্গ থেকে যাবে।'

কথাটি অতীব সত্য। বিশেষ করে রাশিয়ার মতো দেশগুলিতে তথাকথিত সমাজতন্ত্রের পতনের পর সংস্কারবাদীদের গলার স্বর যখন আরও জোরালো হয়ে উঠেছে, তখন রোজার বইটির গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। পুঁজিবাদের মানিয়ে নেবার ক্ষমতা বেড়ে গেছে, রাষ্ট্র ক্রমেই জনসেবামূলক রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে, এবং তার ফলে বিপ্লব, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে—এই রকম বার্ণস্টাইনের বাণীগুলি নতুন করে জোরের সাথে উচ্চারিত হচ্ছে। এই সমস্ত প্রশ্ন তুলে যারা মার্কসবাদ সম্পর্কে নতুন করে ভাববার উপদেশ নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হচ্ছেন, আলোচ্য বইটি তাদের গালে চপেটাঘাত করে দেখিয়ে দেবে যে, নতুন করে নয়, আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দী আগে রোজা লুক্সেমবুর্গ এ সমস্ত প্রশ্নগুলির বিস্তৃত এবং তীক্ষ্ণ জবাব দিয়ে গিয়েছেন।

এখানে একটি কথা বিশেষ উল্লেখ্য, তা হল—মার্কস তাঁর কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী পূর্বসূরীদের মতো সমাজতন্ত্রের কোনো ব্লু-প্রিন্ট হাজির করার চেষ্টা করেন নি ; তাঁর মতবাদের মূল বিষয় হল পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে উদ্‌ঘাটিত করা—যে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবীভাবে তার ধ্বংসের দিকে চালিত হয় এবং সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কগুলির বাস্তবায়নের উপযুক্ত ভিত্তি তৈরি করে। রোজা বলেছেন—'মার্কসের আবিষ্কারের ফলে সমাজতন্ত্র মানবজাতির কয়েক হাজার বছরের একটি আদর্শবাদী কল্পনা থেকে একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তায় পরিবর্তিত হয়েছে।'

বার্ণস্টাইনের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যের সুবিধাবাদীরা বুর্জোয়া উদারনীতিবাদীদের সাথে গলা মিলিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন যে, পুঁজিবাদী সমাজের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হতে চলেছে। রোজা দেখিয়েছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে ক্রেডিট কার্টেল ট্রাস্ট ইত্যাদিকে পুঁজিবাদের 'মানিয়ে নেবার ক্ষমতা' বলে মনে হলেও শেষ বিচারে তারা 'সংকট সৃষ্টির পক্ষে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার', 'সামান্য আঘাতে যখন তখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে'। কথাটি আজও সত্যি। আজও আমরা দেখি সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য খাদ্য এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রী নষ্ট করে ফেলা হয়। তবু আজও কেউ কেউ বার্ণস্টাইনের জায়গায় বিগত দশ বা পনেরো বছর ধরে বিশ্বজোড়া সংকটের অনুপসিথতিকে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। রোজা এদের কথার জবাব দিয়েছিলেন এভাবে—"সংকট প্রতি পাঁচ বা দশ বছরে, বা এমনকি প্রতি আট বা কুড়ি বছরে দেখা দিতে পারে। কিন্তু যা বার্ণস্টাইনের তত্ত্বের ভ্রান্তিকে সবচাইতে ভালোভাবে প্রমাণিত করে তা হল, যে সমস্ত দেশে ক্রেডিট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং ট্রাস্ট ইত্যাদি সুবিখ্যাত 'মানিয়ে নেবার উপায়গুলির' সর্বোচ্চ বিকাশ হয়েছে সেখানেই (১৯০৭-০৮-এর) শেষ সংকটটি সবচাইতে তীব্র হয়েছিল।" পুঁজিবাদ নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে কার্টেল, ট্রাস্ট ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিয়মের বাঁধনে বাঁধার মধ্য দিয়ে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে এবং পরবর্তীকালে এমনকি 'জাতীয়করণের' মধ্য দিয়ে। রোজার শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই যে, এগুলির পূর্ণ বিকাশে আগেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন—'বাজার খুঁজে পাবার বর্ধিত অসুবিধার মুখে দাঁড়িয়ে পুঁজির প্রতিটি ব্যক্তিগত অংশ একা একা সুযোগ খোঁজাকে শ্রেয় বলে মনে করবে।'

কিছু লোক আজও শেয়ার ক্রেতাদের সংখ্যাবৃদ্ধিকে পুঁজিবাদের 'মানিয়ে নেবার ক্ষমতা' বৃদ্ধি বলে মনে করেন (যদিও তারা এ বিষয়ে অজ্ঞ যে বার্ণস্টাইন একশ বছর আগেই এরকম দাবি করেছিলেন)। রোজা এর বিরুদ্ধে বলেছেন যে, শেয়ার ক্রেতাদের সংখ্যাবৃদ্ধি শুধু মাত্র একথাই প্রমাণ করে যে, 'পুঁজিপতি শব্দটির অর্থনৈতিক বোধ এখন আর একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে সূচিত করে না। আজকের শিল্প-পুঁজিপতি হল কয়েকশ বা এমনকি কয়েক হাজার ব্যক্তি নিয়ে গঠিত যৌথ ব্যক্তিত্ব।' ব্যাস্ এই টুকুই। এবং এতে কিছু যায় আসে না। কারণ এ ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদন সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন হয় না। ফলে পুঁজিবাদের

অন্তর্নিহিত সংকটও প্রশমিত হয় না।

বার্ণস্টাইনকে ধন্যবাদ, তিনি ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় এবং আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ সংস্কারের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র আনবার মতবাদ হাজির করার সময়ে ঘোষিতভাবে মার্কসবাদকে এবং বিপ্লবের পথকে পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু, আজকের দিনের সংস্কারবাদীদের একটি বৃহৎ অংশ মার্কসবাদের এবং বিপ্লবের নামে শপথ নিয়েই কার্যক্ষেত্রে এগুলিকে মোক্ষ করে তুলেছে। বার্ণস্টাইনের মতোই তারাও বলতে চায় : 'চূড়ান্ত লক্ষ্যটা কী—তাতে কিছু আসে যায় না—সেটা কিছুই নয়, সংগ্রামই আসল কথা।' রোজা ট্রেড ইউনিয়ন বা সংস্কারের আন্দোলনকে 'সর্বহারার শ্রেণীযুদ্ধে যুক্ত হবার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বিজয় এবং মজুরী-শ্রম প্রথা উচ্ছেদের চরম লক্ষ্য অর্জনের একটি পথ' হিসেবে দেখেছেন। মজার কথা বার্ণস্টাইনের মতোই আজও, এমনকি বামপন্থীদের মধ্যের বামপন্থীদের কেউ কেউ 'ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে 'উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণের ওপরে ক্রমাগত বর্ধিত প্রভাব' খাটাবার উপায় বলে মনে করেন। রোজা দেখিয়েছেন : 'উৎপাদনের প্রযুক্তিগত বিভাগে ট্রেড ইউনিয়ন....শুধুই নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তনের বিরোধিতা করতে পারে। কিন্তু এখানে তারা সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী ও তার মুক্তির স্বার্থে কাজ করে না ; সে স্বার্থ বরং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং সেকাণে একক পুঁজিপতির স্বার্থের সাথে মানানসই।' 'উৎপাদন খরচ এবং উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের'....'অর্থ দাঁড়ায়, ক্রেতা এবং বিশেষ করে, প্রতিদ্বন্দ্বী উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ অবস্থানে শ্রমিক এবং উদ্যোক্তাদের একটি কার্টেল গঠন।' সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে রোজার বক্তব্য : 'উৎপাদন ক্ষেত্রে যখন শ্রমিকরা সমবায় গড়ে তোলে, তখন তারা সর্বাত্মক সর্বময়তার সাহায্যে নিজেদের পরিচালনা করার মতো স্ববিরোধী প্রয়োজনীয়তার মুখোমুখি হয়। তারা নিজেদের প্রতি একজন পুঁজিবাদী উদ্যোক্তার ভূমিকা নিতে বাধ্য হয় ; এই স্ববিরোধিতাই উৎপাদন সমবায়গুলির বিফলতার কারণ, যেগুলি হয় বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী উদ্যোগে পরিণত হয়, নয়তো শ্রমিকদের স্বার্থের আধিপত্য বিরাজমান থাকলে ভেঙে পড়ে।'

আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে শ্রমিক-মুক্তির স্বপ্নের বিরুদ্ধে রোজা বলেছেন : 'যে মজুরী শ্রমকে কোনো আইনে প্রকাশ করা হয়নি তাকে কীভাবে 'আইনী পথে' উচ্ছেদ করা হবে?' 'কোনো আইনই প্রলেতারিয়েতকে পুঁজিবাদের জোয়ালে মাথা গলাতে বাধ্য করে না। দারিদ্র, উৎপাদনের উপকরণের অভাব প্রলেতারিয়েতকে বাধ্য করে পুঁজিবাদের জোয়ালে মাথা গলাতে। আর যতক্ষণ তারা পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোর মধ্যে থাকছে, ততক্ষণ বিশ্বের কোনো আইনই প্রলেতারিয়েতকে উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ করতে পারবে না, কারণ কোনো আইন নয়—অর্থনৈতিক বিকাশ উৎপাদকদের দখল থেকে উৎপাদনের উপকরণকে বিচ্ছিন্ন করেছে।'

এসব প্রশ্ন তুললে আজকের দিনের সংস্কারবাদীরা বলে ওঠেন : তত্ব ছাড়ো, প্রয়োগ করে দেখাও। যাইহোক, বার্ণস্টাইন অন্ততপক্ষে এই সমস্ত অপ-প্রয়োগগুলিকে তত্ববদ্ধ করেছিলেন ; আজকের সংস্কারবাদীরা সেটুকু করারও অযোগ্য। এ বিষয়ে রোজার বক্তব্য :

'শ্রমিকশ্রেণীর দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়— এটি ঠিক নয়।

সমাজতন্ত আসবে দুটি জিনিষের পরিণতিতে, (১) পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব, (২) বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই দ্বন্দ্বের অবদমনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর বোধ। সংশোধনবাদী কায়দায় প্রথম শর্তটিকে অস্বীকার এবং দ্বিতীয়টিকে বাতিল করলে শ্রমিক আন্দোলন নিতান্তই সমবায় আন্দোলন এবং সংস্কারবাদী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।'

দুঃখজনক হলেও, আজকের ক্ষণস্থায়ী পর্যায়ে এটিই প্রভাবশালী প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে মানুষগুলি এই প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, রোজা লুক্সেমবুর্গের বইটি তাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে।

বইটি ছাপানোর সময়ে কিছু ভুল থেকে গেছে। সেগুলির মধ্যে গুরুতর ভুলগুলিকে বইয়ের পিছনে সংশোধনপত্রে দেওয়া হল। এব্যাপারে পাঠকদের সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।

[illegible]

এক নজরে এই রচনার শিরোনামটি হয়তো আশ্চর্যজনক মনে হবে। সোস্যাল ডেমোক্রেসি কি সংস্কারের বিরোধী হতে পারে? আমরা কি আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য—সামাজিক বিপ্লবকে, চলতি সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনকে সামাজিক সংস্কারের বিপরীতে দাঁড় করাতে পারি? অবশ্যই না। সংস্কারের প্রয়োজনে, চলতি সমাজকাঠামোর মধ্যে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির প্রয়োজনে, এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনে প্রতিদিনকার সংগ্রাম

সোস্যাল ডেমোক্রেসির কাছে সর্বহারার শ্রেণীযুদ্ধে যুক্ত হবার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার বিজয় এবং মজুরী-শ্রম প্রথা উচ্ছেদের চরম লক্ষ্য অর্জনের একটি পথ হাজির করে। সোস্যাল ডেমোক্রেসির ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কার এবং বিপ্লবের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে। সংস্কারের জন্য আন্দোলন এর পন্থা ; সমাজ বিপ্লব এর লক্ষ্য।

এডওয়ার্ড বার্নস্টাইন লিখিত ডি ভরআউসসেটজুঙ্গেন ডেস সোঝিয়ালিসমুস উন্ড ডি আউফগাবেন ডেয়ার সোঝিয়াল ডেমোক্রাটি-১ পুস্তিকাতে এবং ১৮৯৭-৯৮ সালের নয় জাইট পত্রিকায় প্রকাশিত 'সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলী' শীর্ষক প্রববন্ধগুলিতে তাঁর উপস্থাপিত তত্বেই আমাদের চোখে সর্বপ্রথম শ্রমিক আন্দোলনের এই দুটি উপাদানের বিরোধিতা ধরা পড়ে। তার তত্ব সোস্যাল ডেমোক্রাসির চরম লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার পরামর্শ দেয় এবং ঘুরিয়ে, যে সামাজিক সংস্কার শ্রেণী-সংগামে হাতিয়ার তাকেই লক্ষ্য বানাতে বলে। বার্নস্টাইন নিজে খুব পরিষ্কারভাবে এবং বৈশিষ্ঠ্যপূর্ণভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সূত্রবদ্ধ করেছেন এইভাবে : 'চূড়ান্ত লক্ষ্যটা কী—তাতে কিছু আসে যায় না—সেটা কিছুই নয় ; সংগ্রামই আসল কথা।'

কিন্তু যেহেতু, সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হল একমাত্র নিষ্পত্তিমূলক বিষয় যা সোস্যাল ডেমোক্রেসির চোখে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও বুর্জোয়া বিপ্লববাদের পার্থক্য সূচনা করে, একমাত্র যে বিষয়টি সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মেরামতের নিষ্ফল প্রচেষ্টা থেকে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের জন্য একটি শ্রেণীসংগ্রাম পরিবর্তিত করতে পারে, সেহেতু, বার্নস্টাইন কর্তৃক উত্থাপিত 'সংস্কারঅথবা বিপ্লব?' এই প্রশ্নটি সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির কাছে 'হবে কি হবে না?' এই প্রশ্নের সমার্থক। বার্নস্টাইন ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে বিতর্কের সময়ে পার্টির-২ প্রতিটি কর্মীকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, প্রশ্নটা সংগ্রামের এই বা ওই পদ্ধতি নিয়ে নয়, অথবা এই বা ওই কৌশলগুচ্ছ প্রয়োগের নয়, এটা হল সোস্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের অস্তিত্বেরই প্রশ্ন।

বার্নস্টাইনের তত্বের একটা সাদামাটা বিবেচনার পর এটা অত্যুক্তি বলে মনে হতে পারে। তিনি কি নিরবচ্ছিন্নভাবে সোস্যাল ডেমোক্রেসি এবং তার লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেন নি? তিনি কি স্পষ্টভাষায় বারবার উল্লেখ করেন নি যে, তিনিও সমাজতন্ত্রের চরম লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন— যদিও অন্য পথে? তিনি কি বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেন নি যে, তিনি সোস্যাল ডেমোক্রেসির বর্তমান কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করেন?

বাস্তবিকই, এসবই সত্যি। এটাও সত্যি যে, প্রতিটি নতুন আন্দোলন তার পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলির মধ্যে সমর্থন খোঁজার মধ্য দিয়েই প্রথম তার তত্ব ও নীতি রচনা শুরু করে, যদিও হয়তো সে পূর্ববর্তীটির ঠিক বিপরীত অবস্থানে অবস্থিত। এটা শুরু করে তার হাতের কাছে পাওয়া ছাঁচের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার মধ্য দিয়ে, এবং এতদিন পর্যন্ত কথিত ভাষায় কথা বলার মধ্য দিয়ে। অবশেষে পুরোনো খোসা ছেড়ে নতুন শস্য বেরিয়ে আসে। নতুন আন্দোলন তার নিজস্ব ধরণ আর নিজস্ব ভাষা খুঁজে পায়।

শুরুতেই তার কাছ থেকে, পরিষ্কারভাবে, সম্পূর্ণভাবে এবং বিষয়টির মূল অন্তর্বস্তুর শেষ পরিণতি পর্যন্ত নিজেকে প্রকাশ করার জন্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের কোন বিরোধিতা আশা করাটা, সোস্যাল ডেমোক্রেসির তাত্বিক ভিত্তিকে খোলাখুলি এবং নির্বোধভাবে সে বিরোধিতা করবে এমন আশা করাটা হবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের শক্তির অবমূল্যায়ণের সমার্থক। আজকের দিনে যে নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিতে চায়, আর একই সাথে মার্কসীয় মতবাদের— যা এই শতাব্দীর মানব মনের সবচাইতে বিস্ময়কর অবদান— তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চায়, তাকে অবশ্যই মার্কসের প্রতি অনিচ্ছাকৃত শ্রদ্ধা দেখিয়ে শুরু করতে হবে। তাকে শুরু করতে হবে নিজেকে মার্কসের শিষ্য হিসেবে পরিচয় দিয়ে, মার্কসের বিরুদ্ধে আক্রমণের বিষয়বস্তু মার্কসের (নিজের) শিক্ষাবলীর মধ্যে খোঁজার মধ্য দিয়ে ; পাশাপাশি, সে এই আক্রমণকে মার্কসীয় মতবাদের বিকাশ বলে জাহির করে। এই কারণে আমরা অবশ্যই বার্নস্টাইনের তত্বের বাহ্যিক রূপের ব্যাপারে নিস্পৃহ থেকে তার খোসার ভেতরে লুকানো শাঁসটুকু টেনে বার করবো। আমাদের পার্টির ভেতরকার শিল্প সর্বহারাদের বিস্তীর্ণ স্তরটির জন্য এটি একটি জরুরী প্রয়োজনীয় বিষয়।

'তাত্বিক বাদানুবাদ শুধু পড়ুয়াদের ব্যাপার'— শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এর থেকে রূঢ় অপমানক, এর থেকে হীন কলঙ্কসূচক মন্তব্য আর কিছু হতে পারে না। কিছুদিন আগে লাসালে বলেছিলেন : সমাজের দুটি বিপরীত মেরু—বিজ্ঞান এবং শ্রমিক যখন একত্রীভূত হবে, কেবলমাত্র তখনই তারা তাদের লৌহ-বাহুতে সংস্কৃতির সামনের সমস্ত বাধা চূর্ণ করবে।' তাত্বিক জ্ঞানের ওপরেই আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের সমগ্র শক্তি নির্ভ করছে।

কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কাছে এই জ্ঞান দ্বিগুণ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে সুনির্দিষ্টভাবে তারা এবং আন্দোলনে তাদে প্রভাবই তুলাদণ্ডে স্থাপিত। তাদের পিঠের চামড়াই বাজারে আনীত হচ্ছে। পার্টির ভেতরের সুবিধাবাদী তত্ব বার্নস্টাইন কৃক সুবিধাবাদী তত্ব আর কিছুই নয়, শুধু আমাদের পার্টির ভেতরে যেসব পেটি বুর্জোয়া লোকজন ঢুকেছে তাদের কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার অসচেতন প্রচেষ্টা, আমাদের পার্টির নীতি ও লক্ষ্যকে তাদের অনুকূলে পরিবর্তনের প্রচেষ্টা। সংস্কার এবং বিপ্লবের প্রশ্ন, চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং আন্দোলনের প্রশ্ন হল আসলে, অন্যভাবে, শ্রমিক আন্দোলনে পেটি বুর্জোয়া অথবা সর্বহারা চরিত্রের প্রশ্ন।

কাজেই পার্টির সর্বহারা জনগণের নিজেদের স্বার্থেই, সুবিধাবাদের সাথে বর্তমানে যে তাত্বিক বাদানুবাদ চলছে, সক্রিয়ভাবে এবং বিস্তৃতভাবে, তার সাথে পরিচিত হতে হবে। তাত্বিক জ্ঞান যতক্ষণ পর্যন্ত পার্টি ভেতরের মুষ্ঠিমেয় 'পড়ুয়াদের' হাতে বিশেষ সুবিধা হয়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্তই তাদে বিপথে পরিচালিত হবার বিপদ থাকবে। যখন গণ-শ্রমিকদের বিশাল বাহিনী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের ধারালো এবং নির্ভরযোগ্য অস্ত্রটি নিজেদের হাতে তুলে নেবে, কেবলমাত্র তখনই সমস্ত পেটি-বুর্জোয়া ঝোঁকের, সমস্ত সুবিধাবাদী ধারার অবসান ঘটবে। আন্দোলন তখন তার নিশ্চিত এবং দৃঢ় ভিত্তি খুঁজে পাবে। 'পরিমানই-এটা ঘটাবে।'

বার্লিন, ১৮ই এপ্রিল ১৮৯৯

প্রথম অধ্যায়

সুবিধাবাদী পদ্ধতি

যদি বলা হয় যে, তত্ব হল মানবমনে বহির্জগতের ঘটনাবলীর প্রতিবিম্ব, তবে এডোয়ার্ড বার্নস্টাইনের তত্ব অনুযায়ী আরও বলতে হয় যে, তত্ব কখনো কখনো উল্টানো প্রতিবিম্বও বটে। জার্মানীতে যখন সংস্কার-আন্দোলনে চরম বন্ধাবস্থা চলছে, সে সময়ে সমাজ-সংস্কারের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটা তত্বের কথা কল্পনা করুন। ইংল্যান্ডে ধাতু-শ্রমিকদের পরাজয়ের সময়ে[২] উৎপাদনের ওপরে ইউনিয়ন-নিয়ন্ত্রণের একটা তত্ব কল্পনা করুন। স্যাক্সনির সংবিধানের সংশোধনীর[৩] পর এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ওপর সাম্প্রতিক আক্রমণগুলোকে[৪] ধরে নিয়ে পার্লামেন্টে সংখ্যাগুরু হবার একটা তত্ব কল্পনা করুন। যাইহোক, বার্নস্টাইনের প্রকল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু কিন্তু সোস্যাল ডেমোক্রেসির ব্যবহারি কাজের ধারণায় নিহিত নয়। পুঁজিবাদী সমাজের বাস্তব বিকাশের ধারা সম্পর্কে তার অবস্থানের মধ্যেই এটা খুঁজে পাওয়া যাবে, যা আবার সোস্যাল ডেমোক্রেসির ব্যবহারিক কর্তব্যের ধারণার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ।

বার্নস্টাইনের বক্তব্য হল পুঁজিবাদের স্বাভাবিক ক্ষয় যেন দিনে দিনে আরও অসম্ভব হয়ে পড়ছে, কারণ, একদিকে পুঁজিবাদের মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে উৎপাদন আরও বৈচিত্রময় হয়ে উঠছে।

বানস্টাইন বলেছেন— মানিয়ে নেবার ব্যাপরে পুঁজিবাদের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রথমত, সাধারণ সংকটের অবসানের মধ্য দিয়ে, যেটা ঘটতে পেরেছে ক্রেডিট ব্যবস্থা, নিয়োগকর্তাদের সংগঠন ইত্যাদির বিকাশ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থার বিস্তারের ফলে। দ্বিতীয়, এর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলির যুঝবার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে, যার জন্ম হয়েছে উৎপাদনের ক্রমাগত শাখা বিস্তারের ফলে এবং সর্বহারার ব্যাপকস্তরর মধ্যবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত হবার ফলে। বার্নস্টাইনের যুক্তি অনুসারে ট্রেডইউনিয়ন কার্যকলাপের ফলে সর্বহারাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির মধ্য দিয়ে এটা আরও বেশী প্রমাণিত।

এই তাত্বিক অবস্থান থেকে সোস্যাল ডেমোক্রাসির ব্যবহারিক কাজ সম্পর্কে নিম্নলিখিত সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি টানা যেতে পারে। সোস্যাল ডেমোক্রেসি কখনোই রাজনৈতিক ক্ষমতা বিজয়ের লক্ষ্যে তার প্রতিদিনের কার্যকলাপ নির্দেশিত করবে না, বরং চলতি ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যেই তা নির্দেশিত করবে। তারা অবশ্যই রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের ফলস্বরূপ সমাজতন্ত্র কায়েমের আশা পোষণ করবে না, বরং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্রমপ্রসার এবং সহযোগিতার নীতির ক্রমপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলবে।

বার্নস্টাইন নিজে তাঁর তত্বের মধ্যে কোন নতুনত্ব দেখেন নি। পক্ষান্তরে, মার্কস ও এঙ্গেলস-এর কিছু ঘোষণার সাথে এগুলির মিল রয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তাসত্বেও আমাদের মনে হয় যে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সাথে এগুলির প্রথাগত বৈপরীত্যকে অস্বীকার করা কঠিন।

বার্নস্টাইনের সংশোধনবাদ যদি শুধু এটা বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো যে, পুঁজিবাদী বিকাশের গতি আগে যেভাবে ভাবা হয়েছিল তার থেকে মন্থর, তবে, সেভাবে তিনি শুধুই, সর্বহারা কর্তৃক যে ক্ষমতা দখলের কাজটার বিষয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকে সহমত প্রকাশ করেছেন, তাকে স্থগিত রাখার পক্ষে যুক্তি হাজির করতেন। যার একমাত্র পরিণতি আন্দোলনে গতিকে মন্থর করা।

কিন্তু সেটা ঘটনা নয়। বার্নস্টাইন যা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তা পুঁজিবাদী বিকাশের দ্রুততা নয়, বরং বিকাশ ব্যাপারটা নিয়েই তাঁর প্রশ্ন, এবং ফলতঃ, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা নিয়েও।

এতদিন পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক তত্ব ঘোষণা করে এসেছে যে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সূচনাবিন্দু হবে একটি সাধারণ এবং বিধ্বংসী সংকট। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা অবশ্যই দুটো জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করবো—একটি মৌলিক ধারণা, অপরটি তার বাহ্যিক রূপ।

মৌলিক ধারণা এই নিশ্চয়তা দেয় যে পুঁজিবাদ অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে এমন একটা বিন্দুর দিকে ধাবিত হচ্ছে, যেখানে তা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে, যখন তার অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সন্ধিক্ষণটির রূপ হবে একটি সর্বময় বিধ্বংসী বাণিজ্যিক সংকট, এমন ধারণা করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। কিন্তু যখন আমরা মৌলিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করছি তখন সেটা গৌণ ব্যাপার।

সবাই জানেন যে, সমাজবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আশ্রয় করে আছে পুঁজিবাদী বিকাশের তিনটি প্রধান ফলাফলের উপরে। এক, পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা, যা নিশ্চিতভাবে একে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলে। দুই, উৎপাদন প্রক্রিয়ার ক্রমাগত সামাজিকীকরণ, যা ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থার ভ্রুণের জন্ম দেয়। তিন, সর্বহারাশ্রেণীর বর্দ্ধিত সংগঠন ও সচেতনতা, যা আগামী বিপ্লবের শক্তির আধার।

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের এই তিনটি মৌলিক স্তম্ভের প্রথমটিকে বার্নস্টাইন টেনে ফেলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, পুঁজিবাদী বিকাশ একটি সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক পতনের দিকে ধাবিত হয় না।

তিনি শুধু একটি বিশেষ পতনের ধারণাকে বাতিল করেন নি, সাধারণভাবে পতনের সম্ভাবনাকেই বাতিল করেছেন। আক্ষরিকভাবে তাঁর বক্তব্য হল :

'কেউ দাবি করতে পারেন যে, বর্তমান সমাজের পতন বলতে একটা সর্বাঙ্গীণ বাণিজ্যিক সংকটের থেকে আলাদা কিছু বোঝায় ; যে সংকট হল অন্য সমস্ত ধরণের সংকটের তুলনায় নিকৃষ্ট। অর্থাৎ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই তার সার্বিক পতন সংগঠিত হয়।'

এর উত্তরে তিনি আরও বলেছেন :

'সমাজের ক্রমবিকাশের ফলে বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় সার্বিক এবং প্রায় সর্বাঙ্গীণ পতন বেশী বেশী করে অসম্ভাব্য হয়ে উঠছে, কারণ পুঁজিবাদী বিকাশ একদিকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলছে, অন্যদিকে, একইসাথে, এটা শিল্পের বৈচিত্র্যকে বাড়িয়ে তুলছে।'[৫]

তাহলে প্রশ্ন ওঠে— সেক্ষেত্রে কেন আর কিভাবে আমরা চরম লক্ষ্যে পৌঁছোবো ? বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ অনুসারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা প্রস্ফুটিত হয় সর্বোপরি পুঁজিবাদের ক্রমবর্দ্ধমান বিশৃঙ্খলার মধ্যে, যা এই ব্যবস্থাকে একটা অচলাবস্থার দিকে পরিচালিত করে। কিন্তু কেউ যদি বার্নস্টাইনের সাথে এক স্বরে স্বীকার করেন যে, পুঁজিবাদী বিকাশ তার নিজের ধ্বংসের পথে এগোচ্ছে না, সেক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র তার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা হারায়।

এর পরেও সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আরও দুটি প্রধান স্তম্ভ রয়ে গেল— যে দুটিকেও পুঁজিবাদেরই পরিণতি বলা যায়। এগুলি হল উৎপাদন সামাজিকীভবন এবং সর্বহারার ক্রমবর্ধমান চেতনা। এই দুটি বিষয়কে মনে রেখেই বার্নস্টাইন বলেছিলেন :

'পতনের তত্বকে বাদ দিলে কোনোভাবেই সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ তার প্রত্যয় উৎপাদনের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয় না। একটু কাছ থেকে নজর করা যাক। যে উপাদানগুলি পূর্বোক্ত সংকটের ইষৎ মার্জিত ধরণকে নিবারণ করে সেগুলি কী কী ? বাস্তবিকপক্ষে, উৎপাদন ও বিনিময়ের সামাজিকীভবনের শর্ত বা অন্ততপক্ষে তার ভ্রুণ ছাড়া সেগুলি কিছুই নয়।'[৬]

এখানে যে আমরা আবার একটি ভুল সিদ্ধান্তের মুখোমুখি দাঁড়ালাম তা বোঝবার জন্য খুব বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না। বার্নস্টাইন যেগুলিকে পুঁজিবাদের মানিয়ে নেবার উপায় বলে চিহ্নিত করেছেন— সেই কার্টেল, ক্রেডিট-ব্যবস্থা, যোগাযোগের মাধ্যমের উন্নতি, শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি ইত্যাদি ঘটনাগুলির গুরুত্ব কোথায় ?

অবশ্যই এখানে যে, তারা পুঁজিবাদী অর্থনীতি অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে দমিয়ে রাখে বা, অন্তত তাকে সংযত করে এবং এই দ্বন্দ্বের বিকাশ বা প্রকোপ বৃদ্ধিকে স্তব্ধ করে। আবার, সংকটকে দমিয়ে রাখার মানে বলতে একমাত্র যা বোঝায় তা হল, পুঁজিবাদী ভিত্তির মধ্যেই উৎপাদন এবং বিনিময়ের বৈরিতাকে দমিয়ে রাখা। শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি বা ঐ শ্রেণীর একটি অংশের মধ্যবর্তী স্তরে অনুপ্রবেশের অর্থ শুধু পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে বৈরিতার হ্রাসই হতে পারে। কিন্তু, যদি উপরোক্ত উপাদানগুলি পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বকে দমিয়ে রাখতে পারে এবং ফলতঃ ঐ ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে, যদি তারা পুঁজিতন্ত্রকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা যোগাতে পারে (এবং যে কারণে বার্নস্টাইন এদেরকে মানিয়ে নেবার উপায় বলেছেন,) তাহলে কীভাবে কার্টেল, ক্রেডিট ব্যবস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি একই সাথে আবার সমাজতন্ত্রের 'শর্ত এবং এমনকি আংশিকভাবে তার ভ্রূণ' হতে পারে ? অবশ্যই শুধু এই অর্থে যে তারা সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রটিকে প্রকাশ করে।

কিন্তু একই উপাদানগুলিকে তাদের পুঁজিবাদী চেহারায় হাজির করার মধ্য দিয়ে তারা উল্টোভাবে, একই মাত্রায়, সামাজিকীকৃত উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে পরিবর্তিত হওয়াকে অনাবশ্যক করে তোলে। এই কারণেই তারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভ্রূণ বা শর্ত হতে পারে কেবলমাত্র তাত্বিক যৌক্তিকতায়, ঐতিহাসিক যৌক্তিকতায় নয়। এগুলি হল সেই ধরণের ঘটনা যা সমাজবাদ সম্পর্কে আমাদের ধারণার আলোকে আমাদের কাছে সমাজতন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত বলে জ্ঞাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যেগুলির গতি, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিমুখী নয় শুধু তাই নয়, বরং বিপরীতভাবে তাকে অনাবশ্যক করে তোলে।

সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে চলবার জন্য আর একটি শক্তি বাকী রইল— তাহল সর্বহারার শ্রেণী চেতনা। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে এটাও পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সহিষ্ণুতার সরল বুদ্ধিগত প্রতিফলন নয়। এটা একটা আদর্শ থেকে বেশী কিছু নয়, যার প্রত্যয় উৎপাদনের ক্ষমতা নির্ভর করছে শুধুমাত্র তার উপরে আরোপিত সঠিকতার উপরে।

এখানে আমরা 'নির্ভেজাল যুক্তির' সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর একটা সংক্ষপ্ত ব্যাখ্যা পেলাম। সহজভাবে ললে, এখানে আমরা সমাজবাদরে একটা ভাববাদী ব্যাখ্যা পেলাম। সমাজতন্ত্রের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা, সমাজের বস্তুগত বিকাশের ফল হিসাবে সমজতন্ত্র কায়েমের ব্যাখ্যা মুখ থুবড়ে পড়লো।

সুবিধাবাদী তত্ব এইভাবে নিজেকে একটা উভয়সংকটে ফেললো। হয়, এতদিন যেভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন হল পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের পরিণতি, এবং পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বেরও বিকাশ ঘটবে, যার ফলে কোন এক সময়ে অবশ্যম্ভাবীভাবে তার পতন ঘটবে (সেক্ষেত্রে 'মানিয়ে নেবার উপায়গুলি' অকার্যকরী এবং পতনের তত্বই সঠিক) ; নয়তো, 'মানিয়ে নেবার উপায়গুলি' সত্যি সত্যিই পুঁজিতন্ত্রের পতনকে রুদ্ধ করবে, এবং এইভাবে পুঁজিতন্ত্রকে, নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব দমিয়ে রেখে, টিঁকে থাকার সামর্থ্য যোগাবে। সেক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র তার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা হারাবে। তখন এটিকে আর যাই বলা যাক, কোনোভাবেই আর সমাজের বস্তুগত বিকাশের ফল বলা যাবে না।

এই উভয় সংকট আর একটি উভয় সংকটের জন্ম দেয়। হয় পুঁজিবাদী বিকাশের ধারার প্রশ্নে সুবিধাবাদী অবস্থান ঠিক, সুতরাং সমাজের সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন শুধুই একটি কল্পনাবিলাস, আর না হয়, সমাজতন্ত্র কোনো কল্পনা বিলাস নয়, এবং 'মানিয়ে নেবার উপায়'-এ তত্বটি ভ্রান্ত। সংক্ষেপে এটিই হল আলোচ্য প্রশ্ন।

পুঁজিতন্ত্রের মানিয়ে নেবার প্রক্রিয়া

বার্নস্টাইনের বক্তব্য অনুযায়ী, পুঁজিবাদী অর্থনীতির মানিয়ে নেবার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি হল ক্রেডিট ব্যবস্থা, যোগাযোগের বিকশিত মাধ্যম এবং পুঁজিপতিদের নতুন সম্মিলনসমূহ।

পুঁজিতন্ত্রে ক্রেডিটের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার রয়েছে। এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল উৎপাদনের বিস্তার ঘটানো এবং বিনিময়ের সুবিধা করে দেওয়া। যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সীমাহীনভাবে বেড়ে যাবার অন্তর্নিহিত ঝোঁক ব্যক্তিগত সম্পত্তির গণ্ডীকে আঘাত করে, তখন ক্রেডিট একটি বিশেষ পুঁজিবাদী ধরনে সেই সীমাকে অতিক্রম করবার হাতিয়ার হিসেবে হাজির হয়। ক্রেডিট শেয়ার-কারবারের মাধ্যমে একটি বিশাল পুঁজির অধীনে অসংখ্য ব্যক্তি-পুঁজিকে সম্মিলিত করে। শিল্প-ক্রেডিটের আকরে এটি প্রত্যেক পুঁজিপতিকে অন্য পুঁজিপতির অর্থ ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। বাণিজ্যিক ক্রেডিটের আকারে তা পণ্যের আদান প্রদানকে ত্বরান্বিত করে, এবং তার

ফলে উৎপাদনের কাজে পুঁজির ফিরে আসাকে ত্বরান্বিত করে, আর এইভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সমগ্র চক্রটিকে সাহায্য করে।

ক্রেডিটের এই দুটি মুখ্য ক্রিয়া কিভাবে সংকটের উদ্ভবকে প্রভাবিত করে তা খুবই স্পষ্ট। যদি এটি সত্যি হয় যে, উৎপাদনের বৃদ্ধির ঝোঁক, তার বিস্তারের ক্ষমতা এবং বাজারের সীমিত উপভোগ ক্ষমতার মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে সংকটের উদ্ভব হয়, তবে ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে সেই দৃষ্টিকোণ অনুসারে ক্রেডিট হল, যথাযথভাবে, ঘনঘন এই দ্বন্দ্বের ফেটে পড়ায় সাহায্য করার সুনির্দিষ্ট হাতিয়ার। শুরুতে তা উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতাকে সামঞ্জস্যহীনভাবে বাড়িয়ে তোলে, আর এইভাবে ভেতর থেকে একটি চালিকা শক্তির জন্ম দেয়, যা বাজারের সীমাকে অতিক্রম করার জন্য অবিরত উৎপাদনকে ঠেলে চলে। কিন্তু ক্রেডিট দুদিক থেকে আক্রমণ করে। (উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ হিসেবে) অতি উৎপাদনকে প্ররোচিত করার পর, (বিনিময়ের একটি উপাদান হিসেবে) সংকটের সময়ে ক্রেডিট নিজেই যার জন্ম দিয়েছিল, সেই উৎপাদিকা শক্তিসমূহের ধ্বংসসাধন করে। সংকটের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলেই ক্রেডিট উধাও হয়ে যায়। যেখানে বিনিময় তখনও পর্যন্ত অপরিহার্য, যেখানে তা (ক্রেডিট) তকে পরিত্যাগ করে, এবং অন্যদিকে যেখানে বিনিময় কিছু পরিমাণে চালু থাকে সেখানে তা অকার্যকরী এবং অপ্রয়োজনীয় আকারে হাজির হয়ে বাজারের উপভোগ ক্ষমতাকে নিম্নতম স্তরে নামিয়ে আনে।

এই দুটি মুখ্য ফলাফল ছাড়াও নিম্নবর্ণিত পথে ক্রেডিট সংকটের উদ্ভবকে প্রভাবিত করে। এটি হল একজন উদ্যোক্তা যাতে অন্যান্য মালিকদের পুঁজি ব্যবহার করতে পারে সেই সুযোগ সৃষ্টির কার্যকরী উপায়। একই সাথে তা অন্যের সম্পত্তির সাহসী এবং বিবেকহীন ব্যবহারকে প্ররোচিত করে। অর্থাৎ ফাটকাবাজীর দিকে চালিত করে। ক্রেডিট যে শুধু বিনিময়ের গোপন উপায় হিসেবেই সংকটকে তীব্রতর করে তা নয়, সমস্ত বিনিময়কে একটি জটিল এবং কৃত্রিম উপায়ে পর্যবসিত করে সংকটের জন্ম এবং বিস্তারে সাহায্য করে ; (প্রক্রিয়াটির) মূল ভিত্তি অতি অল্পসংখ্যক ধাতব মুদ্রা হওয়ায় সামান্য আঘাতে যখন-তখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ক্রেডিট সংকটের দমন বা প্রশমনের হাতিয়ার হবার বদলে সংকট সৃষ্টির পক্ষে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এটি আর কিছু হতে পারে না। পুঁজিবাদী সম্পর্কের বাকী সব দৃঢ়তাকে ক্রেডিট দূরীভূতকরে। এটি সর্বত্র সর্বোচ্চ মাত্রায় স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে আসে। এটি একটি চরম মাত্রায়, সমস্তপুঁজিবাদী শক্তিগুলিকে প্রসারণশীল, আপেক্ষিক ও পরস্পর সংবেদনশীল করে তোলে। এটি করার মধ্য দিয়ে তা সংকট সৃষিট করে এবং তকে তীব্রতর করে— যে সংকট হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলির মধ্যে পর্যায়ক্রমিক সংঘর্ষ, তার থেকে কিছু কমও নয় বেশীও নয়।

তাহলে আর একটি প্রশ্ন ওঠে— সাধারণভাবে ক্রেডিটকে 'পুঁজিবাদের মানিয়ে নেবার উপায়' বলে মনে হয় কেন ? কিছু লোক কোন সম্পর্ক বা রূপের মধ্যে এই 'মানিয়ে নেবার' ব্যাপারটাকে দেখাতে চাইলেন তাতে কিছু আসে যায় না, সেটি অবশ্যই শুধু পুঁজিবাদী অর্থনীতির অসংখ্য বৈরিতামূলক সম্পর্কের কোনো একটিকে দমন করবার ক্ষমতা, অর্থাৎ তা হল এই দ্বন্দ্বগুলির কোনো একটিকে দমন বা দুর্বল করবার ক্ষমতা, আর তা অবরুদ্ধ উৎপাদিকা শক্তিকে কোনো না কোন বিন্দুতে স্বাধীন গতি প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে ক্রেডিট এই দ্বন্দ্বগুলির প্রকোপ চরমমাত্রায় বাড়িয়ে তোলে।

উৎপাদনকে তার শেষ সীমা পযন্ত প্রসারিত করে, আর একই সাথে সামান্য ছুতোয় বিনিময়কে পঙ্গু কর তা (ক্রেডিট) উৎপাদনের ধরন আর বিনিময়ের ধরনের মধ্যে বৈরিতাকে বাড়িয়ে তোলে। উৎপাদনকে মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অর্থাৎ উৎপাদনে নিয়োজিত পুঁজিকে 'সামাজিক' পুঁজিতে রূপান্তরিত করে এবং একই সাথে লাভের একটা অংশকে পুঁজির ওপর সুদের আকৃতিতে মালিকানার স্বত্বের রূপান্তরিত করে তা (ক্রেডিট) উৎপাদনের ধরন আর আত্মসাতের ধরনের মধ্যে বৈরিতাকে বাড়িয়ে তোলে।

বিপুলায়তন উৎপাদিকা শক্তিকে অল্পসংখ্যক লোকের হাতে স্থাপন করে, আর বিরাট সংখ্যক ছোট শিল্পপতিকে উচ্ছেদ করে তা সম্পত্তি সম্পর্ক (মালিকানা) আর উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তোলে। পরিশেষে, উৎপাদনের ওপরে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে প্রয়োজনীয় করে তুলে তা উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র এবং পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তোলে।

সংক্ষেপে, ক্রেডিট পুঁজিবাদী বিশ্বের সবকটি মৌলিক বিরোধকে পুনরুৎপাদিত করে। তা এগুলিকে জোরালো করে তোলে। তা এগুলির বিকাশকে দ্রুত থিতিয়ে দেয়, আর এইভাবে পুঁজিবাদী বিশ্বকে তার ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। ক্রেডিটের সাথে যতটুকু সম্পর্ক ততটুকু ক্ষেত্রে, পুঁজিবাদের মানিয়ে নেবার প্রধান কাজটা প্রকৃতপক্ষে

হল ক্রেডিটকে ভেঙে ফেলা এবং দমন করা। প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদের মানিয়ে নেবার উপায় হবার থেকে ক্রেডিটের অবস্থারন অনেক দূরে। বিপরীতপক্ষে, তাহল সব চাইতে চরম বিপ্লবী তাৎপর্যের ধ্বংসের হাতিয়ার। ক্রেডিটের এই বিপ্লবী চরিত্রই কি 'সমাজতান্ত্রিক' সংস্কারের পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করে নি? সেদিক থেকে এর কয়েকজন বিশিষ্ট প্রচারক আছেন, এদের মধ্যে কয়েকজন— মার্কসের ভাষায়— আধা সন্নাসী, আধা দস্যু (যেমন ফ্রান্সের আইজাক পেরিয়েরা)।

দ্বিতীয় 'মানিয়ে নেবার উপায়'— মালিকদের সংগঠনও একই রকম পলকা। বার্নস্টাইনের মত অনুসারে এই ধনের সংগঠনগুলি তাদের উৎপাদনের নিয়মকানুনগুলির সাহায্যে উৎফাদনের বিশৃঙ্খলার মৃত্যু ঘটাবে। কার্টেল এবং ট্রাস্টগুলির বিকাশের বহুমুখী প্রতিক্রিয়া এখনো পর্যন্ত খুব য-সহকারে বিবেচিত হয় নি। কিন্তু তারা একটি সমস্যার প্রতিভূ, যা কেবলমাত্র মার্কসীয় তত্বের সাহায্যেই সমাধিত হতে পারে।

একটি বিষয় নিশ্চিত, পুঁজিবাদী সম্মিলনগুলির মধ্যস্থতার সাহায্যে পুঁজিবাদী বিশৃঙ্খলাকে রুদ্ধ করার কথা আমরা বলতে পারি শুধুমাত্র এই মাপকাঠিতে যে, পুরোপুরি না হলেও অন্তত প্রায় যথাযথভাবে কার্টেল, ট্রাস্ট ইত্যাদিগুলি উৎপাদনের প্রধান ধরন হয়ে উঠেছে। কিন্তু কার্টেলের নিজস্ব প্রকৃতি থেকেই এই সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়। সম্মিলনগুলির চূড়ান্ত অর্থনৈতিক লক্ষ্য এবং ফল হল নিম্নরূপ। উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট শাখায় প্রতিযোগিতা দমন করার মধ্য দিয়ে, বাজার থেকে প্রাপ্ত মোট মুনাফার বণ্টনকে এমনভাবে প্রভাবিত করা হয় যে, শিল্পের ঐ শাখায় প্রবাহিত অংশটির বৃদ্ধ ঘটে। এই ধরনের এলাকাভিত্তিক সংগঠনগুলি শিল্পের একটি শাখার ক্ষতি করে অন্য একটি শাখার মুনাফার হারের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। সুনির্দিষ্টভাবে এই কারণেই এটিকে সাধারণ রূপ দেওয়া যায় না; কারণ যখন শিল্পের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা পর্যন্ত এর বিস্তার ঘটে তখন সে তার নিজের প্রভাবকেই দমন করে।

এছাড়াও, তার বাস্তবপ্রয়োগের সীমার মধ্যে সম্মিলনগুলির ফল শিল্পবিশৃঙ্খলা দমনের ঠিক বিপরীত। সাধারণত, কার্টেলগুলি বিদেশী বাজারের জন্য একটি নিচু হারের মুনাফায় উৎপাদন করে, পুঁজির অতিরিক্ত অংশ যা তারা দেশের বাজারে ব্যবহার করতে পারে না তার সদ্ব্যবহার করে দেশী বাজারে বেশী মুনাফা পেতে সমর্থ হয়। তাই বলা যায় যে তারা দেশের তুলনায় বিদেশে সস্তায় বেচে। এর ফল হল বিদেশে প্রতিযোগিতর তীব্রতা বৃদ্ধি— কিছু লোক যা খোঁজবার চেষ্টা কর ঠিক তার বিপরীত। বিশ্বের চিনি-শিল্পের ইতিহাসে এটি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির একটি প্রকাশ হিসাবে চিত্রিত সম্মিলনগুলি কেবলমাত্র পুঁজিবাদী বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তর হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। মৌলিকভাবে, কার্টেলগুলি উৎপাদনের কোনো কোনো শাখায় মুনাফার হারের মারাত্মক পতনকে রোধ করবার উদ্দেশ্যে পুঁজবাদী উৎপাদন পদ্ধতি কর্তৃক প্রযুক্ত একটি উপায় ছাড়া কিছু নয়। এই উদ্দেশ্যে কার্টেলগুলি কী পদ্ধতি প্রয়োগ করে? তা হল সঞ্চিত পুঁজিতর একটি অংশকে একেজো করে রাখা। অর্থাৎ, তারা সেই একই পদ্ধতি ব্যবহার করে যা সংকটের সময়ে অন্যভাবে প্রযুক্ত হয়। চিকিৎসা আর ব্যাধিকে দুটি জলের ফোঁটার মতোই পরস্পরের সদৃশ দেখাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র একটি বিন্দু পর্যন্ত প্রথমটি ক্ষুদ্রতর বিপদ বলে বিবেচিত হতে পারে। যখন বিক্রির সমস্ত মুখগুলি সংকুচিত হয়ে যেতে থাকবে, বিশ্ব বাজার তার সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যাবে, এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে নিঃশেষিত হয়ে যাবে— আজ হোক আর কাল হোক যা ঘটবেই— তখন পুঁজির আংশিক অলসতা এমন একটি মাত্রায় পৌঁছবে যে, চিকিৎসাটিই ব্যাধিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে, আর নিয়মের বাঁধনে ইতিমধ্যে অনেকটা 'সামাজিকীকৃত' হয়ে যাওয়া পুঁজি আবার ব্যক্তিপুঁজির কাঠামোয় ফিরে যাবার চেষ্টা করবে। বাজার খুঁজে পাবার বর্দ্ধিত অসুবিধার মুখে দাঁড়িয়ে পুঁজির প্রতিটি ব্যক্তিগত অংশ একা একা সুগে খোঁজাকে শ্রেয় বলে মনে করবে। সে সময়ে বড়ো বড়ো নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠনগুলি সাবানের বুদবুদের মতোই ফেটে যাবে, আর তীব্র প্রতিযোগিতার পথ করে দেবে।

সাধারণভাবে, ঠিক ক্রেডিটের মতোই কার্টেলগুলিও পুঁজিবাদী বিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট পর্ব বলে প্রতিভাত হয়; যা শেষ বিচারে পুঁজিবাদী বিশ্বের বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে তেলে এবং তার অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে ও পরিপক্ক করে। উৎফাদক ও ভোক্তাদের মধ্যে সংগ্রামকে তীব্র করার মধ্য দিয়ে কার্টেলগুলি উৎপাদন ও বিনিময়ের পদ্ধতির মধ্যে বিদ্যমান বৈরিতাকে বাড়িয়ে তোলে— বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে। অধিকন্তু, সংগঠিত পুঁজির বৃহৎ শক্তিকে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নৃশংসতম চেহারায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে, এরা উৎপাদন পদ্ধতি ও

আত্মসাৎ-এর পদ্ধতির মধ্যে বিদ্যমান বৈরিতাকে আরও বেশী বাড়িয়ে দেয়, আর এইভাবে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে বৈরিতাকে বাড়িয়ে তেলে।

পরিশেষে, পুঁজিবাদী সম্মিলনগুলি পুঁজিবাদী বিশ্ব-অর্থনীতির আন্তর্জাতিক চরিত্র এবং রাষ্ট্রের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তোলে সেই পরিমাণে, যতটা তারা (রাষ্ট্রগুলি) একটি সাধারণ শুল্ক যুদ্ধে সর্বদাই জড়িয়ে থাকে, যা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দূরত্বকে বাড়িয়ে তোলে। এর সাথে আমরা অবশ্যই উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন, প্রযুক্তির অগ্রগতি ইত্যাদির ওপর সন্দেহাতীতভাবে কার্টেলগুলির বিপ্লবী প্রভাবের কথা যোগ করবো।

অন্যভাবে বলা যায়, পুঁজিবাদী অর্থনীতির ওপর তাদের চূড়ান্ত প্রভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের মাপকাঠিতে, কার্টেল এবং ট্রাস্টগুলি 'মানিয়ে নেবার উপায়' হিসেবে ব্যর্থ। পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রশমনের ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ। বিপরীতপক্ষে, তারা আরও বৃহৎ নৈরাজ্যের একটি হাতিয়ার হিসেবে হাজির হয়। তারা পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের আরও বিকাশে উৎসাহ দেয়। তারা পুঁজিবাদের সাধারণ অবক্ষয়ের আগমনকে ত্বরান্বিত করে।

কিন্তু যদি ক্রেডিট ব্যবস্থা, কার্টেল এবং অন্যান্যরা পুঁজিবাদের সংকট মোচন না করে, তবে কেন ১৮৭৩ সাল থেকে দু-দশক ধরে আমরা কোনো বড় বাণিজ্য-সংকট দেখতে পাইনি? মার্কসের ব্যাখ্যার ঠিক বিপরীতভাবে, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি— অন্তত সাধারণভাবে— নিজেকে যে সমাজের প্রয়োজনের সাথে মানিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছে, এটি কি তারই নিদর্শন নয়? সবে যখন, ১৮৯৮ সালে, বার্নস্টাইন মার্ক্সের সংকটের তত্বকে বাতিল করছেন, ঠিক তখনই ১৯০০ সালে একটা বিশাল সাধারণ সংকট ছড়িয়ে পড়লো, আর তার সাত বছর বাদে আর একটি নতুন সংকট যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে বিশ্ববাজারকে আঘাত করলো। ঘটনা প্রমাণ করেছে যে 'মানিয়ে নেবার' তত্ব মিথ্যা। ঘটনা একই সাথে এটিও দেখিয়ে দেয় যে, কোনো একটি সময় ধরে কোনো সংকট দেখা যায় নি শুধুমাত্র এই কারণে, যে সমস্ত লোকেরা মার্কসের সংকটের তত্বকে পরিত্যাগ করেছেন, তারা এই তত্বের একটি গৌণ বাহ্যিক দিক— দশ বছরের চক্রকে দেখিয়ে তার সায়াংশকে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস কর্তৃক আধুনিক পুঁজিবাদী শিল্পের চক্রকে দশ বছরের কালপর্ব হিসেবে বর্ণনা করাটা ছিল ১৮৬০ এবং ১৮৭০-এর ঘটনার একটি সাদামাটা বিবৃতি। এর ভিত্তি কোন প্রকৃতির নিয়ম ছিল না বরং কিশোর পুঁজিবাদের দ্রুত প্রসারবান কার্যকলাপের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি স্বীকৃত ঐতিহাসিক ঘটনামালাই ছিল তার ভিত্তি।

কার্যত, ১৮২৫ সালের সংকট ছিল, যেখানে সংকট ফেটে পড়ে, বিশেষভাবে সেই ইংলন্ডে আগের দশক জুড়ে রাস্তা, খাল, গ্যাসের কারখানা নির্মাণে ব্যাপক পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগের ফল। একইভাবে, পরবর্তী ১৩৬৮-৬৯ সালের সংকট ছিল যানবাহন নির্মাণে বিপুল বিনিয়োগের ফল। ইংল্যান্ডে তড়িঘড়ি রেলপথ নিমাণ ১৮৪৭ সলের সংকট ডেকে এনেছিল। (১৮৪৪ থেকে ১৮৪৭—এই তিন বছরে বৃটিশ পার্লামেন্ট রেলপথে প্রায় ১৫০০০ কোটি ডলার অঙ্কের ছাড় দিয়েছিল)। উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রের প্রত্যেকটিতে সংকট এসেছে পুঁজিবাদী বিকাশের একটি নতুন ভিত গড়ে ওঠার পরে। ১৮৫৭ সালে একই ফল পাওয়া গিয়েছিল সোনারখনিগুলি বআবিষ্কারের পরে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় ইউরোপীয় শিল্পের জন্য হঠাৎ নতুন বাজার খুলে যাওয়ায়, আর বিশেষ করে ফ্রান্সে, বিশালভাবে রেলপথ নির্মাণের ফলে যেখানে তখন ইংলন্ডের উদাহরণকে নিবিড়ভাবে অনুকরণ করা হচ্ছিল। (১৮৫২ থেকে ১৮৫৬-র মধ্যে কেবলমাত্র ফ্রান্সেই প্রায় ১২৫ কোটি ফ্রাঙ্ক মূল্যের রেলপথ নির্মিত হয়েছিল।) আর সবশেষে পাই ১৮৭৩-এর বৃহৎ সংকট, যা হল জার্মানী এবং অস্ট্রিয়া শিল্পে বিশাল উল্লম্ফনে প্রত্যক্ষ ফল, যার পূর্বসূরী ছিল ১৮৬৬ এবং ১৮৭২-এর রাজনৈতিক ঘটনাবলী।

সুতরাং, এপর্যন্ত যা দেখা গেল তাতে, প্রতিটি ক্ষেত্রে বাণিজ্য-সংকটের কারণ হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির চারণভূমির হঠাৎ বৃদ্ধি—তার সংকোচন নয়। আন্তর্জাতিক সংকট যে ঠিক প্রতি দশ বছরে একবার করে ঘটে তা সম্পূর্ণভাবে একটি বাহ্যিক সত্য, একটা আকস্মিক ব্যাপার। অ্যান্টি ড্যুরিং গ্রন্থে এঙ্গেলস এবং ক্যাপিটাল-এর প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডে মার্কস সংকট সম্পর্কে যে সূত্র উপস্থাপন করেছেন, তা সমস্ত সংকটের ক্ষেত্রে কেবল এই মাত্রাতেই প্রযোজ্য হয় যে, তা (সূত্রগুলি) তাদের (সংকটের) আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকলাপ এবং সাধারণ মৌলিক কারণগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করে।

সংকট প্রতি পাঁচ বা দশ বছরে, বা এমনকি প্রতি আট বা কুড়ি বছরে দেখা দিতে পারে। কিন্তু যা বার্নস্টাইনের তত্বের সবচাইতে ভালোভাবে প্রমাণিত করে তা হল, যে সমস্ত দেশে ক্রেডিট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং ট্রাস্ট ইত্যাদি সুবিখ্যাত 'মানিয়ে নেবার উপায়গুলি' সর্বোচ্চ বিকাশ হয়েছে সেখানেই (১৯০৭-০৮-এর) শেষ সংকটটি সবচাইতে তীব্র হয়েছিল।

পুঁজিবাদী-উৎপাদন বিনিময়ের সাথে 'মানিয়ে নিতে' পারে— এটি বিশ্বাস করতে হলে নিম্নোক্ত দুটি জিনিসের মধ্যে যেকোন একটিকে মানতে হবে : হয় বিশ্বাজার সীমাহীনভাবে বিস্তৃত হতে পারে, না হয়, বিপরীতভাবে, উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ এমনভাবে আবদ্ধ যে তা কখনোই বাজারের সীমাকে অতিক্রম করতে পারে না। প্রথম প্রকল্পটি (hypothesis) বস্তুগতভাবে অসম্ভব। প্রযুক্তির যে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি, প্রতিটি শাখায় প্রতিদিন নতুন নতুন উৎপাদিকা শক্তির জন্ম দিচ্ছে, তা দ্বিতীয় প্রকল্পটিকে সমপরিমাণে অসম্ভব করে তোলে।

এখনও একটা বিষয় বাকী থেকে গেল যা বার্নস্টাইনের মতে উপরে দেখানো পুঁজিবাদী বিকাশের ধারার বিরোধিতা করে। মাঝারি-মাপের প্রতিষ্ঠানগুলির 'দৃঢ় ব্যূহের' মধ্যে বার্নস্টাইন এই ইঙ্গিত পেয়েছেন যে, বৃহৎ শিল্পের বিকাশ বিপ্লবী দিকে চালিত হয় না, আর পতনের 'তত্ত্বে' যেভাবে আশা করা হয়েছিল, শিল্পের কেন্দ্রীভবনের দৃষ্টিকোণ থেকে তা (বৃহৎ শিল্পের বিকাশ) আর ততটা কার্যকরী নেই। যাইহোক, এখানে তিনি তাঁর নিজের বোধের ঘাটতির শিকার হয়েছেন। কারণ, মাঝারি মাপের প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবিলোপকে বৃহৎ শিল্পের বিকাশের আবশ্যিক ফল হিসাবে দেখাটা হল এই প্রক্রিয়ার প্রকৃতিকে দুঃখজনকভাবে ভুল বোঝা।

মার্ক্সীয় তত্ব অনুসারে, পুঁজিবাদী বিকাশের সাধারণ ধারায় ছোট পুঁজিপতিরা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করে। দুরকম অর্থে তারা এই ভূমিকা পালন করে। শিল্পের সুপ্রতিষ্ঠিত শাখাগুলিতে তারা নতুন উৎপাদন পদ্ধতির সূচনা করে ; বৃহৎ পুঁজিপতিরা এখনো প্রবেশ করে নি উৎপাদনের এরকম নতুন শাখা সৃষ্টির কাজে তারা সহায়ক হয়।

এটা ভাবা ভুল হবে যে, মাঝারি মাপের পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস সরলরেখায় তাদের ক্রমবিলোপের দিকে ধাবিত হয়। বিপরীতপক্ষে, এই বিকাশের ধারা হল বিশুদ্ধভাবে দ্বন্দ্বমূলক এবং তা অবিরাম বিভিন্ন বিরোধের মধ্য দিয়ে চালিত হয়। ঠিক শ্রমিকদের মতোই, মাঝারি শিল্পপতিদের স্তরটি নিজেদেরকে দুটি পরস্পরবিরোধী ঝোঁকের দ্বারা প্রভাবিত দেখতে পায়— একটি উর্দ্ধমুখী অপরটি নিম্নমুখী। এক্ষেত্রে, নিম্নমুখী ঝোঁকটি হল উৎপাদনের পরিমাপের অবিরাম বৃদ্ধি, যা পর্যায়ক্রমে গড়মাপের পুঁজির আয়তনকে ছাপিয়ে যায় এবং বারবার তাদেরকে বিশ্ব-প্রতিযোগিতার অঙ্গন থেকে সরিয়ে দেয়।

নিম্নমুখী ঝোঁকটি হল প্রথমত, বিদ্যমান পুঁজির পর্যায়ক্রমিক মূল্যহ্রাস, যা আবার কিছু সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পুঁজির আয়তনের মূল্যের অনুপাতে উৎপাদনের পরিমাপকে নামিয়ে আনে। এছাড়াও পুঁজিবাদী উৎপাদনের নতুন ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়ে এটি প্রকাশিত হয়। যে যুদ্ধে দুর্বল পক্ষের সৈন্যরা অবিরত সরাসরি এবং পরিমাণগতভাবে ক্ষয় পেয়ে চলেছে, বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে গড় মাপের প্রতিষ্ঠানগুলির সংগ্রামকে এমন একটি নিয়মিতভাবে এগিয়ে চলার যুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। বরং ছোট প্রতিষ্ঠানগুলিকে পর্যায়ক্রমিকভাবে ছেঁটে দেওয়া হিসেবে একে বিবেচনা করা উচিত, যা আবর দ্রুত বেড়ে ওঠে শুধুমাত্র আবার বৃহৎ শিল্পগুলির হাতে ছাঁটাই হবার জন্য। এই দুটি ঝোঁক মাঝারি পুঁজিপতিদের স্তরটিকে নিয়ে ফুটবল খেলে। নিম্নমুখী ঝোঁকটিই শেষপর্যন্ত জয়ী হবে। শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটাই সত্যি।

নিম্নমুখী ঝোঁকটির বিজয় যে আবশ্যিকভাবে মাঝারি মাপের প্রতিষ্ঠানগুলির চূড়ান্ত সংখ্যাগত হ্রাসের মধ্যে নিজেকে ফুটিয়ে তোলে, এমন নয়। এটা অবশ্যই নিজেকে ফুটিয়ে তোলে, প্রথমত, উৎপাদনের পুরোনো শাখাগুলিতে প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির ন্যূনতম পরিমানটির ক্রমাগত বৃদ্ধির মধ্যে ; দ্বিতীয়ত, যে সময়ের অবকাশটুকু উৎপাদনের নতুন শাখাগুলি ব্যবহারের সুযোগ ছোট শিল্পপতিদের জন্য রক্ষিত থাকে, তার অবিরাম হ্রাসের মধ্যে। ছোট পুঁজিপতিদের সাথে যতটুকু সম্পর্ক সে ক্ষেত্রে, এর ফল হল নতুন শিল্পে তদের অবস্থানের সময়টুকু আরও আরও ছোট হয়ে আসা এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে উৎপাদনপদ্ধতির আরও আরও দ্রুততর পরিবর্তন। গড় পুঁজিপতিদের স্তরটিকে সামগ্রিকভাবে ধরলে, সেখানে আরও আরও দ্রুত হারে সামাজিক মিলন ও বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলছে।

বার্নস্টাইন এটি খুব সঠিকভাবেই জানেন। তিনি নিজেই এর ওপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তিনি যেটি ভুলে গেছেন বলে মনে হয় তা হল, এটিই গড়পড়তা পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলির গতিবিধি নিয়ম। যদি কেউ স্বীকার করেন যে ছোট শিল্পপতিরা প্রযুক্তিগত অগ্রগতির অগ্রদূত, আর যদি এটা ঠিক হয় যে দ্বিতীয়োক্তটি (প্রযুক্তিগত অগ্রগতি) হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল নাড়ী-স্পন্দন, তাহলে এটা স্পষ্ট যে, ছোট পুঁজিপতিা পুঁজিবাদী বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং তারা কেবলমাত্র পুঁজিবাদী বিকাশের সাথে সাথেই (একযোগে) বিলুপ্ত হবে।[৮] বার্নস্টাইন যে

চূড়ান্ত অর্থে মাঝারি মাপের প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রম-বিলোপের কথা বিবেচনা করেছেন তা তিনি যেমন ভাবেন তেমন, পুঁজিবাদী বিকাশের বিপ্লবী ধারা নয়, বরং সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক তার বিপরীত— এই বিকাশের স্তব্ধতা, তাকে মন্থর করা। মার্কস বলেছেন, 'মুনাফার হার, বা অন্যভাবে বললে, পুঁজির আপেক্ষিক বৃদ্ধি, সর্বোপরি, স্বাধীনভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ পুঁজির নতুন বিনিয়োগকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যে মুহূর্তে পুঁজি সৃষ্টির কাজটি গুটিকয়েক বড় পুঁজিপতিদের হাতে সম্পূর্ণভাবে পতিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের পুনরুজ্জীবক অগ্নি নির্বাপিত হয়। তার মৃত্যু ঘটে।'

সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ন

বার্নস্টাইন সমাজতন্ত্রের দিকে একটি ঐতিহাসিক পথ হিসেবে 'পতনের তত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাহলে, তাঁর প্রস্তাবিত 'পুঁজিবাদের মানিয়ে নেবার তত্ব' অনুসারে সমাজতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের পথটি কী? বার্নস্টাইন কেবলমাত্র পরোক্ষভাবেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। যাইহোক, কনরাড স্মিডট[৯] এই প্রশ্নে বিস্তৃতভাবে চর্চা করার চেষ্টা করেছেন। তার মতে, 'কাজের ঘণ্টা এবং মজুরীর জন্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম এবং সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম ক্রমঅগ্রসরমানভাবে উৎপাদনের শতগুলির ওপর আরও বিস্তৃত নিয়ন্ত্রণের দিকে চালিত হবে, এবং 'যেহেতু আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পুঁজিবাদী মালিকদের অধিকারগুলি কমিয়ে আনা হবে, তাই এক সময়ে সে নিতান্ত পরিচালকের ভূমিকায় পর্যবসিত হবে।' 'পুঁজিপতি দেখতে পারে যে তার নিজের কাছে তার সম্পত্তির মূল্য আরও আরও ক্ষয় পেয়ে চলেছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত অবশেষে শোষণের প্রক্রিয়ার দেখাশুনার দায়িত্ব তার কাছ থেকে পুরোপুরি কেড়ে নেওয়া হয়' এবং 'যৌথ শোষণের প্রক্রিয়ার' সূত্রপাত হয়।

বার্নস্টাইন আরও বলেছেন,—

সুতরাং ট্রেড-ইউনিয়ন, সমাজসংস্কার এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক গণতন্ত্রীকরণ হচ্ছে সমাজতন্ত্রের ক্রম বাস্তবায়তনের পথ।

কিন্তু ঘটনা এই যে ট্রেড-ইউনিয়নের প্রধান কাজ হল শ্রমিকদের মজুরীর পুঁজিবাদী নিয়ম কার্যকরী করার, অর্থাৎ তাদের শ্রমশক্তিকে চলতি বাজার দরে বিক্রী করার উপায় যোগানো। (১৮৯১ সালের নয়ে জাইট পত্রিকাতে বার্নস্টাইন নিজেই এর সবচাইতে ভালো ব্যাখ্যা দিয়েছেন।) ট্রেড-ইউনিয়ন সর্বহারাকে বাজারের প্রতিটি ঘটনাবিন্যাসের ব্যবহারে সমর্থ করে তোলে। কিন্তু নিম্নলিখিত ঘটনাবিন্যাসগুলি ট্রেড-ইউয়িনের প্রভাববৃত্তের বাইরে থেকে যায় : (১) উৎপাদনের অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত শ্রমের চাহিদা, (২) সমাজের মধ্যবর্তী স্তরটির সর্বহারায় পরিণত হওয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বাভাবিক পুনরুৎপাদনের দ্বারা সৃষ্ট শ্রমের যোগান, এবং (৩) শ্রমের উৎপাদনশীলতার তাৎক্ষণিক মাত্রা। ট্রেড-ইউনিয়নগুলি মজুরীর নিয়মকে দমিয়ে রাখতে পারে না। সবচাইতে অনুকূল পরিবেশে সবচাইতে বেশী যা তারা করতে পারে তা হল, তারা পুঁজিবাদী শোষণের ওপরে গতিবিধির 'স্বাভাবিক' সীমা আরোপ করতে পারে। যাইহোক, শোষণ জিনিসটাকেই দমন করার মতো শক্তি তাদের নেই, এমনকি ক্রমে ক্রমেও নয়।

এটা ঠিক যে স্মডট্ বর্তমান ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনকে একটি 'দুর্বল প্রাথমিক পর্যায়' হিসেবে দেখেছেন। তিনি আশা করেন যে 'ভবিষ্যতে' 'ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দালন উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণের ওপরে ক্রমাগতভাবে বর্ধিত প্রভাব খাটাবে।' কিন্তু উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ বলতে আমরা কেবল দুটি জিনিস বুঝি : উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রায়োগিক ক্ষেত্রে হস্তপেক্ষ এবং উৎপাদনের পরিমান নির্ধারণ, এই দুটি বিভাগে ট্রেড-ইউনিয়নে প্রভাব খাটাবার ধরনটা কী?

এটি পরিষ্কার যে, উৎপাদনের কৌশলগত বিষয়ে, একটি স্তর পর্যন্ত, পুঁজিপতির স্বার্থ পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ ও অগ্রগতির সাথে মিলে যায়। তার নিজের স্বার্থই তাকে প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটানোর দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু একজন বিচ্ছিন্ন শ্রমিক নিজেকে সন্দেহাতীতভাবে ভিন্ন অবস্থানে দেখতে পায়। প্রত্যেকটি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন তার স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। তার শ্রমশক্তির মূল্যকে নামিয়ে এনে এবং কাজকে আরও তীব্র, আরও একঘেয়ে, আরও কঠিন করে তুলে তা তার অসহায় অবস্থাকে তীব্র করে তোলে। উৎপাদনের প্রযুক্তিগত বিভাগে ট্রেড-ইউনিয়ন যতটুকু হস্তক্ষেপ করতে পারে তা হল তারা শুধুই নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তনের বিরোধিতা করতে পারে। কিন্তু, এখানে তারা সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী ও তার মুক্তি স্বার্থে কাজ করে না; সে স্বার্থ বরং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং সে কারণে, একক পুঁজিপতির স্বার্থের সাথে মানানসই হয়। এখানে তারা প্রতিক্রিয়াশীল দিকে কাজ

করে। আর প্রকৃতপক্ষে, স্মিডট যেদিকে তাকিয়ে আছেন সেই ভবিষ্যতে নয়, বরং ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের অতীতের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই উৎপাদনের প্রযুক্তিগত অংশে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টাই ইংল্যান্ডের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের সেই পুরোনো পর্যায়কে বৈশিষ্ঠ্য প্রদান করেছিল, যে সময়ে তখনও বৃটিশ সংগঠনগুলি মধ্যযুগীয় 'যৌথসংস্থা'র পদচিহ্নে[১০] বাঁধা পড়ে ছিল এবং 'একটি পূর্ণ দিনের শ্রমের জন্য একটি পূর্ণ দিনের মজুরী' এই জরাজীর্ণ নীতির মধ্যেই উৎসাহ খুঁজে পাচ্ছিল। ওয়েব তাঁর ট্রেড-ইউনিয়ন কার্যকলাপের ইতিহাস-১১ বইতে এটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

অন্যদিকে, উৎপাদনের পরিমাণ এবং পণ্যের দাম ঠিক করার ব্যাপারে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির প্রচেষ্টা সাম্প্রতিক ব্যাপার। খুব সম্প্রতিই আমরা এই উদ্যোগ লক্ষ্য করেছি— এবং আবার ইংল্যান্ডেই। এই প্রচেষ্টা তার প্রকৃতি এবং ঝোঁকের দিক থেকে উপরে আলোচিত বিষয়গুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উৎপাদন-খরচ এবং উৎপাদনের পরিমাপ নির্ধারণে ট্রেড-ইউনিয়নগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের অর্থ কী দাঁড়ায় ? এর অর্থ দাঁড়ায়, ক্রেতা এবং, বিশেষ করে, প্রতিদ্বন্দ্বী উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ অবস্থানে শ্রমিক এবং উদ্যোক্তাদের একটি কার্টেল গঠন। কোন দিক থেকেই এর ফল মালিকদের একটি সাধারণ সংগঠনের থেকে ভিন্ন কিছু নয়। মূলগতভাবে এখানে আর আমরা শ্রম এবং পুঁজির মধ্যে সংগ্রামকে পাচ্ছি না, বরং সমগ্র ক্রেতাসাধারণের বিরুদ্ধে শ্রম এবং পুঁজির সখ্যতাকে পাচ্ছি। সামাজিক মূল্যের দিক থেকে বিচার করলে এটিকে একটি প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ হিসেবে দেখতে হবে, যা সর্বহারার মুক্তি সংগ্রামের ধাপ হতে পারে না, কারণ এর মর্মার্থ শ্রেণী সংগ্রামের ঠিক বিপরীত। বাস্তব প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এটিকে দেখা যাবে একটি কল্পনাবিলাস হিসেবে, বিশ্ব-বাজারের জন্য উৎপাদন করছে এমন শিল্পে যার প্রসার ঘটানো যাবে না। উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এটি দেখানো হয়েছে।

সুতরাং ট্রেড-ইউনিয়ন কার্যকলাপের সুযোগ মূলত সীমাবদ্ধ মজুরীবৃদ্ধি এবং শ্রম-সময় হ্রাসের জন্য সংগ্রামে, অর্থাৎ বিশ্বাবাজারের তাৎক্ষণিক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজন অনুসারে পুঁজিবাদী শোষণকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায়। কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়ন কোনোভাবেই উৎপাদন প্রক্রিয়াটিকে প্রভাবিত করতে পারে না। এছাড়াও কনরাড স্মিডট যা জোর দিয়ে বলেছেন, ঠিক তার বিপরীতভাবে, ট্রেড-ইউনিয়ন বিকাশের গতি হল শ্রম বাজারের সাথে বাকী বাজারের সমস্ত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পরিপূর্ণভাবে ছিন্ন করা।

ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে যে, পরিবর্তনশীল বেতন কাঠামোর সাহায্যে উৎফাদনের সাধারণ পরিস্থিতির সাথে-শ্রম-চুক্তিকে সম্পর্কিত করবার প্রচেষ্টা ঐতিহাসিক বিকাশের সাথে সাথে সেকেলে হয়ে পড়েছে। বৃটিশ শ্রমিক ইউনিয়নগুলি এই ধনের প্রচেষ্টা থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে।

এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের কার্যকরী সীমার মধ্যেও এই আন্দোলন, মানিয়ে নেবার তত্ব যেমন দাবি করে তেমন অসীমভাবে বিকৃত হতে পারে না। বিপরীতপক্ষে, আমরা যদি সমাজ বিকাশের বড় উপাদানগুলিকে পরীক্ষা করি তবে আমরা দেখতে পাবো যে, আমরা ট্রেড ইউনিয়নের বিজয়মূলক বিকাশের একটি যুগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি না, বরং এগিয়ে যাচ্ছি এমন একটি সময়ের দিকে যখন শ্রমিক ইউয়িনগুলির ক্লেশ বেড়ে যাবে। একবার শিল্পের বিকাশ তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছলে এবং বিশ্ববাজার জুড়ে পুঁজিবাদ তার নিম্নমুখী স্তরে প্রবেশ করলে, ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম দ্বিগুণ কঠিন হয়ে পড়বে। প্রথমত, বাজারে বাস্তব সন্ধিক্ষণটি শ্রমশক্তির বিক্রেতাদের পক্ষে কম অনুকূলে হয়ে পড়বে, কারণ বর্তমান অবস্থার তুলনায় শ্রমশক্তির চাহিদা ধী গতিতে বাড়বে এবং শ্রমের যোগান বাড়বে আরও দ্রুত গতিতে। দ্বিতীয়ত, পুঁজিপতিরা নিজেরা বিশ্ববাজারে তাদের যে ক্ষতি হয় তা পূরণের প্রয়োজনে, মোট উৎপন্নের যে অংশটি (মজুরী হিসাবে) হ্রমিকদের কাছে যায় সেটিকে কমাবার জন্য এখনকার তুলনায় আরও কঠোর প্রচেষ্টা চালাবে। মার্কসের বক্তব্য অনুযায়ী, মুনাফার পড়তিকে ঠেকাবার মুখ্য উপায় হল মজুরী হ্রাস। ইংল্যান্ডের পরিস্থতি ইতিমধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন বিকাশের দ্বিতীয় ধাপের সূচনার একটি ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ প্রয়োজনীয়তার জন্য সংগ্রাম থেকে নেমে এসেছে নিতান্তই ইতিমধ্যে অর্জিত অধিকারগুলি রক্ষার সংগ্রামে, এবং এমনকি সেটিও আরও আরও কঠিন হয়ে পড়ছে। এটিও আমাদের সমাজের সাধারণ প্রবণতা। এই প্রবণতার বিপরীত প্রবণতা হওয়া উচিত শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক দিকটির বিকাশ।

সমাজসংস্কার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কনাড স্মিডট্ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে একই ভুল করেন। তিনি আশা করেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মতোই, সমাজ সংস্কারও 'পুঁজিপতিদেরকে, একমাত্র যে শর্তে তারা শ্রম-শক্তিকে নিয়োগ করতে সমর্থ হবে তা নির্দেশ দেবে। এই আলোকে সংস্কারকে দেখে,

বার্নস্টাইন শ্রম-আইনকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের টুকরো অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের টুকরো বলেছেন। একইভাবে কনরাড স্মিডট্ যখনই শ্রম-নিরাপত্ত আইনের কথা বলেছেন তখন সর্বদাই তিনি 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। একবার এভাবে আনন্দের সাথে রাষ্ট্রকে সমাজে রূপান্তরিত করার পর, তিনি আস্থার সাথে যোগ করেন : অর্থাৎ উদীয়মান শ্রমিকশ্রেণী'। প্রতিস্থাপনার এই চাতুরির ফলে জার্মান ফেডালে কাউন্সিল কর্তৃক প্রবর্তিত নিরীহ শ্রম-আইনগুলি যেন জার্মান সর্বহারা কর্তৃক প্রবর্তিত উৎক্রমণকালীন সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ-এ রূপান্তরিত হয়ে যায়।

ধোঁয়াশা সৃষ্টির প্রচেষ্টাটি বেশ স্পষ্ট। আমরা জানি যে বর্তমান রাষ্ট্র 'উদীয়মান শ্রমিকশ্রেণীর' প্রতিনিধিত্বকারী 'সমাজ' নয়। এটি নিজেই পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিনিধি। এ একটি শ্রেণীরাষ্ট্র। সুতরাং তার সংস্কার-মূলক পদক্ষেগুলি 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণের' প্রয়োগ নয়, অর্থাৎ, একটি সমাজ, যে তার নিজের শ্রমপ্রক্রিয়ার মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করছে, তার নিয়ন্ত্রণ নয়। এগুলি হল পুঁজি উৎপাদনের ওপরে পুঁজির শ্রেণীসংগঠনগুলি কর্তৃক প্রযুক্ত নিয়ন্ত্রণের রূপ। তথাকথিত সমাজ সংস্কারগুলি পুঁজির স্বার্থেই প্রবর্তিত। হ্যাঁ, বার্নস্টাইন এবং কনাড স্মিডট্ বর্তমানে শুধুমাত্র এই নিয়ন্ত্রণের 'দুর্বল সূচনাগুলি' দেখেছেন। তারা ভবিষ্যতে সংস্কারের দীর্ঘ পর্যায় দেখতে পাবেন বলে আশা করেন, যেগুলির সবকটি শ্রমিকশ্রেণীর অনুকূলে হবে। কিন্তু এখানেও তারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অসীম বিকাশে বিশ্বাসের মতো একই ভুল করেন।

সমাজসংস্কারের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের ক্রমবাস্তবায়নের তত্ত্বের একটি মৌলিক দিক হল পুঁজিবাদী সম্পত্তির ও রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট বাস্তব বিকাশ। কনরাড স্মিডট্ বলছেন যে ঐতিহাসিক বিকাশের সাথে সাথে পুঁজিবাদী মালিকরা তাদের বিশেষ অধিকারগুলি হারাতে চলেছে, এবং নিতান্ত একটি পরিচালকের ভূমিকায় পর্যবসিত হচ্ছে। তিনি ভাবছেন যে, সমস্ত উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা দখলের কাজটি একটি একক ঐতিহাসিক কাজ হিসেবে সম্পাদন করা যাবে না। তিনি সেই কারণে ধাপে ধাপে দখল-করার তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। এই কথা ভেবে তিনি সম্পত্তির অধিকারকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন :— (১) সার্বভৌমত্ব'-র (মালিকানার) অধিকার, যা তিনি আরোপ করেছেন 'সমাজ' নামক একটি বস্তুর ওপরে আর যাকে তিনি প্রসারিত করতে চান, এবং (২) এর বিপরীত, ব্যবহারের সাদামাটা অধিকা, যা পুঁজিপতিদের আয়ত্তাধীন, কিন্তু যা তার অনুমান অনুসারে, পুঁজিপতিদের হাতে আয়ত্তাধীন, কিন্তু যা তার অনুমান অনুসারে, পুঁজিপতিদে হাতে নিতান্ত তাদের প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার স্তরে নেমে আসছে।

এই ব্যাখ্যাটি, হয় নিছকই শব্দের খেলা, আর সেক্ষেত্রে ক্রম-দখলদারির তত্ত্বের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, নয়তো এই বৈধ বিকাশের একটি বাস্তব চিত্র, যেক্ষেত্রে ক্রম-দখলদারির তত্বটি সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত—যা আবার (অচিরেই) দেখতে পাবো।

মালিকানার অধিকারকে কয়েকটি উপাংশ অধিকারে বিভাজনের বিন্যাসটি কনরাড স্মিডট্কে এমন একটি আশ্রয় যোগায়, যেখানে বসে তিনি তাঁর 'ধাপে ধাপে দখল করার' তত্ব গঠন করতে পারেন, যা প্রাকৃতিক অর্থনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে বৈশিষ্ঠ্য প্রদান করে। সামন্ততন্ত্রে, সমস্ত উৎপন্ন বস্তুগুলি সামন্তপ্রভু ও তার ভূমিদাস বা প্রজাদে মধ্যে, বর্তমান ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে সে সময়কার সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যে বণ্টিত হতো। মালিকানাকে কয়েকটি আংশিক অধিকারে বিভাজন সেই যুগের সামাজিক সম্পদের বণ্টনের চরিত্রকে প্রতিফলিত করে। পন্য উৎপাদনে প্রবেশ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীদে মধ্যে ব্যক্তিগত বন্ধন ছিন্ন হবার পর, মানুষ এবং বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক (অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানা) ব্যাস্তানুপাতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যেহেতু, বিভাজন আর ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিতিতে হয় না, বরং হয় বিনিময়ের মাধ্যমে, তাই সামাজিক সম্পদের একটি অংশের ওপর বিভিন্ন অধিকারগুলিকে আর সাধারণ স্বার্থসম্পন্ন সম্পত্তির অধিকারের খণ্ড হিসাবে মাপা হয় না। প্রত্যেকে বাজারে যে মূল্য আনে তার ভিত্তিতেই তাকে মাপা হয়।

মধ্যযুগীয় নগ কমিউনগলিতে পণ্য-উৎপাদনে অগ্রগতি সাথেসাথে আইনী (juridical) সম্পর্কগুলিতে যে প্রথম পরিবর্তন আনা হয়, তা ছিল পুরোদস্তুর ব্যক্তিগত মালিকানার বিকাশ। শেষেরটি আবির্ভূত হয় সামন্ততান্ত্রিক আইনীসম্পর্কের মধ্যেই। পুঁজিবাদী উৎপাদনে পৌঁছে এই বিকাশ আরও দ্রুত তালে এগিয়েছে। উৎপাদন প্রক্রিয়া যত বেশী সামাজিকীকৃত হয়, বণ্টনের প্রক্রিয়া (সম্পদের বিভাজন) তত বেশী বিনিময়ের ওপর নির্ভর করে। এবং যত বেশী ব্যক্তিগত মালিকানা অলঙ্ঘ ও আবদ্ধ হয়ে ওঠে, ততই পুঁজিবাদী মালিকানা কারে নিজের শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যগুলির ওপর অকির থেকে অন্য কোন ব্যক্তির শ্রমে আত্মসাৎ করার অধিকারে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

যতক্ষ পর্যন্ত পুঁজিপতি নিজেই নিজের কারখানা দেখাশোনা করে, ততক্ষণ বণ্টন উৎপাদনক্রিয়ায় তার নিজের অংশগ্রহণের সাথে একটা মাত্রা পর্যন্ত সম্পর্কিত। কিন্তু যখন পুঁজিপতির পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত দেখাশোনা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে—আজকের শেয়ার-কারবারী সমাজের যেটা চিত্র—তখন পুঁজির মালিকানা, বণ্টনক্রিয়ায় একটি অংশের ওপর তার অধিকারের (সম্পদের বিভাজন) সাথে যতটুকু সম্পর্ক ততটুকু ক্ষেত্রে, উৎপাদনের সাথে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ে। এটি এখন তার সবচাইতে বিশুদ্ধরূপে আবির্ভূত শেয়ার ও শিল্প-ক্রেডিটের আকারে রক্ষিত পুঁজিতেই পুঁজিবাদী মালিকানার অধিকার তার পূর্ণতম বিকাশে পৌঁছোয়।

সুতরাং কনরাড স্মিডট্ বর্ণিত পুঁজিপতিদের 'একজন মালিক থেকে একজন নিতান্ত পরিচালক'-এ রূপান্তরের ঐতিহাসিক প্রকল্পটি বাস্তব ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা জন্মায়।

ঐতিহাসিক বাস্তবতায়, উল্টোভাবে, পুঁজিপতিরা একজন মালিক তথা পরিচালক থেকে একজন নিতান্ত মালিক হয়ে ওঠার দিকে এগোয়। এখানে কনাড স্মিডট্-এর যা মনে হয়েছে, গ্যেটের ভাষায় তা হল :

যা কিছু বাস্তব, তার কাছে স্বপ্ন মনে হয়।

যা অস্তিত্বহীন, তার কাছে বাস্তব।

স্মিডট্-এর ঐতিহাসিক প্রকল্প ঠিক যেমন অর্থনৈতিক দিক থেকে আধুনিক শেয়ার-কারবারী সমাজ থেকে একটি হস্তশিল্পীর কর্মশালার দিকে ধাবিত হয়, তেমনই আইনগত দিক থেকে, তিনি পুঁজিবাদী বিশ্বকে মধ্যযুগীয় পুরোনো সামন্ততান্তিক খোলের ভিতরে ঢুকয়ে দিতে চান।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ'ও কনরাড স্মিডটের দেখানো চেহারা থেকে ভিন্ন চেহারায় আবির্ভূত হয়। শ্রমআইন শেয়ার কারবার-এর মাধ্যমে শিল্পসংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্র ইত্যাদি যেগুলি আজ 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' হিসেবে কাজ করে তার সাথে তাঁর 'সর্বোচ্চ মালিকানার' মোটেই কোন সম্পর্ক নেই। স্মিডট্ যেমনটি বিশ্বাস করেন যে, 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' হল পুঁজিবাদী মালিকানার সংকোচন, ঘটনা তা নয় বরং ঠিক উল্টোটা, তা হল এই ধরনের মালিকানায় এটি রক্ষাকবচ। অথবা, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বললে, এটি পুঁজিবাদী শোষণের প্রতি ভীতি প্রদর্শন নয়, বরং নেহাতই শোষণকে অব্যাহত রাখা। যখন বার্নস্টাইন প্রশ্ন করেন যে শ্রমসুরক্ষা আইনের মধ্যে কম-বেশী সমাজতন্ত্র আছে কিনা, তখন আমরা তাঁকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, সবচাইতে ভালো শ্রম সুরক্ষা আইনেও, রাস্তা পরিষ্কার বা রাস্তার আলো জ্বালানোকে নিয়মিত করার ব্যাপারে একটি পৌর আদেশের থেকে বেশী কিছু 'সমাজতন্ত্র' নেই।

পুঁজিবাদ এবং রাষ্ট্র

বার্নস্টাইনে মতে, রাষ্ট্রের সমাজে বিবর্তন হল সমাজতন্ত্রের ক্রমবাস্তবায়নের দ্বিতীয় শর্ত। বর্তমান রাষ্ট্রটি একটি শ্রেণীরাষ্ট্র—এটি একটি গতানুগতিক উক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কে উল্লেখিত সমস্ত কিছুর মতোই, এটিকেও একবগগা চরম দৃষ্টিতে বোঝা উচিত হবে না, বরং বুঝতে হবে দ্বন্দ্বমূলকভাবে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক বিজয়ের পরই রাষ্ট্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। রাষ্ট্রের কাজের পরিধিকে বিস্তৃত করে, তার ওপর নতুন নতুন কর্তব্য, (বিশেষ করে অর্থনৈতিক জীবনে প্রভাবসৃষ্টিকারী কাজ) চাপিয়ে দিয়ে, সমাজে ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপকে আরও আরও প্রয়োজনীয় করে তুলে পুঁজিবাদী বিকাশ মূলগতভাবে, রাষ্ট্রের চরিত্রকে পরিবর্তিত করে দেয়। এই অর্থে পুঁজিবাদী বিকাশ ধীরে ধীরে, ভবিষ্যতের রাষ্ট্র এবং সমাজের একাকার হয়ে যাবার প্রস্তুতি নেয়। একইভাবে বলা যায় যে, তার রাষ্ট্রের কর্তব্যকে সমাজের কাছে ফিরিয়ে দেবার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। চিন্তার এই ধারা অনুসরণ করে কেউ কেউ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সমাজে বিবর্তিত হবার কথা বলতে পারেন, এবং মার্কসের মনে নিঃসন্দেহে এই চিন্তাই ছিল যখন তিনি শ্রম আইনকে জীবন্ত সামাজিক প্রক্রিয়ায় 'সমাজ'-এর প্রথম সচেতন হস্তক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছেন—বার্নস্টাইন যে উক্তিটির ওপর খুব বেশী নির্ভর করেন।

কিন্তু অন্যদিকে, ঐ একই পুঁজিবাদী বিকাশ রাষ্ট্রের চরিত্রে অন্য একটি বিবর্তন ঘটায়। বর্তমান রাষ্ট্র প্রধানত শাসকশ্রেণীর একটি সংগঠন। এটি সমাজবিকাশের অনুকূলে কাজগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করে বিশেষতঃ এই কারণে এবং এই মাত্রায় যে, এই সামাজিক বিকাশ ও স্বার্থগুলি, সাধারণভাবে, প্রভাবশালী শ্রেণীটির স্বার্থের সাথে মিলে যায়। শ্রমআইনগুলি প্রবর্তিত হয় ঠিক ততটাই সাধারণভাবে সমাজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে, যতটা পুঁজিপতি শ্রেণীর আশু স্বার্থে প্রয়োজন হয়।

কিন্তু এই সঙ্গতি কেবলমাত্র পুঁজিবাদী বিকাশের একটি সীমা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। যখন পুঁজিবাদী বিকাশ একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছোয়, তখন শ্রেণী হিসেবে বুর্জোয়াদের স্বার্থ এবং অর্থনৈতিক প্রগতির প্রয়োজনীয়তা, এমনকি পুঁজিবাদী যৌক্তিকতাতেও, সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই স্তর ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সমকালীন দুটি চরম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের মধ্য দিয়ে তা নিজেকে প্রতিভাত করেছে : একদিকে শুল্ক প্রতিবন্ধকতার নীতি, অন্যদিকে সমরবাদ। এই দুটি ব্যাপার পুঁজিবাদের ইতিহাসে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে—আর সেই অর্থে একটি প্রগতিশীল এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। শুল্ক সংরক্ষণ ছাড়া বৃহৎ শিল্পের বিকাশ অনেক দেশেই অসম্ভব হতো। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। বর্তমানে, সংরক্ষণ নতুন শিল্পের বিকাশে ততটা সাহায্য করে না, যতটা করে উৎপাদনের পুরোনো কিছু ধরণকে কৃত্রিমভাবে টিকিয়ে রাখতে।

পুঁজিবাদী বিকাশের দিক থেকে অর্থাৎ বিশ্ব-অর্থনীতি দৃষ্টিকোণ থেকে, জার্মানি ইংল্যান্ডে বেশী পণ্যদ্রব্য রপ্তানী করলো, কিংবা ইংল্যান্ড জার্মানিতে বেশী পণ্যদ্রব্য রপ্তানী করলো ততে খুব একটা যায় আসে না। বিকাশের এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে— নিগ্রোটার কাজ সারা হয়েছে এবার সে নিজের পথ দেখুক। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার যে পরিবেশের মধ্যে শিল্পের বিভিন্ন শাখা অবস্থিত থাকে, সেখানে, কোনো পণ্যের ওপ প্রতিবন্ধকতামূলক শুল্ক দেশের ভেতরে অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়। সুতাং এটি শিল্পের বিকাশকে অবরুদ্ধ করে। কিন্তু পুঁজিপতি-শ্রেণীর স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে তা বাঞ্ছিত নয়। যখন শিল্পের বিকাশের জন্য শুল্ক-প্রতিবন্ধকতার প্রয়োজন হয় না, তখন উদ্যোক্তা তাদের বাজার সুরক্ষার জন্য শুল্কের প্রয়োজন অনুভব করে। এর থেকে বোঝা যায় যে, বর্তমানে শুল্ক আর বেশী উন্নত কোনো অংশের বিরুদ্ধে উন্নতিশীল পুঁজিপতিদের অংশটির সুরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে না। এগুলি এখন পুঁজিবাদীদের একটি জাতিগত গোষ্ঠী কর্তৃক অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র। উপরন্তু, শুল্ক আর আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি এবং দখলের লড়াইয়ে শিল্পের কাছে একটি প্রয়োজনীয় অস্ত্র নয়। তা এখন শিল্পের কার্টেল গঠনের জন্য অপরিহার্য হাতিয়ার অর্থারৎ ক্রেতা সমাজের সমষ্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধে পুঁজিবাদী উৎপাদকদের ব্যবহৃত অস্ত্র। প্রচলিত বাণিজ্য শুল্ক নীতির বিশেষ চরিত্র যা জোরালোভাবে ব্যক্ত করে, তা হল—শিল্প নয়, কৃষিই শুল্ক নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শুল্ক সংরক্ষণ নীতি সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থকে পুঁজিবাদী রূপে পরিবর্তন এবং (সেইভাবে) প্রকাশ করার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমরবাদের ক্ষেত্রেও একই পরিবর্তন ঘটে গেছে। যদি আমরা ইতিহাস কী হতে পারতো বা তার কী হওয়া উচিত ছিল সেভাবে না ভেবে, তা যা ছিল সেভাবে তাকে দেখি, তবে আমরা অবশ্যই এবিষয়ে একমত হবো যে, পুঁজিবাদী বিকাশের পক্ষে যুদ্ধ কটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইতালি, বলকান রাষ্ট্রসমূহ, পোল্যান্ড ইত্যাদি সকলে তাদের পুঁজিবাদী বিকাশের পরিবেশ থবা উত্থানের জন্য যুদ্ধের কাছে ঋণী—সে যুদ্ধে তদের জয় বা পরাজয় যাই ঘটুক না কেন। যতদিন পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভাজন ও অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতায় বিদীর্ণ রাষ্ট্রগুলি ছিল, যাদে ধ্বংস প্রয়োজন ছিল, পুঁজিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ততদিন সমরবাদ একটি বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছিল।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি পালটে গেছে। যদি বিশ্ব-রাজনীতি ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের স্তরে প্রবেশ করে থাকে, তবে সেটি নতুন দেশে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশের প্রশ্নে ততটা নয়। সেটি ইতিমধ্যে বিজিত ইউরোপীয় বিরোধের প্রশ্ন, যা অন্য জায়গায় রপ্তানীকৃত হবার পর সেখানে বিস্ফোরিত হয়েছে। ইউরোপ এবং অন্যান্য মহাদেশে আমরা আজকের দিনে যে অস্ত্রসজ্জিত প্রতিদ্বন্দ্বীদে দেখি, তারা একদিকে পুঁজিবাদী দেশ, আর অন্য দিকে পিছিয়ে পড়া দেশ এভাবে বিন্যস্ত নয়। বিশেষ করে সমানভাবে উন্নত পুঁজিবাদী বিকাশের কারণই তাদেরকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। এভাবে দেখলে, কোনো বিস্ফোরণ এই বিকাশের পক্ষে নিশ্চিতভাবে মারাত্মক হবে এই অর্থে যে, তা অবশ্যই সব দেশের অর্থনৈতিক জীবনে প্রগাঢ়তম বিশৃংখলা এবং বিবর্তনকে প্ররোচিত করবে।

যাইহোক, পুঁজিপতিশ্রেণীর অবস্থান থেকে বিচার করলে বিষয়টি পুরোপুরি অন্যরকম মনে হয়। এই শ্রেণীটির কাছে সমবাদ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে প্রথমত, অন্যান্য 'জাতিগত' গোষ্ঠীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজের 'জাতিগত' স্বার্থের সুরক্ষার সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ; দ্বিতীয়ত, অর্থপুঁজি ও শিল্পপুজির সংস্থাপনের পদ্ধতি হিসেবে ; তৃতীয়ত, দেশের ভেতরে শ্রমজীবি মানুষের ওপর শ্রেণী আধিপত্য কায়েমের হাতিয়ার হিসেবে। নিজেদের দিক থেকে এই স্বার্থগুলির সাথে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের কোন দিক থেকেই মিল নেই। আধুনিক সমরবাদে বিশেষ চরিত্রকে বিশেষভাবে যা ফুটিয়ে তোলে তা হল এই যে, সাধারণভাবে তা সমস্ত দেশে নিজের আভ্যন্তরীণ যান্ত্রিক চালিকা শক্তির ফল হিসেবেই বিকশিত হয়। এটি এমন একটি ঘটনা, যা কয়েক দশক

আগে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিল। আসন্ন বিস্ফোরণের সর্বনাশা চরিত্রের মধ্যে আমরা এটি অনুভব করি। সংঘর্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা সত্বেও তা অবশ্যই ঘটবে। পুঁজিবাদী বিকাশের চালিকা-শক্তি থেকে পরিবর্তিত হয়ে সমরবাদ পুঁজিবাদী ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

পুঁজিবাদী বিকাশ এবং আধিপত্যকারী শ্রেণীটির মধ্যে সংঘর্ষে রাষ্ট্র দ্বিতীয়টির পক্ষ নেয়। বুর্জোয়াদের নীতির মতোই এর (রাষ্ট্রের) নীতিও সামাজিক বিকাশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এইভাবে, তা আরও বেশী করে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধিত্বের চরিত্র হারায়, আর একই হারে তা, একটি বিশুদ্ধ শ্রেণীরাষ্ট্রে ববির্তিত হয়। অথবা আরও সঠিকভাবে বললে, এই দুটি বৈশিষ্ট্য ক্রমশ পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে এবং রাষ্ট্রের চরিত্রের মধ্যেই বিপরীত সম্পর্কের অবস্থানে নিজেদের দেখতে পায়। এই বৈপরিত্য ক্রমাগতভাবে তীব্রতর হয়। কারণ একদিকে আমরা দেখি সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে রাষ্ট্রের কর্তব্যগুলির বৃদ্ধ, সমাজ-জীবনের তার আরও হস্তক্ষেপ, সমাজে ওপর তার আরও 'নিয়ন্ত্রণ'। অন্যদিকে, রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র তার কাজের কেন্দ্রবিন্দুকে, তার দমনের যন্ত্রগুলিকে এমন জায়গায় সরিয়ে নিতে বাধ্য করে, যা শুধুমাত্র বুর্জোয়াদের শ্রেণীচরিত্রের দিক থেকেই উপযোগী হয় এবং সমগ্রভাবে সমাজের পক্ষে যার শুধুই নেতিবাচক গুরুত্ব আছে—যেমনটা ঘটে সমরবাদ, শুল্কনীতি ও ঔপনিবেশিক নীতির ক্ষেত্রে। উপরন্তু এই রাষ্ট্র কর্তৃক প্রযুক্ত 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' তার শ্রেণী চরিত্রের দ্বারা কণ্টকিত ও প্রভাবিত থাকে (সমস্ত দেশে শ্রম-আইনগুলি কীভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে লক্ষ্য করুন)।

গণতন্ত্রের যে বিস্তারকে বার্নস্টাইন ধপে ধাপে সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ন বলে দেখেছেন, তা রাষ্ট্রে চরিত্রে যে বিবর্তন ঘটে গেছে তার সাথে বিরোধমূলক নয়, বরং বিপরীতক্রমে, নিখুঁতভাবে তার সাথে মানানসই।

কনরাড স্মিডট্ ঘোষণা করেন যে, আইনসভায় একবার সোস্যাল ডেমোকাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে, তা সরাসরিভাবে সমাজকে 'ক্রম সামাজিকীকরণ'-এর দিকে চালিত করবে। এখন, রাজনৈতিক জীবনের গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রশ্নাতীতভাবে রাষ্ট্রের সমাজে বিবর্তনের স্পষ্ট অভিব্যক্তিমূলক ঘটনা। সেই মাত্রায় তা সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের দিকে যাত্রা স্বরূপ। কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উপরে বর্ণিত সংঘর্ষ আধুনিক পার্লামেন্টতন্ত্রের মধ্যে পরিস্ফুট হয়। বাস্তবিকই, তার রূপে সাথে সামঞ্জস্য রেখে পার্লামেন্টতন্ত্র রাষ্ট্রের সংগঠনের মধ্যে সমগ্র সমাজের স্বার্থকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে।

কিন্তু পার্লামেন্টতন্ত্র খানে যাকে প্রকাশ করে তা হল পুঁজিবাদী সমাজ অর্থাৎ এমন একটি সমাজ, যেখানে পুঁজিবাদী স্বার্থ কর্তৃত্ব করে। এই সমাজে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি তার কাঠামোর দিক থেকে যতই গণতান্ত্রিক হোক না কেন, মর্মবস্তুতে তা শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার। এটি খুব সহজবোধ্যভাবে এই ঘটনায় পরিস্ফুট যে, যে মুহূর্তে গণতন্ত্র তার শ্রেণীচরিত্রকে নাকচ করবার ঝোঁক দেখায় এবং জনগণের প্রকৃত স্বার্থের হাতিয়ারে বিবর্তিত হয়, তখনই বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা গণতান্ত্রিক কাঠমো বলিপ্রদত্ত হয়। এই কাণেই পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা জয়ের সংস্কারবাদী ভাবধারা সম্পূর্ণভাবে বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের নীতির মতোই একটি ধারণা, যা পূর্বকল্পিতভাবে গণতন্ত্রের একটি মাত্র দিককেই— তার কাঠামোগত দিককেই হিসেবে আনে, অন্য দিকটিকে— তার প্রকৃত মর্মবস্তুকে হিসেবে আনে না। মোট মিলিয়ে পার্লামেন্টতন্ত্র সরাসরিভাবে এমন একটি সমাজতান্ত্রিক উপাদনা নয়, যা ক্রমশ সমগ্র পুঁজিবাদী সমাজকে গর্ভবতী করে তুলছে। বিপরতীপক্ষে, তা বুর্জোয়া শ্রেণীরাষ্ট্রের একটি বিশেষ রূপ, যা পুঁজিবাদের বিদ্যমান বৈরিতাকে পেকে উঠতে এবং বিকশিত হতে সাহায্য করে।

বর্দ্ধিত 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ'-এর ফলে সরাসরি সমাজতন্ত্রের সূচনা হয়—বার্নস্টাইন ও কনরাড স্মিডট্-এর এই বিশ্বাস রাষ্ট্রের ইতিহাসের বাস্তব বিকাশের আলোকে, এমন একটি সূত্রে পরিণত হয়েছে, যা দিনে দিনে বাস্তবের সাথে বৃহত্তর বিরোধের সম্মুখীন হয়।

সমাজতন্ত্রের ক্রমান্বয়ে সূচনার তত্ব সমাজতন্ত্রের অনুকূলে পুঁজিবাদীমালিকানা ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ক্রমাগত সংস্কার দাবি করে। কিন্তু বর্তমান সমাজের বাস্তব নিয়মের ফলে একটি অপরটির ঠিক বিরপীত দিকে বিকশিত হয় ; উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্রমবর্ধমান হারে সামাজিকীকৃত হয় এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বিস্তৃত হয় আবার একই সময়ে, ব্যক্তিগত মালিকানা বেশী বেশী পরিমাণে শ্রমিক ও অন্যান্যদের ওপর খোলাখুলি পুঁজিবাদী শোষণের রূপ হয়ে দাঁড়ায় এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে শাসকশ্রেণীর একচেটিয়া স্বার্থ প্রবিষ্ট থাকে।

সমাজতন্ত্রের ক্রমান্বয়ে সুচনার তত্বের বিরুদ্ধে দুটি অলঙ্ঘ বাধা হিসাবে রাষ্ট্র, যা হল পুঁজিবাদের রাজনৈতিক

সংগঠন এবং মালিকানা সম্পর্ক, যা হল পুঁজিবাদের আইনগত সংগঠন, আরও বেশী পরিমানে সমাজতান্ত্রিক হবা বদলে আরও পুঁজিবাদী হয়ে উঠছে।

সংঘবদ্ধতার (Phalansterses) একটি তন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত সাগরের জলকে সুস্বাদু লেমোনেডে পরিণত করার ফুরিয়ের-এর পরিকল্পনা অবশ্যই একটি উদ্ভট ধারণা।[১২] কিন্তু পুঁজিবাদের তিক্ত সাগরে ক্রমাগত সমাজসংস্কারের লেমোনেড ঢেলে তাকে মিষ্টি সাগরে পরিণত করার প্রস্তাব দিয়ে বার্নস্টাইন যে ভাবধারা উপহা দেন, তা একই রকম উদ্ভট, আর, আরও বেশী নিরস।

পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন সম্পর্ক বেশী বেশী পরিমাণে সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু অন্য দিকে তার রাজনৈতিক এবং আইনগত সম্পর্ক পুঁজিবাদী সমাজ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে একটি দৃঢ়ভাবে উন্নত প্রাচীর তুলে দেয়। এই প্রাচীর ভূপাতিত হয় নি, বরং উল্টোভাবে, সমাজ সংস্কার এবং গণতন্ত্রের গতিধারার বিকাশের ফলে শক্তিশালী এবং সংহত হয়েছে। কেবলমাত্র বিপ্লবী মুগুরের আঘাত, অন্যভাবে বললে প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতার বিজয়ই এই প্রাচীরকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে।

সমাজ সংস্কারবাদের পরিণতি এবং সংশোধণবাদের সাধারণ প্রকৃতি

প্রথম পচ্ছিেদে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, বার্নস্টাইনের তত্ব সমাজতান্রিক আন্দোলনে কর্মসূচীকে তার বস্তুগত ভিত্তি থেকে সরিয়ে দেয় এবং তাকে ভাববাদী ভিত্তি ওপর স্থাপন করার চেষ্টা করে। প্রয়োগে সময়ে এই তত্ব কতটা কার্যকরী হয় ?

তুলনামূলক বিচারে, প্রথমত, বার্নস্টাইনের তত্বের অনুসারী পার্টি সংকান্ত কার্যক্রম, সোস্যাল ডেমোক্রাসির এতদিন পর্যন্ত অনুসৃত কার্যক্রমের থেকে ভিন্ন কিছু বলে মনে হয় না। আগে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক প্যার্টির কাজ বলতে বোঝাতো ট্রেড ইউনিয়ন সংকান্ত কাজ, সমাজসংস্কারের পক্ষে আন্দোলন এবং চলতি াজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির গণতান্ত্রিকরণের জন্য আন্দোলন। তফাৎটা কী কর্তব্য তা নিয়ে নয়, কেমনভাবে করা হবে তা নিয়ে।

বর্তমানে, ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম এবং সংসদীয় কাজকে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে প্রস্তুতি জন্য প্রলেতারিয়েতকে পথ দেখানোর ও শিক্ষিত করার উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সংশোধনবাদী অবস্থান অনুসারে এই ক্ষমতা দখল অসম্ভব এবং অপ্রয়োজনীয়। আর সেইজন্য, পার্টিকে ট্রেড ইউনিয়ন ও সংসদীয় কার্যকলাপ চালাতে হবে শুধুমাত্র তাদের আশু ফলের স্বার্থে, অর্থাৎ শ্রমিকদের বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি জন্য, পুঁজিবাদী শোষণের ক্রমিক হ্রাসের জন্য এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিস্তারের জন্য।

সুতরাং আমাদের পার্টি কর্মসূচী তথা সংশোধনবাদের অন্যতম সাধারণ উদ্দেশ্য—শ্রমিকদের আশু উন্নতিকে যদি আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বিবেচনা করি তবে দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে তফাৎটা হল সংক্ষেপে নিম্পরূপ। পার্টির বর্তমান ধারণা অনুসারে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন ও সংসদীয় কার্যকলাপ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ধরণের কার্যকলাপ প্রলেতারিয়েতকে সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নে কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত করে, অর্থাৎ বলা যয় সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের উপযুক্ত বিষয়ীগত উপাদানে জন্ম দেয়। কিন্তু বার্নস্টাইনের বক্তব্য অনুসারে ট্রেড ইউনিয়ন ও সংসদীয় কার্যকলাপ নিজে থেকেই ক্রমে ক্রমে পুঁজিবাদী শোষণকেই কমিয়ে আনে। এরা পুঁজিবাদী সমাজ থেকে পুঁজিবাদী চরিত্র দূরীভূত করে। এরা বিষয়গতভাবে কাম্য সমাজপরিবর্তনকে বাস্তবায়িত করে।

বিষয়টিকে ঘটিষ্টভাবে পরীক্ষা কলে আমরা দেখতে পাবো যে, দুটি ধারণা চরমভাবে বিরোধী। আমাদের পার্টির বর্তমান অবস্থান থেপে পরিস্থিতিকে লক্ষ্য করে আমরা বলতে চাই যে, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সংসদীয় সংগ্রামের ফলে, এই ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে প্রলেতারিয়েতের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় এবং তার এই বোধ জন্মায় যে, ক্ষমতার বিজয় অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে বার্নস্টাইনের তত্ব এই বিজয়কে অসম্ভব বলে ঘোষণা করে শুরু করে। পরিশেষে তা জোরের সাথে ঘোষণা করে যে, কেবলমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম এবং সংসদীয় কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই সমাজতন্ত্রের সূচনা হতে পারে। কারণ বার্নস্টাইনের দৃষ্টি অনুসারে ট্রেড ইউনিয়ন ও সংসদীয় কাজের একটি সমাজতান্ত্রিক চরিত্র আছে—যেহেতু তা পুঁজিবাদী অর্থনীতির ওপর ক্রমবর্ধমানভাবে সামাজিকীকরণের প্রভাব বিস্তার করে।

আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি এই প্রভাব পুরোপুরি কাল্পনিক। পুঁজিবাদী সম্পত্তি ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিপরীত দিকে বিকশিত হয়, যাতে শেষ বিশ্লেষণে, সমাজতন্ত্রের পক্ষের কাজের সাথে

সোস্যাল ডেমোক্র্যাসীর দৈনন্দিন ব্যবহারিক কার্যকলাপ সমস্ত সম্পর্ক হারায়। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এই দৃষ্টিকোণ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম এবং আমাদের সংসদীয় কার্যকলাপ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ; এই গুরুত্বের বিশালতা ততটা, যতটা তারা প্রলেতারিয়েতের সমাজতান্ত্রিক সজাগতা তথা সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং তাকে শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত হতে সাহায্য করে। কিন্তু একবার যখন তারা পুঁজিবাদী অর্থনীতির সরাসরি সামাজিকীকরণের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়, তখনই তারা শুধু যে তাদের স্বাভাবিক কার্যকারিতা হারায় তা নয়, তার আর ক্ষমতা বিজয়ের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে প্রস্তুত করার উপায়ও থাকে না। এডোয়ার্ড বার্নস্টাইন এবং কনরাড স্মিডট্ একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণায় ভোগেন, যখন তাঁরা এই বিশ্বাস থেকে নিজেদের সান্তনা দেন যে, পাটির কর্মসূচীকে সমাজসংস্কার এবং সাদামাটা ট্রেড ইউনিয়ন কাজের স্তরে নামিয়ে আনা হলেও শ্রমিক আন্দোলনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বাতিল হয়ে যায় নি, কারণ প্রদত্ত আশু লক্ষ্য এবং সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যকে ছাপিয়ে যাওয়া যে কোন পদক্ষেপই কল্পিত অগ্রগতির দিকে প্রবণতা দেখায়।

জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাসীর বর্তমান কর্মধারা সম্পর্কে একথা সর্বৈব সত্য। এটি সত্যি হয় যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা বিজয়ের জন্য দৃঢ় ও সচেতন প্রচেষ্টায়, ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম এবং সমাজ সংস্কারের কাজ ফলবতী হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি এই প্রচেষ্টাকে আন্দোলনটির থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং সমাজ-সংস্কারকে তার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়, তখন এই কার্যকলাপগুলি শুধু যে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে এগোতে অসমর্থ হয় তা নয়, বরং তা ঠিক বিপরীত দিকে চলতে থাকে।

কনরাড স্মিমড সোজাসুজি এই নতুন ধারণার আশ্রয় নেন যে, একটি বাহ্যিক যান্ত্রিক গতি একবার শুরু হলে আপনা থেকে থেমে যেতে পারে না, কারণ 'খেতে পেলে খিদে বেড়ে যায়' এবং যতদিন না পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন হচ্ছে, ধরে নেওয়া যেতে পারে ততদিন পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী সংস্কারের মধ্যে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখবে না।

এখন শেষোক্ত শর্তটি খুবই বাস্তব। বুর্জোয়া সংস্কারের অসম্পূর্ণতাই এর কার্যকারিতার নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু এর থেকে বেরিয়ে আসা সিদ্ধান্ত তখনই সত্য হতে পারে যদি আজকের পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্র পর্যন্ত বর্ধিত সংস্কারের একটি অখণ্ড শৃঙ্খল গঠন করা সম্ভব হয়। এটি অবশ্যই একটি খাঁটি কল্পনাবিলাস। বিষয়বস্তুর নিজের ধর্ম অনুসারে এই শৃঙ্খল অচিরে ভেঙ্গে পড়ে, আর সেই সময় থেকেই সম্ভাব্য অগ্রগতির পথ বিভিন্ন এবং বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।

আমাদের সংগ্রামের ব্যবহারিক ফল অর্থাৎ সমাজ-সংস্কার-এর ওপর জোর দিতে চায় এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্যে যদি আমাদের পার্টি তার সাধারণ কর্মধারাকে পরিবর্তিত করতে চায়, তাহলে তার আশু ফল কী হবে? এই সোজাসরল মীমাংসার অযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গীটির ততটুকুই মানে আছে, যে পরিমানে তা ক্ষমতা দখলের প্রস্তাব দেয়। যে মুহূর্তে 'আশু ফলাফল' আমাদের কার্যকলাপের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, সে মুহূর্তে এই দৃষ্টিভঙ্গীটি আরও বেশী অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। এর সরল পরিণতি হবে পার্টি কর্তৃক 'ক্ষতিপূরণ নীতি' গ্রহণ, যা হবে একটি রাজনৈতিক ব্যবসার নীতি, একটি আত্মবিশ্বাসহীন, কূটনৈতিক সমঝোতার প্রবণতা। কিন্তু এই প্রবণতা দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারে না। যেহেতু, সমাজ-সংস্কার কেবলমাত্র ফাঁকা প্রতিশ্রুতি উপহার দিতে পারে, তাই আবশ্যিকভাবে এই ধরনের কর্মসূচীর যুক্তিসম্মত পরিণতি হবে মোহভঙ্গ।

শ্রমিকশ্রেণীর দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়—এটি ঠিক নয়। সমাজতন্ত্র আসবে দুটি জিনিসের পরিণতিতে (১) পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব, (২) সমাজ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই দ্বন্দ্বের অপরিহার্যতা সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর বোধ। সংশোধনবাদী কায়দায় প্রথম শর্তটিকে অস্বীকার এবং দ্বিতীয়টিকে বাতিল করলে শ্রমিক আন্দোলন নিতান্তই সমবায় আন্দোলন এবং সংস্কারবাদী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। এই ভাবে চললে আমরা সোজাসুজি শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিত্যাগের দিকে এগোই।

যখন আমরা শোধনবাদের সাধারণ চরিত্র সম্পকে অনুসন্ধান করি তখন এই পরিণতি আরও স্পষ্ট হয়। এটি খুবই স্পষ্ট যে, সংশোধনবাদীরা মানতে চায় না যে, তাদের অবস্থান পুঁজিবাদীর মতোই। পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ব্যাপারে সে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের সাথে গলা মেলায় না। কিন্তু অন্যদিকে, সংশোধনবাদের যা মৌলিক দিক, এবং যা সোস্যাল ডেমোক্রেসির এতদিন পর্যন্ত অনুসৃত ঝোঁকের সাথে তার পার্থক্য নির্দেশ করে তা হল, সে নিজের তত্বকে এই বিশ্বাসের ওপর দাঁড় করায় না যে, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যুক্তিসম্মত আভ্যন্তরীণ বিকাশের ফলেই পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হবে।

আমরা বলতে পারি যে, সংশোধনবাদী তত্ব দুটি মেরুর মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করে। পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিপক্ক হয়ে উঠুক—সংশোধনবাদ তা দেখতে চায় না। বিপ্লবী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই দ্বন্দ্বগুলির অবসান হোক, তাও তারা প্রস্তাব করে না। তারা পুঁজিবাদী অন্তর্দ্বন্দ্বকে কিছুটা কমাতে, কিছুটা শান্ত করতে চায়। যার দরুণ, সংকটের নিবৃত্তি ও পুঁজিবাদী সম্মিলনগুলি গঠনের সাহায্যে উৎপাদন ও বিনিময়ের মধ্যে বিদ্যমান বৈরিতাকে কোমল করতে হবে। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ও মধ্যশ্রেণীটির সংরক্ষণের সাহায্যে পুঁজি ও শ্রমের বৈরিতাকে মীমাংসা করতে হবে। বর্ধিত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও গণতন্ত্রের অগ্রগতির সাহায্যে শ্রেণী-রাষ্ট্র এবং সমাজের বিরোধের অবসান করতে হবে।

এটি সত্যি যে, কবে পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিকশিত হবে এবং শুধু তারপরেই তার নিবারণের কাজে হাত দেওয়া হবে, সোস্যাল ডেমোক্রাসির বর্তমান কর্মধারা সেই অপেক্ষায় থাকতে বলে না। বিপরীতক্রমে, একবার এই বিকাশের অভিমুখ নির্ধারিত হবার পর, এই অভিমুখ অনুসারে রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয় গুরুত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, সেই অভিমুখ দ্বারাই বিপ্লবী কর্মধারার সত্তা নির্দেশিত হয়। এই কারণেই শুল্ক যুদ্ধ ও সমরবাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র সম্পূর্ণ স্পষ্ট হবার জন্য অপেক্ষা না করে, সোস্যাল ডেমোক্রাসি তাদের প্রতিরোধ করেছে। বার্নস্টাইনের কর্মধারা পুঁজিবাদের বিকাশের চিন্তা দ্বারা, তার বিরোধগুলির বৃদ্ধির সম্ভাবনা দ্বারা নির্দেশিত হয় না। এই বিরোধগুলির প্রশমনের সম্ভাবনা দ্বারাই তা নির্দেশিত হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির 'মানিয়ে নেবার' কথা বলার সময়ে তিনি এটি দেখিয়েছেন।

এখন, এই ধরণের ধারণা কখন সঠিক হতে পারে? যদি এটি ঠিক হয় যে, পুঁজিবাদ বর্তমানে যে অভিমুখে চলেছে সেই অভিমুখেই বিকশিত হতে থাকবে, তবে বিলুপ্ত হবার পরিবর্তে তার বিরোধগুলি অবশ্য-প্রয়োজনীয়ভাবে আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। পুঁজিবাদের বিরোধগুলির প্রশমনের সম্ভাবনা এই পূর্ব-ধারণার ওপর নির্ভরশীল যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি নিজে নিজেই তার অগ্রগতি রুদ্ধ করবে। সংক্ষেপে, বার্নস্টাইনের তত্বের সাধারণ শর্ত হল পুঁজিবাদী বিকাশের সমাপ্তি।

যাইহোক, এদিক থেকে তার তত্ব দুভাবে নিজের ত্রুটি দেখিয়ে দেয়। প্রথমত, তা সমাজতন্ত্র কায়েম সম্পর্কে তার অবস্থানের মধ্যে নিজের কাল্পনিক চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলে। কারণ, ত্রুটিপূর্ণ পুঁজিবাদী বিকাশ যে সমাজতান্ত্রিক বিবর্তনের পথপ্রদর্শক হতে পারে না তা স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত, যখন বর্তমানে যে দ্রুততালে পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটে চলেছে সে সম্পর্কে মন্তব্যের প্রশ্ন ওঠে, তখন বার্নস্টাইনের তত্ব তার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে উদ্‌ঘাটিত করে। পুঁজিবাদের প্রকৃত বিকাশ সম্পর্কে জানার পর আমরা কীভাবে বার্নস্টাইনের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করবো বা অন্তত ব্যক্ত করবো?

যে অর্থনৈতিক শর্তের ওপর বার্নস্টাইন তাঁর চলতি সামাজিক সম্পর্কগুলি সম্পর্কিত ব্যাখ্যা গড়ে তুলেছেন, প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা তা দেখিয়েছি যে, ক্রেডিট ব্যবস্থা বা কার্টেল কাউকেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির 'মানিয়ে নেবার উপায়' বলা যায় না। আমরা দেখিয়েছি যে, সংকটের সাময়িক নিবৃত্তি বা মধ্য-শ্রেণীর টিকে থাকা, কেউই পুঁজিবাদের মানিয়ে নেবার লক্ষণ বলে বিবেচিত হতে পারে না। এমনকি যদি আমরা বার্নস্টাইনের তত্বের এইসব খুঁটিনাটি ভ্রান্ত বৈশিষট্যগুলিকে হিসেবে আনতে ভুলেও যাই, তাদের সকলের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আমদের অনতিবিলম্বে না থামিয়ে পারবে না। বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনের এই সমস্ত প্রকাশ সমগ্র পুঁজিবাদী বিকাশের সাথে, পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সাথে আঙ্গিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেভাবে আবির্ভূত হয়, বার্নস্টাইনের তত্ব সে হিসেবে আত্মস্থ করে না। তাঁর তত্ব এই সমস্ত খুঁটিনাটিকে তাদের জীবন্ত অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের বাইরে ফেলে দেয়। এটি এগুলিকে একটি জীবনহীন যন্ত্রের বিচ্ছিন্ন যন্ত্রাংশ (disjecta membra) হিসেবে দেখে।

উদাহরণ হিসেবে ক্রেডিটের মানিয়ে নেবার ফলাফল সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে বিবেচনা করা যাক। যদি আমরা ক্রেডিটকে বিনিময় প্রক্রিয়ার, এবং সেই কারণে পুঁজিবাদী বিনিময়ের সহজাত অন্তর্দ্বন্দ্বগুলির একটি উচ্চতর স্তর হিসেবে মেনে নিই, তাহলে একইসাথে আমরা তাকে বিনিময় প্রক্রিয়ার বাইরে অবস্থিত মানিয়ে নেবার যান্ত্রিক উপায় হিসেবে দেখতে পারিনা। অর্থ, পণ্য এবং পুঁজিকে পুঁজিবাদের 'মানিয়ে নেবার উপায়' হিসেবে বিবেচনা করাটা সমানভাবে অসম্ভব।

যাইহোক, অর্থ, পন্য ও পুঁজির মতোই বিকাশের কোনো এক স্তরে ক্রেডিট হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটি আঙ্গিক যোগসূত্র। তাদের মতোই তা হল পুঁজিবাদী অর্থনীতিরূপ যন্ত্রের একটি অপরিহার্য চালকযন্ত্র, একই সময়ে তা একটি ধ্বংসের হাতিয়ার, কারণ তা পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে তীব্র করে। কার্টেল

এবং উন্নততম যোগাযোগের মাধ্যমগুলির ক্ষেত্রে একই কথা সত্য।

সংকট-নিবৃত্তির পূর্বলক্ষণকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির 'মানিয়ে নেবার উপায়'-এর লক্ষণ হিসেবে বর্ণনার জন্য বার্নস্টাইনের প্রচেষ্টায় একই ধরণের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হাজির করা হয়েছে। তার কাছে সংকটগুলি হল নেহাতই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার বিশৃঙ্খলা। তিনি মনে করন এগুলি (সংকট) নিবৃত্ত হলে ব্যবস্থাপনাটি ঠিকমতো কাজ করতে পারবে। কিন্তু ঘটনা হল, 'বিশৃঙ্খলা' শব্দটির চলতি অর্থে সংকটগুলি তা নয়। এগুলি এমন বিশৃঙ্খলা, যা ছাড়া পুঁজিবাদী অর্থনীতি আদৌ বিকশিত হতে পারে না। কারণ সংকটগুলি যদি উৎপাদনের সীমাহীন বৃদ্ধি এবং বিশ্ব-বাজারের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সংঘর্ষকে কিছু সময় অন্ত পুঁজিবাদের মধ্যেই সমাধান করবার একমাত্র সম্ভাব্য পথ হয়—এবং সেই অর্থে স্বাভাবিক পথ হয়, তবে সংকটগুলি হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য আঙ্গিক প্রকাশ।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের 'অপ্রতিহত' বিকাশের মধ্যেই লুকিয়ে আছে পুঁজিবাদের আর একটি বিপদ, যা সংকটগুলির তুলনায় অনেক বেশী ভয়াবহ। এটি হল মুনাফার হারর অবিরাম পতন, যার উৎপত্তি উৎপাদন ও বিনিময়ের পারস্পরিক বিরোধের মধ্যে নয়, বরং তা বিশেষভাবে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফল। মুনাফার হারের পতনের একটি বিপজ্জনক প্রবণতা হল ছোট এবং মাঝারি-মাপের পুঁজির পক্ষে উদ্যোগ গ্রহণকে অসম্ভব করে তোলা। এইভাবে তা নতুন পুঁজি গঠন, আর সেই কারণে পুঁজির বিলিব্যবস্থার বিস্তৃতিতে অসম্ভব করে তোলে।

সুনির্দিষ্টভাবে সংকটগুলিই এই প্রক্রিয়ার অন্য (বিপরীত) পরিণতির স্রষ্টা। পুঁজির পর্যায়ক্রমিক অবমূল্যায়নের ফলে সংকটগুলি উৎপাদনের উপকরণের দাম কমিয়ে আনে, সক্রিয় পুঁজির একটি অংশকে অকেজো করে রাখে, আর কালক্রমে, মুনাফায় বৃদ্ধি ঘটায়। এইভাবে এগুলি উৎপাদনের পুনরুজ্জীবিত অগ্রগতির সম্ভাবনার জন্ম দেয়। এই কারণে সংকটকে পুঁজিবাদী বিকাশের আগুন নতুন করে জ্বালানোর অস্ত্র বলে মনে হয়। এগুলির নিবৃত্তি—সাময়িক নিবৃত্তি নয়; বিশ্ব-বাজার থেকে তাদের সম্পূর্ণ অন্তর্ধান—পুঁজিবাদী অর্থনীতির আরও বিকাশের দিকে এগোবে না। তা পুঁজিবাদকে ধ্বংস করবে।

নিজের মানিয়ে নেবার তত্বের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি নিষ্ঠাবান বার্নস্টাইন সংকটের প্রয়োজনীয়তা এবং ছোট ও মাঝারিমাপের পুঁজির নতুন বিলিব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ভুলে গেছেন। এবং এই কারণেই ছোটপুঁজির অবিরাম পুনরাবির্ভাবকে তিনি দেখেছেন পুঁজিবাদী বিকাশের নিবৃত্তির চিহ্ন হিসেবে, প্রকৃতপক্ষে যা স্বাভাবিক পুঁজিবাদী বিকাশের একটি লক্ষণ।

খুবই গুরুতর বিষয় হল, আরও একটি দৃষ্টিকোণ আছে যা দিয়ে উপরে বর্ণিত ব্যাপারগুলি এমনভাবে দেখা হয়, যেন তা 'মানিয়ে নেবার তত্বের' ভিত্তিতে হাজির করা হচ্ছে। এটি হল একক পুঁজিপতির দৃষ্টিভঙ্গী; প্রতিযোগিতার নিয়মগুলির ভেতর দিয়ে প্রতিসৃত হয়ে এলে যেমন দেখায়, তেমনভবেই সে তার মনে তার চারপাশের অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর ছবি আঁকে। একক পুঁজিপতি আমাদের সমগ্র অর্থনীতির প্রতিটি অঙ্গকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে দেখে। সে এগুলিকে দেখে, এগুলি তা ওপরে—একজন একক পুঁজিপতির ওপরে যেভাবে কাজ করে সেভাবে। তাই সে এই ঘটনাগুলিকে সাদামাটা 'মানিয়ে নেবার উপায়'-এর ছোটখাটো 'বিশৃঙ্খলা' বলে বিবেচনা করে। বাস্তবিকই, একজন একক পুঁজিপতির কাছে সংকটগুলি সত্যিই সাদামাটা বিশৃঙ্খলা; সংকটের নিবৃত্তি তাকে দীর্ঘতর অস্তিত্ব দেয়। তার সাথে যতটুকু সম্পর্ক সেক্ষেত্রে, ক্রেডিট হল বাজারের প্রয়োজনের সাথে তার অপ্রতুল উৎপাদিকা শক্তিকে 'মানিয়ে নেবার' একমাত্র উপায়। যে কার্টেলের সে একজন সদস্য বনে যায়, তাকে তার মনে হয়, যেন তা সত্যিই শিল্প বিশৃঙ্খলা দমন করে।

সংশোধনবাদ বিচ্ছিন্ন পুঁজিপতির দৃষ্টিকোণ থেকে করা তাত্বিক সাধারণীকরণ ছাড়া কিছুই নয়। বুর্জোয়া অর্থনীতিতে ছাড়া কোথায়ই বা এই দৃষ্টিকোণের তাত্বিক অবস্থান হতে পারে।

এই ভাবধারার সমস্ত ত্রুটিগুলি সুনির্দিষ্টভাবে এই ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যে ধারণা সমগ্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির ঘটনাসমূহকে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত ব্যাপার বলে ভুল করে—ঠিক যেমনভাবে একজন একক পুঁজিপতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। ঠিক যেমন বার্নস্টাইন ক্রেডিটকে 'মানিয়ে নেবার' উপায় বলে মনে করেন, তেমনই ইতর অর্থনীতি 'অর্থকে বিনিময়ের প্রয়োজনের সাথে 'মানিয়ে নেবার' বিচক্ষণ উপায় বলে মনে করে। ইতর অর্থনীতিও পুঁজিবাদ সংক্রান্ত ব্যাপারগুলির মধ্যেই পুঁজিবাদের অশুভ দিকগুলির প্রতিষেধক খুঁজে পাবার চেষ্টা করে। বার্নস্টাইনের মতোই তা মনে করে যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। আর বার্নস্টাইনের কায়দায়

যথাসময়ে তা পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বকে লাঘব করার ইচ্ছায় পৌঁছয়, অর্থাৎ পুঁজিবাদের ক্ষতগুলিকে প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া সম্ভব, এই বিশ্বাসে পৌঁছোয়। এর পরিণতি ঘটে প্রতিক্রিয়ার একটি কর্মসূচীতে স্বাক্ষর দানের মধ্যে। এ পরিণতি ঘটে কল্পনাবিলাসে।

সুতরাং সংশোধনবাদের তত্বকে নিম্নলিখিত উপায়ে সংবদ্ধ করা যায়। এটি হল ইতর অর্থনীতির সাহায্যে পুঁজিবাদী নিশ্চলতার একটি তত্বের দ্বারা গঠিত, সামজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকার একটি তত্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক বিকাশ এবং সমাজতন্ত্র

প্রলেতারিয়েতের বিকাশমান আন্দোলনের বৃহত্তম বিজয় হল পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক শর্তগুলি মধ্যেও সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়নে সমর্থনে উপযুক্ত ভিত্তির আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের ফলে সমাজতন্ত্র মানব জাতির কয়েক হাজার বছরের একটি আদর্শবাদী কল্পনা থেকে একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তায় পরিবর্তিত হয়েছে।

আজকের সমাজে সমাজতন্ত্রের সপক্ষে অর্থনৈতিক শর্তের উপস্থিতিকে বার্নস্টাইন নাকচ করেছেন। এই বিষয়ে তাঁর যুক্তির মধ্যে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিবর্তন ঘটে গেছে। প্রথমত, নয়ে জাইট পত্রিকায় তিনি শিল্পের ক্ষেত্রে ঘটে চলা কেন্দ্রীভবনের দ্রুততার প্রশ্নে বিতর্ক তুলেছেন। ১৮৮২ এবং ১৮৯৫ সালের জার্মানির দুটি পেশাগত পরিসংখ্যানের ওপর তিনি নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন। এই সংখ্যাগুলিকে নিজের উদ্দেশ্যমতো ব্যবহারের জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে সংক্ষিপ্ত ও যান্ত্রিক কায়দায় এগোতে বাধ্য হয়েছেন। সবচাইতে অনুকূল তথ্যের ক্ষেত্রে তিনি, এমনকি মাঝারি মাপেরপ্রতিষ্ঠানগুলির অবিচলতা দেখিয়ে দিয়েও কোনোভাবেই মার্কসবাদী বিশ্লেসণকে দুর্বল করতে পারেন নি ; কারণ, শিল্পের কেন্দ্রীভবনেরএকটি নির্দিষ্ট হার—যার মানে সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ণে নিশ্চিত বিলম্ব—অথবা, আমরা ইতিমধ্যে যা দেখিয়েছি সেইভাবে চরম অর্থে ছোট পুঁজির অন্তর্ধান, যাকে সচরাচর ছোট বুর্জোয়াদের অন্তর্ধান হিসেবে বর্ণনা করা হয়—দুটোর কোনোটিকেই মার্কসবাদী বিশ্লেষণ সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ণের শর্ত বলে মনে করে না।

তাঁর ভাবধারর সর্বশেষ বিকাশ ঘটাতে গিয়ে বার্নস্টাইন তাঁর বইতে আমাদের সামনে নতুন ধরণের কিছু প্রমাণ হাজির করেছেন—তা হল শেয়ার কারবারী সমাজের পরিসংখ্যান। শেয়ার ক্রেতার সংখ্যা অবিরাম বেড়ে চলেছে, আর তার ফলে পুঁজিপতি শ্রেণীটি ছোট হবার বদলে বড় হয়ে উঠছে—এটি প্রমাণ করবার জন্য এই পরিসংখ্যানগুলিকে কাজে লাগানো হয়। বার্নস্টাইনের যে নিজে তথ্যগুলি সম্পর্কে এত কম জ্ঞান, তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। আর উপস্থিত তথ্যগুলিকে তিনি যেরকম দুর্বলতার সাথে নিজের সমর্থনে ব্যবহার করেছেন, তা বিস্ময়কর।

শেয়ার কারবারী সমাজের পরিস্থিতিকে দেখিয়ে শিল্প বিকাশ সম্পর্কিত মার্কসীয় সূত্রকে অপ্রমাণিত করতে চাইলে, তাঁর উচিত ছিল সম্পূর্ণভাবে অন্য উদাহরণের আশ্রয় নেওয়া। জার্মানীর শেয়ার কারবারী সমাজের সাথে পরিচিত যে কোন ব্যকিত জানেন যে, তাদের গড়পড়তা পুঁজির তহবিল প্রায় অবিরাভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৮৭১ সালের আগে তাদের গড়পড়তা পুঁজির তহবিল যখন ১ কোটি ৮ লক্ষের মাত্রায় পৌঁছেছিল, ১৮৭১ সালে তা হল ৪০.১ লক্ষ, ১৮৭৩ সালে ৩৮ লক্ষ, ১৮৮২ থেকে ১৮৮৭-র মধ্যে ১০ লক্ষেরও কম, ১৮৯১ সালে ৫.২ লক্ষ, আর ১৮৯২ সালে ৬.২ লক্ষ। এই সময়ের পরে রাশিটি দশ লক্ষের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে ১৮৯৫-এ ১৭.৮ লক্ষে এবং ১৮৯৭-এর প্রথম অর্ধে ১১.৯ লক্ষে পৌঁছোয়[১৩]।

বিস্ময়কর পরিসংখ্যান! বার্নস্টাইন আশা করেন যে, এগুলিকে ব্যবহার করে, বড় উদ্যোগগুলির ছোটতে পুনরায় রূপান্তরিত হবার মার্কসবাদ-বিরোধী ঝোঁকের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাবে। তার প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট উত্তর নীচে দেওয়া হল। যদি আপনি আপনার পরিসংখ্যানের সাহায্যে আদৌ কিছু প্রমাণ করতে চান, তবে আপনাকে প্রথমে দেখাতে হবে যে তারা শিল্পের একই শাখা সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে। আপনাকে অবশ্যই দেখাতে হবে যে, ছোট উদ্যোগগুলি বড়দের হটিয়ে দিয়ে জায়গা দখল করেছে ; দেখাতে হবে যে, তার উল্টোটা ঠিক নয়, অর্থাৎ শুধুমাত্র যেখানে ছোট উদ্যোগ বা এমনকি হস্তশিল্প প্রথা হিসেবে বিরাজ করছিল সেখানেই তারা আবির্ভূত হচ্ছে তা নয়। যাইহোক, আপনি একে সত্যি বলে দেখাতে পারবেন না। বিশাল শেয়ার কারবারী মাঝারি ও ছোট উদ্যোগের দিকে যাত্রার পরিসংখ্যানকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে শুধুমাত্র এই ঘটনার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে যে, শেয়ার

কারবারী সমিতি ব্যবস্থা অবিরামভাবে উৎপাদনের নতুন শাখায় অনুপ্রবেশ করে। আগে, অল্প কিছু সংখ্যক বড় উদ্যোগই শুধু শেয়ার-কারবারী সমিতিতে সংগঠিত ছিল। ধীরে ধীরে শেয়ার-কারবারী সংগঠন মাঝারি-মাপের এবং এমনকি ছোট উদ্যোগগুলিকে জয় করে নিয়েছে। আজকে আমরা ১০০০ মার্ক-এর কম পুঁজির শেয়ার কারবারী সমিতি দেখতে পাই।

এখন, শেয়ার কারবারী সমিতি ব্যবস্থা বিস্তারের অর্থনৈতিক তাৎপর্য কী? অর্থনৈতিক দিক থেকে শেয়ারকারবারী সমিতির বিস্তার বলতে বোঝায় পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যেই উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান সামাজিকীকরণ—শুধুমাত্র বড় উৎপাদনের নয়, মাঝারি মাপের এবং ছোট উৎপাদনেরও। কাজেই শেয়ার কারবারের প্রসার মার্কসবাদী তত্ত্বের বিরোধীতা করে না, বরং উল্টোভাবে, জোরের সাথে তাকে অনুমোদন করে।

শেয়ার কারবারী সমিতির অর্থনৈতিক চেহারার প্রকৃত ব্যাঞ্জনা কী? একদিকে, তা একগুচ্ছ ছোট সম্পদের বড় উৎপাদক-পুঁজিতে সম্মিলন বোঝায়। অন্যদিকে, তা পুঁজিবাদী মালিকানা থেকে উৎপাদনের বিচ্ছিন্নতা বোঝায়। অর্থাৎ, তা পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বিরুদ্ধে যুগ্ম বিজয় বোঝায়—কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা পুঁজিবাদী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে।

তাহলে বার্নস্টাইনের হাজির করা যে পরিসংখ্যানগুলি অনুসারে সর্বকালীন বিপুলতম সংখ্যায় শেয়ার ক্রেতাগণ পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতে অংশ নিচ্ছে, তার মানে কী? এই পরিসংখ্যানগুলি সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করে, বর্তমানে একটি পুঁজিবী প্রতিষ্ঠান বলতে আর আগের মতো পুঁজির একজন একক মালিককে বোঝায় না বরং একগুচ্ছ পুঁজিপতিকে বোঝায়। ফলতঃ, 'পুঁজিপতি' শব্দটির অর্থনৈতিক বোধ এখন আর একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে সূচিত করে না। আজকের শিল্প-পুঁজিপতি হল কয়েক'শ বা এমনকি কয়েক হাজার ব্যক্তি নিয়ে গঠিত যৌথ ব্যক্তিত্ব। 'পুঁজিপতি' বর্গটি (catagory) নিজেই একটি সামাজিক বর্গে পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোর মধ্যেই তা 'সামাজিকীকৃত' হয়ে উঠেছে।

শেয়ার কারবারী সমিতি সংক্রান্ত ব্যাপারগুলির অর্থ পুঁজির কেন্দ্রীভবন নয়, বরং বিকেন্দ্রীভবন—বার্নস্টাইনের এই বিশ্বাসকে তাহলে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবো? মার্কস যেখানে পুঁজিবাদী মালিকানার সংকোচন দেখেছেন, সেখানে তিনি বিস্তার দেখলেন কীভাবে?

এটি একটি সহজ অর্থনৈতিক ভ্রান্তি। 'পুঁজিপতি' শব্দটি দিয়ে বার্নস্টাইন উৎপাদনের একটি বর্গকে বোঝান না, বোঝান সম্পত্তির অধিকারকে। তার মতে, 'পুঁজিপতি' একটি অর্থনৈতিক একক নয়, রাজস্ব সংক্রান্ত একক। এবং 'পুঁজি' তার কাছে উৎপাদনের একটি উপাদান নয়, নিছকই কিছু পরিমাণ অর্থ। এই কারণে, তাঁর উল্লিখিত ইংল্যান্ডিয় সেলাই-সুতোর ট্রাস্টের মধ্যে তিনি ১২,৩০০ জনা ব্যক্তির তাদের টাকাকড়ি-সমেত একটি মাত্র পুঁজিবাদী এককে একীভবনকে দেখেন না, তিনি দেখেন ১২,৩০০ জন পৃথক পৃথক পুঁজিপতিকে। এই কারণে, ইঞ্জিনিয়ার সুখ্ যখন তাঁর স্ত্রীর সাথে পণ হিসেবে শেয়ার কারবারী ম্যুলারের কাছ থেকে মোটা অংকের শেয়ার লাভ করেন, তখন তিনিও বার্নস্টাইনের চোখে একজন পুঁজিপতি হয়ে যান। এই কারণে বার্নস্টাইনের মনে হয় যেন সারা বিশ্ব পুঁজিপতিতে ছেয়ে আছে।

এখানেও তাঁর অর্থনৈতিক ভ্রান্তির তাত্বিক ভিত্তি হল সমাজতন্ত্রের 'জনপ্রিয়করণ'। কারণ, এটিই তিনি করেন। পুঁজিবাদের ধারণাকে তার উৎপাদিকা সম্পর্ক থেকে সম্পত্তি সম্পর্কে স্থানান্তরিত করে, এবং উদ্যোক্তাদের সম্পর্কে বলার বদলে নিছকই ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলে, তিনি সমাজতন্ত্রের প্রশ্নকে উৎপাদনের এলাকা থেকে ভাগ্য সম্পর্কিত এলাকায় স্থানান্তরিত করেন। অর্থাৎ পুঁজি ও শ্রমের মধ্যকার সম্পর্ককে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার সম্পর্কে পরিণত করেন।

এই পদ্ধতিতে আমাদেরকে খেলাচ্ছলে মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর কাছ থেকে সরিয়ে গরীব জেলের সুসমাচার'[১৪]-এর লেখকের দিকে পরিচালিত করা হয়। অবশ্য সেখানে এই তফাৎ থেকে গেছে। ওয়াইটলিং তার প্রত্যয়পূর্ণ প্রলেতারিয় প্রবৃত্তি থেকে ধনী ও দরিদ্রের বিরোধে মধ্যে শ্রেণী বৈরিতাকে তার আদিম রূপে দেখতে পেয়েছেন এবং সেই বৈরিতাকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি লিভার (lever) হিসেবে পেতে চেয়েছেন। অন্যদিকে, বার্নস্টাইন সমজতন্ত্রের বোধকে খুঁজে পেয়েছেন দরিদ্রকে ধনী করার সম্ভাবনার মধ্যে। তার মানে, তিনি তা আবিষ্কার করেছেন শ্রেণী বৈরিতাকে দুর্বল করার মধ্যে, আর তাই, পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে।

সত্যিই, আয়ের পরিসংখ্যানের মধ্যে বার্নস্টাইন নিজেকে বেঁধে রাখেন নি। তিনি অর্থনৈতিক উদ্যোগগুলির পরিসংখ্যান পরিবেশন করেছেন বিশেষ-করে নিম্নলিখিত দেশগুলির : জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড,

অস্ট্রিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু, এই পরিসংখ্যানগুলি প্রতিটি দেশের বিভিন্ন সময়ের তুলনামূলক অঙ্ক নয়, বরং তা বিভিন্ন দেশের একই সময়ের চিত্র। কাজেই, আমাদের সামনে, একটি নির্দিষ্ট দেশের উদ্যোগগুলির বিভিন্ন যুগের পরিসংখ্যানের তুলনামূলক বিচার হাজির করা হয়নি, (ব্যতিক্রম হিসেবে জার্মানির উদাহরণ ছাড়া, যেখানে তিনি ১৮৯৫ ও ১৮৮২-র মধ্যে পুরোনো তুলনার পুনরাবৃত্তি করেছেন) হাজির করা হয়েছে বিভিন্ন দেশের পরম অঙ্ককে : ১৮৯১ সালের ইংল্যান্ড, ১৮৯৪-এর ফ্রান্স, ১৮৯০-এর যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি।

তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছোন :

'যদিও এটি ঠিক যে, আজকের দিনের শিল্পে বিশাল আয়তনের শোষণ ইতিমধ্যেই প্রাধান্য পেয়েছে, তবুও তা এমনকি প্রাশিয়ার মতো উন্ন দেশেও, বৃহৎ উদ্যোগগুলি সহ মোট উৎপাদনের সাথে যুক্ত সমগ্র জনসংখ্যার কেবলমাত্র অর্ধেককে প্রতিনিধিত্ব করে।'

জার্মানি, ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম ইত্যাদি দেশের পক্ষে এটি ঠিক।

এখানে তিনি সত্যি সত্যিই কী প্রমাণ করলেন? তিনি অর্থনৈতিক বিকাশের এই অথবা ঐ প্রবণতার উপস্থিতি প্রমাণ করেন নি, বরং তিনি প্রমাণ করেছেন, নেহাতই বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগগুলির চরম শক্তি সম্পর্ককে, বা অন্যভাবে বললে, আমাদের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীগুরি চরম সম্পর্ককে।

এখন, কেউ যদি এই পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ণের অসম্ভবতা প্রমাণ করতে চান, তবে যুক্তিগুলিকে দাঁড় করাতে হবে এমন একটি তত্বের ওপরে, যা সংগ্রামের উপাদানগুলির সংখ্যাগত বস্তুগত শক্তিকে, অর্থাৎ ধ্বংসের উপাদানকে[১৫] নির্ণায়ক বলে মনে করে। অন্যভাবে বললে, যিনি সর্বদাই ব্লাঙ্কিপন্থার বিরুদ্ধে আঘাত করে চলেছেন সেই বার্নস্টাইন নিজেই চরম ব্লাঙ্কিপন্থী ভ্রান্তিতে নিমগ্ন হয়েছেন। যাই হোক, সেখানেও একই তফাৎ। যে ব্লাঙ্কিপন্থীরা একটি সমাজতান্ত্রিক ও বিপ্লবী ঝোঁকের প্রতিনিধিত্ব করতো, তাদের কাছে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বাস্তবায়ন খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হতো। এই সম্ভাবনার ওপরে দাঁড়িয়ে তারা এমনকি একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু দলের সহায়তায় বিধ্বংসী বিপ্লবের সুযোগের কথা বলেছেন। উল্টোভাবে, বার্নস্টাইন সমাজতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংখ্যাগত অপ্রতুলতার ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বাস্তবায়ন অসম্ভব বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। সোস্যাল ডেমোক্রেসির লক্ষ্য অর্জনের বাসনা কিন্তু একটি সংখ্যালঘু অংশের বিজয়সূচক হিংসার ফল হিসেবে নয়, বা একটি সংখ্যাগুরু অংশের সংখ্যাগত প্রামাণ্যের মাধ্যমেও নয়। সমাজতন্ত্রের আগমনকে তা দেখে একটি অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা এবং সেই প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপলব্ধির ফল হিসেবে—যা শ্রমজীবি জনতা কর্তৃক পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদের দিকে পরিচালিত হয়। এবং সর্বোপরি পুঁজিবাদের বিশৃংখলার মধ্যে এই প্রয়োজনীয়তা নিজেকে প্রকাশ করে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশৃংখলার চূড়ান্ত প্রশ্নে বার্নস্টাইনের অবস্থান কী? তিনি শুধুমাত্র বিশাল সাধারণ সংকটগুলিকে অস্বীকার করেছেন। তিনি আংশিক এবং জাতীয় সংকটগুলিকে নাকচ করেন নি। অন্য ভাষায়, তিনি পুঁজিবাদের অসংখ্যা বিশৃংখলা দেখতে অস্বীকার করেছেন; তিনি শুধুমাত্র অল্পমাত্রায় তাকে দেখেছেন। মার্কস-এর বর্ণনা ব্যবহার করে বলা যায়, সে সেই বোকা কুমারীটির মতো যার একটি বাচ্চা ছিল—'যে কিনা খুবই ছোট্ট।' কিন্তু দুর্ভাগ্য হল, অর্থনৈতিক বিশৃংখলার মতো বিষয়গুলিতে কম বা বেশী দুটিই সমানভাবে খারাপ। বার্নস্টাইন যদি খুব অল্প পরিমানে এই বিশৃংখলার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে আমরা তাঁকে দেখিয়ে দিতে পারি যে, বাজার অর্থনীতির প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই ক্ষুদ্র বিশৃংখলা অশ্রুতপূর্ব অনুপাতে বেড়ে উঠে ধ্বংস ডেকে আনবে। কিন্তু যদি, বার্নস্টাইন আশা করেন যে, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে বজায় রেখেও তাঁর ক্ষুদ্র বিশৃংখলা ক্রমে ক্রমে শৃংখলা ও ছন্দময়তায় রূপান্তরিত হবে, সেক্ষেত্রে তিনি আবার বুর্জোয়া রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি মৌলিক ভ্রান্তির কবলে পড়বেন, যে ভ্রান্তি হল উৎপাদন পদ্ধতি ও বিনিময় পদ্ধতিকে পরস্পর স্বাধীন হিসেবে দেখা।

রাজনৈতিক অর্থনীতির খুবই মৌলিক নীতিগুলি সম্পর্কে বার্নস্টাইনের বিস্ময়কর বিভ্রান্তির দীর্ঘ বর্ণনা দেবার জায়গা এটি নয়। কিন্তু একটি বিষয়কে অবশ্যই এখনই পরিষ্কার করতে হবে, তা হল—পুঁজিবাদী বিশৃংখলার মৌলিক প্রশ্নগুলি আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে।

বার্নস্টাইন ঘোষণা করেন যে, মার্কস-এর অতিরিক্ত মূল্যের তত্ব একটি সহজ বিমূর্তায়ন। রাজনৈতিক অর্থনীতিতে এই ধরণের মন্তব্য স্পষ্টতই অপমানকর। কিন্তু অতিরিক্ত মূল্য যদি একটি সহজ বিমূর্তায়ন হয়, যদি তা মনের একটি উদ্ভাবন হয়, তাহলে সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছেন এবং নিজের ট্যাক্সগুলি ঠিক সময়ে জমা

দিয়েছেন, এমন প্রত্যেকটি সাধারণ নাগরিকেরই মার্কসের মতো অধিকার আছে নিজ নিজ উদ্ভট চিন্তার সংমিশ্রণে নিজস্ব মূল্যের তত্ব খাড়া করার।

'পণ্যের উপেযাগিতার বাইরের সমস্ত গুণগুলিকে বিমূর্তভাবে দেখার অধিকার বোহ্ম-জিভনস-এর[১৬] চিন্তাধারার অর্থনীতিবিদদের যতটুকু আছে, পণ্যের গুণগুলিকে অবজ্ঞা করার ততটুকু অধিকার মার্কসের আছে, কেননা তার মতে পণ্যগুলি সাধারণ মনুষ্য-শ্রমের পরিমানগত মূর্তরূপ ছাড়া কিছু নয়।'

অর্থাৎ, বার্নস্টাইনের কাছে মার্কসের সামাজিক শ্রম এবং মেনজারের বিমূর্ত উপযোগিতা[১৭] দুটিই সমান—বিশুদ্ধ বিমূর্তায়ন। বার্নস্টাইন ভুলে গেছেন যে মার্কস-এর বিমূর্তায়ন একটি উদ্ভাবন (invention) নয় এটি একটি উন্মোচন (discovery)। এর অস্তিত্ব মার্কস-এর মাথার মধ্যে নয়, বাজার অর্থনীতিতেই তার অস্তিত্ব। এর কোন কাল্পনিক অস্তিত্ব নেই, বাস্তব সামাজিক অস্তিত্ব আছে, এত বাস্তব যে একে কাটা যায়, গুঁড়ো করা যায়, ওজন করা যায়, এবং টাকার আকৃতিতে প্রকাশ করা যায়। মার্কসের আবিষ্কৃত বিমূর্ত মনুষ্যশ্রম বিকশিথ রূপ পরিগ্রহ করলে, এটা অর্থ ছাড়া আর কিছু নয়। যখন সমস্ত বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ—বণিক সম্প্রদায়ের প্রথম ব্যক্তিটি থেকে ধ্রুপদী গোষ্ঠীর শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত—সবার কাছেই অর্থের সত্তা অলৌকিক প্রহেলিকা হিসেবে রয়ে গেছে, তখন সুনির্দিষ্টভাবে এটি মার্কসের বড় আবিষ্কারগুলির অন্যতম।

বোহ্ম-জিভন্স্-এর বিমূর্ত উপযোগিতা হল প্রকৃতপক্ষে একটি মনোগত উদ্ভট ধারণা। অথবা আরও সঠিকভাবে বললে, এটি বুদ্ধিগত শূন্যতার প্রকাশ, একটি নিজস্ব উদ্ভটতা, যার জন্য পুঁজিতন্ত্র বা অন্য কোনো সমাজ দায়ী নয়, ইতর বুর্জোয়া অর্থনীতি নিজেই দায়ী। বার্নস্টাইন, বোহ্ম ও জিভন্স্ এবং তাদের অধ্যাত্ববাদী ভ্রাতারা তাদের মানসপুত্রকে কুড়ি বছর বা তারও বেশী সময় ধরে জড়িয়ে ধরে টাকার রহস্যের সামনে বসে থাকতে পারেন, তবু তাঁরা কোনো একজন চর্মকার যে সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারে তার থেকে পৃথক কোনো সমাধানে পৌঁছোতে পারবেন না—সিদ্ধান্তটি হল অর্থও একটি 'প্রয়োজনীয়' বস্তু।

বার্নস্টাইন মার্কস-এ মূল্যের নিয়ম সম্পর্কে সমস্ত বোধ হারিয়েছেন। মার্কসীয় অর্থনীতির সম্পর্কে সামান্য ধারণা আছে এমন যেকোনো ব্যক্তিই দেখতে পাবেন যে, মূল্যের নিয়ম ছাড়া মার্কসের মতবাদ অবোধ্য। অথবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে—পণ্য এবং বিনিময়ের প্রকৃতি সম্পর্কে যিনি কিছু বোঝেন না, সমস্ত যোগসূত্র সহ সমগ্র পুঁজিবাদী অর্থনীতি তার কাছে একটি প্রহেলিকা হয়ে থাকবে।

ঠিক কোন্ চাবিকাঠির সাহায্যে মার্কস পুঁজিবাদ সংক্রান্ত ব্যাপারগুলির গোপন রহস্যের দুয়ার খুলতে, এবং ধ্রুপদী বুর্জোয়া রাজনৈতিক অর্থনীতির বড় বড় চিন্তাবিদরা যা এমনকি চিন্তাতেও আনতে পারেননি যেই সমস্যাগুলিকে খেলাচ্ছলে সমাধান করতে সমর্থ হলেন। তা হল পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার বলে তাঁর উপলব্ধি ; পুঁজিবাদী অর্থনীতি যেখানে তার সামন্ততান্ত্রিক অতীতের সাথে সম্পর্কিত, সেই সবচেয়ে ভালো উদাহরণগুলির ক্ষেত্রে ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরাও একে একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার বলে চিনছেন ; কিন্তু মার্কসের বোধ শুধুমাত্র সেই অর্থে নয়—বিশ্বের সামজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের সাথে তার যতটুকু সম্পর্ক, সেই অর্থেও। মার্কস-এর মূল্যের তত্ব, অর্থের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ, তাঁর পুঁজি সংক্রান্ত তত্ব, মুনাফার হার সম্পর্কে তাঁর তত্ব, এবং ফলতঃ সমগ্রভাবে চলতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রহস্য খুঁজে পাওয়া যাবে পুঁজিবাদের উৎক্রমণশীল চরিত্রের মধ্যে, তার পতনের অবশ্যম্ভাবিতার মধ্যে—এবং এই ঘটনার এন্য একমাত্র দিক হল সমাজতন্ত্রে উত্তরণ। মার্কস পুঁজিবাদী অর্থনীতির দুর্বোধ্য লিপির পাঠোদ্ধারে সমর্থ হয়েছেন শুধুমাত্র এই কারণে যে, তিনি পুঁজিবাদকে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থাৎ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। এবং যেহেতু, বুর্জোয়া সমাজের বিশ্লেষণে সূচনাবিন্দু হিসেবে তিনি সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন, সুনির্দিষ্টভাবে সেই কারণেই তিনি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিতে সমর্থ হয়েছেন।

এই মানদণ্ডেই আমরা বার্নস্টাইনের মন্তব্যকে বিচার করবো। তিনি অভিযোগ করেছেন মার্কস-এ যুগান্তকারী গ্রন্থ ক্যাপিটাল-এর সর্বত্র 'দ্বৈততা' দেখা গেছে।

গ্রন্থটি একটি বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন হতে চেয়েছে, একই সাথে তা এমন একটি তত্বকে প্রমাণ করেছে, যা বইটি সম্পাদনার অনেক আগেই বিশদভাবে রচিত হয়েছে ; এটি যে প্রকল্পের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তা, তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চান, ইতিমধ্যেই তাকে ধারণ করে। কমিউনিস্ট ইসতেহার-এ (অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে)[১৮] প্রত্যাবর্তন মার্কস-এর মতবাদের মধ্যে কাল্পনিকতার পদচিহ্নের উপস্থিতি প্রমাণ করে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যত এবং পুঁজিবাদী বর্তমানের দ্বৈততা ছাড়া মার্কস-এর আর কি 'দ্বৈততা' আছে ?

এটি হল পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে দ্বৈততা, বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েতের মধ্যে দ্বৈততা। এটি হল বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে বিদ্যমান দ্বৈততার বৈজ্ঞানিক প্রতিফলন, পুঁজিতন্ত্রের সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে যে শ্রেণী-বৈরিতা যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে এটি সেই দ্বৈততা।

মার্কস-এর তাত্ত্বিক দ্বৈততাকে 'কাল্পনিকতার পুনরুত্থান' হিসেবে বার্নস্টাইনের উপলব্ধি হল আসলে তার এই সরল স্বীকারোক্তি যে, তিনি বুর্জোয়া সমাজের ঐতিহাসিক দ্বৈততাকে অস্বীকার করেন, পুঁজিবাদে শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্বকে তিনি অস্বীকার করেন। তাঁর স্বীকারোক্তি এই যে, সমাজতন্ত্র তাঁর চোখে কেবলই 'কাল্পনিকতার পুণরুত্থান'-এ পরিণত হয়ে গেছে। বার্নস্টাইনের 'অদ্বৈতবাদ'—বার্নস্টাইনের একত্ব জিনিসটি কি? তা শুধুই পুঁজিতন্ত্রের শাশ্বত একত্ব, সেই প্রাক্তন সমাজতন্ত্রীর একত্ব, যিনি তাঁরলক্ষ্যকে পরিত্যাগ করেছেন এবং এক ও অপরিবর্তনীয় বুর্জোয়া সমাজের মধ্যেই মানবজাতির বিকাশের লক্ষ্য খুঁজে বার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পঁজিতন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বার্নস্টাইন সমাজতন্ত্র অভিমুখী বিকাশ দেখতে পান না। কিন্তু অন্ততপক্ষে রূপের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী বজায় রাখতে তিনি সমস্ত অর্থনৈতিক বিকাশের বাইরে অবস্থিত ভাববাদী কাঠামোর আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তিনি সমাজতন্ত্রকে সমাজ-বিকাশের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তর থেকে একটি বিমূর্ত নীতিতে পরিবর্তিত করতে বাধ্য হন।

এই কারণে, যে সমবায়নীতি হল সমাজতন্ত্রকে থিতিয়ে অল্পমাত্রায় ঢেলে নেওয়া, যা দিয়ে বার্নস্টাইন পুঁজিবাদী অর্থনীতিরকে সাজাতে চেয়েছেন, তা সমাজের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের কাছে কোনো সুবিধা হিসেবে হাজির হয় না, বার্নস্টাইনের নিজের সমাজতান্ত্রিক অতীতের কাছে সুবিধা হিসেবে হাজির হয়।

সমবায়, ইউনিয়ন, গণতন্ত্র

বার্নস্টাইনের সমাজতন্ত্র শ্রমিকদের মনে সমাজের সম্পদের ভাগ পাবার প্রত্যাশা জাগায়। গরীবদে ধনী হয়ে উঠতে হবে। সমাজতন্ত্রী কীভাবে আনা হবে? নয়ে জাইট পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'সমাজতন্ত্রের সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে এই প্রশ্নে কেবলমাত্র অস্পষ্ট পরোক্ষ উল্লেখ রয়েছে। তাঁর বইতে অবশ্য যথেষ্ট তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

বার্নস্টাইনের সমাজতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করতে হবে দুটি হাতিয়ারের সাহায্যে, শ্রমিক ইউনিয়ন—অথবা, বার্নসটাইন যাকে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র বলেছেন—এবং সমবায় সংস্থাসমূহ। প্রথমটি শিল্পীয় মুনাফাকে অবদমন করবে ; দ্বিতীয়টি বাণিজ্যিক মুনাফার নিকেশ করবে।

সমবায়, বিশেষ করে উৎপাদন ক্ষেত্রের সমবায়, পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে একটি দো-আঁশলা রূপ। তাদেরকে পুঁজিবাদী বিনিময়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের একটি ছোট একক বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যে বিনিময় উৎপাদনের ওপর আধিপত্য করে (অর্থাৎ, উৎপাদন বেশ বড় পরিমাণে বাজারের সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে)। প্রতিয়োগিতার ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর পুঁজির স্বার্থের সর্বাঙ্গীন আধিপত্য—যার মানে হল নির্মম শোষণ—প্রতিটি উদ্যোগের টিঁকে থাকার শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর পুঁজির আধিপত্য নিজেকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করে। শ্রম তীব্র হয়। বাজারের পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজের দিন লম্বা বা ছোট হয়। এবং বাজারের প্রয়োজন অনুসারে শ্রমিককে হয় নিয়োগ করা হয়, নয়তো রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। অন্য ভাষায় বললে, বাজারের অন্য প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে দাঁড়াতে সমর্থ হবার জন্য কোনো উদ্যোগের কাছে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। এই কারণে, উৎপাদন ক্ষেত্রে যখন শ্রমিকরা সমবায় গড়ে তোলে, তখন তারা সর্বাত্মক সর্বময়তার সাহায্যে নিজেদের পরিচালনা করবার মতো স্ববিরোধী প্রয়োজনীয়তার মুখোমুখী হয়। তারা নিজেদের প্রতি একজন পুঁজিবাদী উদ্যোক্তার ভূমিকা নিতে বাধ্য হয় ; এই স্ববিরোধীতাই উৎপাদন সমবায়গুলির অসফলতার কারণ, যেগুলি হয় বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী উদ্যোগে পরিণত হয়, নয়তো শ্রমিকদের স্বার্থের আধিপত্য বিরাজমান থাকলে, ভেঙে পড়ে।

বার্নস্টাইন নিজেই এ ঘটনা লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এটি খুবই স্পষ্ট যে, তিনি এগুলিকে বোঝেন নি। কারণ, তিনি শ্রীমতী পোটার-ওয়েব-এর[১৯] সাথে একযোগে ইংল্যান্ডের উৎপাদন সমবায়গুলির অসফলতাকে তাদের 'শৃঙ্খলার' অভাব দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এখানে যাকে খুব ভাসা-ভাসাভাবে আর মোটা দাগে 'শৃঙ্খলা' বলা হচ্ছে, তা পুঁজিবাদের স্বাভাবিক সর্বময় শাসন ছাড়া কিছু নয়, খুব স্পষ্টতই, যা শ্রমিকরা নিজেদের বিরুদ্ধে সফলভাবে ব্যবহার করতে পারে না।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যে উৎপাদকদের সমবায় টিঁকে থাকতে পারে শুধুমাত্র যদি তারা উৎপাদন পদ্ধতি ও বিনিময় পদ্ধতির মধ্যের পুঁজিবাদী দ্বন্দ্বকে কোনো বাঁকাপথে দমন করতে সমর্থ হয়। এবং কৃত্রিমভাবে নিজেদেরকে স্বাধীন প্রতিযোগিতার নিয়মের প্রভাবের বাইরে সরিয়ে দেবার মধ্য দিয়ে তারা এ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। এবং, যখন তারা আগে থেকেই ক্রেতা সাধারণের একটি স্থায়ী বৃত্ত সম্পর্কে নিজেদের নিশ্চয়তা দিতে পারে, অর্থাৎ যখন একটি স্থায়ী বাজার সম্পর্কে নিজেদের নিশ্চয়তা দিতে পারে, কেবলমাত্র তখনই তারা এটি করতে সফল হয়।

ক্রেতা-সমবায়গুলিই উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবস্থিত তাদের ভ্রাতৃপ্রতিমদেরকে এই উপকারটি উপহার দিতে পারে। যে সমবায়গুলি ক্রয় করে আর যে সমবায়গুলি বিক্রী করে তাদের মধ্যে ওপেহাইমার যে পার্থক্য করেছেন তার ভিতরে নয়, বার্নস্টাইন যে রহস্যের সন্ধান করেছেন তা আছে এখানেই। স্বাধীনভাবে পরিচালিত উৎপাদকের সমবায়গুলির অবধাতি বিফলতা এবং ক্রেতাদের সংগঠন দ্বারা সমর্থিত ক্ষেত্রে তাদের সফলতা সংক্রান্ত ব্যাখ্যার মধ্যে।

যদি এটি ঠিক হয় যে, পুঁজিবাদের মধ্যে উৎপাদকদের সমবায়ের অস্তিত্বের সম্ভবনা ক্রেতা সমবায়গুলির অস্তিত্বের সম্ভাবনার সাথে ঘনিষ্টভাবে আবদ্ধ, তবে সবচাইতে অনুকূল ক্ষেত্রে পূর্বোক্তটির কার্যকারিতা ক্ষুদ্র স্থানীয় বাজারের মধ্যে এবং আশু প্রয়োজন মেটাবার দ্রব্যগুলি, বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। (সে ক্ষেত্রে) ক্রেতা সমবায় এবং সেইজন্য উৎপাদকদের সমবায়গুলিকে বয়ন শিল্প, খনি, ধাতু এবং পেট্রোলিয়াম শিল্প, যন্ত্র নির্মাণ শিল্প, রেল ইঞ্জিন এবং জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি পুঁজি উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলির আওতার বাইরে রাখতে হয়। (ক্ষণেকের জন্য এদের শঙ্কর চরিত্রের কথা ভুলে গিয়ে বলা যায়) একমাত্র এই কারণেই গভীরভাবে দেখলে উৎপাদন ক্ষেত্রের সমবায়গুলিকে সাধারণ সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। ব্যাপকভাবে উৎপাদকদের সমবায় গঠনের মানে হবে, সর্বাগ্রে, বিশ্ব বাজারের নিকেশ এবং বর্তমান বিশ্ব-অর্থনীতিকে উৎপাদন ও বিনিময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় বৃত্তে ভেঙে ফেলা। আজকের দিনের উঁচু মাত্রায় বিকশিত ও বিস্তৃত পুঁজিবাদকে মধ্যযুগের বাণিজ্য-অর্থনীতিতে ফিরে যেতে হবে।

বর্তমান সমাজ কাঠামো মধ্যে উৎপাদকদের সমবায়ের ভূমিকা ক্রেতাসমবায়গুলির নিছক সংযুক্ত অঙ্গের ভূ মিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই কারণে মনে হয় যে, ক্রেতা সমবায়কে অবশ্যই আলোচ্য সামাজিক পরিবর্তনের সূচনাবিন্দু হতে হবে। কিন্তু সেপথে চললে, সমবায়ের মাধ্যমে সমাজের ইপ্সিত পরিবর্তন আর পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক থাকে না। অর্থাৎ, তা আর পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রধান ভিত্তির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক থাকে না। পরিবর্তে তা, বাণিজ্য পুঁজি, বিশেষভাবে ছোট্ট ও মাঝারি-মাপের বাণিজ্য-পুঁজির বিরুদ্ধে একটি সংগ্রামে পরিণত হয়। তা পুঁজিবাদী বৃক্ষের পল্লবগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণে পরিণত হয়।

বার্নস্টাইনের মতে ট্রেড ইউনিয়নগুলিও উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে একটি আক্রমণ বিশেষ। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি যে, ট্রেড-ইউনিয়নগুলি উৎপাদনের ওপে শ্রমিকদের নির্ধারক প্রভাব এনে দিতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়নগুলি উৎপাদনের মাত্রা বা তার প্রযুক্তিগত অগ্রগতি কোনোটাই নির্ধারণ করতে পারে না।

যে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপকে বার্নস্টাইন 'মুনাফার হারের বিরুদ্ধে মজুরীর হারের সংগ্রাম' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে এটুকুই বলা যায়। এটি মহাশূন্যে বিচরণ করে না। মজুরীর নিয়মের সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যেই এটি ঘটে চলেছে। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের ফলে মজুরীর নিয়ম ভেঙে পড়ে না, বরং তা এই নিয়মকেই প্রয়োগ করে।

বার্নস্টাইনের মতে, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সাধারণ লড়াইয়ে ট্রেড ইউনিয়নই শিল্পীয় মুনাফার হারের বিরুদ্ধে প্রকৃত আক্রমণ সংঘটিত করে। বার্নস্টাইনের মতে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাজ হল শিল্পীয় মুনাফার হারকে 'মজুরীর হারে' রূপান্তরিত করা। ঘটনা হল, ট্রেড ইউনিয়নগুলির মুনাফার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক আক্রমণ হানতে মোটেই সমর্থ নয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলির মুনাফার আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমশক্তির সংগঠিত প্রতিরক্ষার থেকে বেশী কিছু নয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিপীড়নের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধকেই তা প্রমাণ করে।

একদিকে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাজ হল শ্রমশক্তির বাজারের পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করা। কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যবর্তী স্তরটির সর্বহারায় রূপান্তরের প্রক্রিয়া শ্রম বাজারে অবিরাম নতুন পণ্যের আমদানি করে ; ফলে এই প্রভাব প্রতিনিয়ত পরাভূত হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলির দ্বিতীয় কাজ হল শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করা। অর্থাৎ, এগুলি সামাজিক সম্পদের মধ্যে শ্রমিকদের প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধির চেষ্টা করে। যাই হোক না কেন, প্রাকৃতিক

প্রক্রিয়া নিয়তির মতোই, শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে এই অংশের হ্রাস ঘটে। এটি লক্ষ্য করার জন্য কারো মার্কসবাদী হবার প্রয়োজন হয় না ; রোডবার্টুস-এর লেখা 'সামাজিক প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে'[২০] পড়াই যথেষ্ট।

অন্য ভাষায়, পুঁজিবাদী অর্থনীতির বাস্তব পরিস্থিতি ট্রেড ইউনিয়নের দুটি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকে সিসিফাসের-২ ধরনেণর একটি পরিশ্রমে পরিণত করে—তা সত্বেও যা না করলে চলে না। কারণ তাদের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের ফলে, শ্রমিকরা নিজেদের জন্য শ্রমশক্তির বাজারের পরিস্থিতি অনুযায়ী তার প্রাপ্য মজুরীর হার পেতে সমর্থ হয়। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যপলাপের ফলে মজুরীর পুঁজিবাদী নিয়ম কার্যকরী হয় এবং অর্থনৈতিক বিকাশের নিম্নমুখী প্রবণতা স্তব্ধ হয়, বা আরও ঠিকভাবে বললে হ্রাস হয়।

যাইহোক, মজুরীর অনুকূলে মুনাফার ক্রমাগত হ্রাস ঘটাবার হাতিয়ারে ট্রেড ইউনিয়নে রূপান্তর নিম্নলিখিত সামাজিক পূর্বশর্তগুলির ওপরে নির্ভরশীল : প্রথমত, আমাদের সমাজের মধ্যবর্তী স্তরটির সর্বহারাকরণের অবসান ; দ্বিতীয়ত, শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি স্থগিত হওয়া। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের প্রাক-পুঁজিবাদী অবস্থায় ফিরে যেতে হচ্ছে।

সমবায় এবং ট্রেড ইউনিয়ন উভয়েই পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির রূপান্তরে সম্পূর্ণ অপারগ। তালগোল পাকানো ঢং-এ হলেও বার্নস্টাইন সত্যি সত্যিই এটি বুঝেছেন। কারণ তিনি সমবায় এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে দেখেছেন পুঁজিপতিদের সমৃদ্ধি ঘটানোর হাতিয়ার হিসেবে। এইভাবে তিনি পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে পরিত্যাগ করেছেন এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে 'পুঁজিবাদী বণ্টন'বিরোধী সংগ্রামে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন। বার বার বার্নস্টাইন সমাজতন্ত্রকে 'ন্যায্য, ন্যায্যতর এবং আরও বেশী ন্যায্য' বণ্টন-পদ্ধতির জন্য সংগ্রাম হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[২১]

এটি অস্বীকার করা যায় না, যে প্রত্যক্ষ্য কারণটি ব্যাপক জনসাধারণকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিমুখী করে তোলে তা হল, সুনির্দিষ্টভাবে, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির 'অন্যায্য' বৈশিষ্ট্য। সোস্যাল ডেমোক্রাসী যখন সমগ্র অর্থনীতির সামাজিকীকরণের জন্য সংগ্রাম করে, তখন তার মধ্যেই তা সামাজিক সম্পদের 'ন্যায্য' বণ্টনের আকাঙ্খা পোষণ করে। কিন্তু, কোনো নির্দিষ্ট যুগের বণ্টন পদ্ধতি ঐ নির্দিষ্ট যুগে উৎপাদন পদ্ধতির স্বাভাবিক পরিণতি—মার্কসের এই পর্যবেক্ষণ দ্বারা চালিত সোস্যাল ডেমোক্রেসি পুঁজিবাদী উৎপাদন কাঠামোর মধ্যে বণ্টনবিরোধী সংগ্রাম করে না। পরিবর্তে, তা পুঁজিবাদী উৎপাদনকেই উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করে। এক কথায়, সোস্যাল ডেমোক্রাসি পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিকে উচ্ছেদ করার মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বণ্টন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে চায়। উল্টোদিকে, এইভাবে ক্রমে ক্রমে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন করার আশায় বার্নস্টাইনে তত্ব পুঁজিবাদী বণ্টন পদ্ধতিকে প্রতিহত করার প্রস্তাব দেয়।

সেক্ষেত্রে, সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে বার্নস্টাইনের কর্মসূচীর ভিত্তি কী ? এটি কী পুঁজিবাদী উৎপাদনের কিছু নির্দিষ্ট প্রবণতার মধ্যে তার সমর্থন খুঁজে পায় ? না। প্রথমত, তিনি এই ধরণের প্রবণতাকে অস্বীকার করেছেন। দ্বিতীয়ত, তার কাছে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে রূপান্তর হল বণ্টনের ফল, তার কারণ নয়। তিনি তার কর্মসূচীকে বস্তুবাদী ভিত্তি দিতে পারেন নি, কারণ তিনি ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্রের সপক্ষের আন্দোলনের লক্ষ্য ও হাতিয়ারকে এবং তার সাথে সাথে তার অর্থনৈতিক শর্তকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। ফলতঃ, তিনি নিজের জন্য একটি ভাববাদী ভিত্তি গঠন করতে বাধ্য হয়েছেন।

বার্নস্টাইন অনুযোগ করেছেন—'কেন সমাজতন্ত্রকে অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার পরিণতি হিসেবে দেখানো হবে ?' 'কেন মানুষের বোধ, ন্যায়বিচার সম্পর্কে তার অনুভূতি, তার ইচ্ছাকে ছোট করা হবে ?'[২২] মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বার্নস্টাইন কথিত চরমতম ন্যায্য বণ্টনকে অর্জন করতে হবে ; মানুষের যে ইচ্ছা অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা কারণে ক্রিয়াশীল নয়, কারণ এই ইচ্ছা নিজেই একটি যন্ত্র, বরং মানুষের ন্যায়বিচার সংক্রান্ত বোধের কারণে ক্রিয়াশীল, মানুষের ন্যায় বিচারের ধারণার কারণে ক্রিয়াশীল।

এইভাবে আমর বেশ আনন্দের সাথে ন্যায়বিচারের নীতিতে ফিরে এলাম ; ফিরে এলাম সেই পুরোনো যুদ্ধের ঘোড়ার কাছে, আরও নিশ্চিত কোনো ঐতিহাসিক বাহনের অভাবে যুগ যুগ ধরে সংস্কার কা যার ওপ আরোহন করেছেন। অথবা ফিরে এলাম সেই দুঃখী রোজিনেটের কাছে যাতে চড়ে ইতিহাসের ডন কুইক্সোটেরা পৃথিবীর মহান সংস্কারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন এবং প্রতিবারই চোখ কালি করে বাড়ি ফিরেছেন।

যদি ধনী দরিদ্রের সম্পর্ককে ধরা হয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে, সমবায়ের নীতিকে সমাজতন্ত্রের মর্মবস্তু

হিসেবে, 'সবচাইতে ন্যায্য বণ্টন'-কে তার লক্ষ্য হিসেবে, এবং ন্যায়বিচারের ধারণাকে তার একমাত্র ঐতিহাসিক বৈধতা হিসেবে, তবে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এর থেকে আরও জোরের সাথে, আরও বুদ্ধিমত্তার সাথে আরও উত্তপ্তভাবে ওয়াইট্‌লিং সেই ধরণের সমাজতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। যাইহোক, দরজিবিদ্যার সেই প্রতিভাধর ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের সাথে পরিচিত ছিলেন না। অর্থ শতাব্দী আগে মার্কস এবং এঙ্গেলস যে ধারণাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিলেন, আজ যদি তাকে জোড়াতালি লাগিয়ে সমাজবিজ্ঞানের সর্বশেষ কথা হিসেবে প্রলেতারিয়েতের সামনে হাজির করা হয়, তবে সেটিও দরজি-শিল্প হবে, কিন্তু তার মধ্যে প্রতিভার লেশমাত্র থাকে না।

ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায়গুলি সংশোধনবাদী তত্বের অর্থনৈতিক অবলম্বন। এর প্রধান রাজনৈতিক শর্ত হল গণতন্ত্রের প্রসার। বর্তমানে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতার যে প্রকাশ ঘটছে, বার্নস্টাইনের চোখে তা শুধুই 'বিচ্যুতি'। তিনি এগুলিকে আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী বলে মনে করেন এবং শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ পথনির্দেশ রচনার ক্ষেত্রে এগুলিকে বিবেচনায় না আনতে পরামর্শ দেন।

বার্নস্টাইনের মতে, গণতন্ত্র সমাজ বিকাশের একটি অবশ্যম্ভাবী স্তর। উদারনীতিবাদের বুর্জোয়া তাত্বিকদের মতোই তার মতে গণতন্ত্র হল ঐতিহাসিক বিকাশের মহান মৌলিক নিয়ম ; যে নিয়ম রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত শক্তিগুলির দ্বারা রূপায়িত হয়। যাইহোক, বার্নস্টাইনে তত্ব সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত। এইরকম চরম রূপে উপস্থাপিত হলে, একে বুর্জোয়া বিকাশের খুব ছোট পর্যায়ের, শেষ পঁচিশ বা তিরিশ বছরের ফলাফলের পেটি বুর্জোয়া সুলভ অবমূল্যায়ন বলে মনে হয়। যখন আমরা গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক বিকাশকে আরও একটু ঘনিষ্টভাবে পরীক্ষা করি, এবং একইসাথে পুঁজিবাদের সাধারণ রাজনৈতিক ইতিহাসকে বিচার করি, তখন আমরা সম্পূর্ণভাবে পৃথক সিদ্ধান্তে, পৌঁছোই।

খুবই পৃথক পৃথক সামাজিক গঠনের মধ্যে গণতন্ত্র দেখা গেছে : আদিম সাম্যবাদী গোষ্ঠীগুলিতে, প্রাচীন দাসতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে, এবং মধ্যযুগীয় কমিউনগুলিতে। একইভাবে সর্বময় শাসনতন্ত্র এবং সাংবিধানিক রাজতন্ত্র দেখা গেছে ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। প্রথম পণ্য উৎপাদনের সাথে সাথে যখন পুঁজিবাদের সূত্রপাত হয়, সেই সময়ে, মধ্যযুগীয় পৌর কমিউনগুলিতে তারা গণতান্ত্রিক সংবিধানের আশ্রয় নেয়। পরবর্তীকালে পুঁজিবাদ যখন ছোট কারখানার পর্যায়ে বিকশিত হয় তখন সর্বময় রাজতন্ত্রের মধ্যে তা তার উপযোগী রাজনৈতিক সংগঠনের সন্ধান পায়। অবশেষে, বিকশিত শিল্প অর্থনীতি হিসেবে তা ফ্রান্সে ১৭৯৩-এর গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কায়েম করে, তারপর প্রথম নেপোলিয়ানের সর্বময় রাজতন্ত্র, পুনঃ প্রতিষ্ঠার যুগের অভিজাত-রাজতন্ত্র, (১৮১৫-১৮৩০), লুই ফিলিপের বুর্জোয়া সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, তারপর আবার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, এবং আবার তৃতীয় নেপোলিয়ানের রাজতন্ত্র এবং সবশেষে তৃতীয় বারের জন্য প্রজাতন্ত্র কায়েম করে।

একমাত্র সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান—সার্বজনীন ভোটাধিকার—জার্মানিতে বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের অর্জিত বিজয় হিসেবে আসে নি। জার্মানিতে সার্বজনীন ভোটাধিকার ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির সম্মিলনে একটি হাতিয়া ছিল। শুধুমাত্র এই অর্থেই জার্মান বুর্জোয়াদের বিকাশের ক্ষেত্রে এর কিছু গুরুত্ব আছে—অন্যথায় আধা-সামন্ততান্ত্রিক সাংবিধানিক রাজতন্ত্র নিয়ে তারা বেশ সন্তুষ্ট ছিল। রাশিয়ায়, বুর্জোয়াদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাসনা বিশ্বের কাছে বিন্দুমাত্র প্রকাশ না করে প্রাচ্যের সার্বভৌম শাসনতন্ত্রের অধীনে দীর্ঘদিন ধরে পুঁজিবাদ তার সমৃদ্ধি ঘটিয়ে গেছে। অস্ট্রিয়াতে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রধাণত একটি ডুবন্ত, পচনশীল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তারেখা হিসেবে কাজ করেছিল। বেলজিয়ামে শ্রমিক আন্দোলন কর্তৃক সার্বজনীন ভোটাধিকার বিজয় ছিল নিঃসন্দেহে স্থানীয় সামরিকতন্ত্রের দুর্বলতা, এবং কাজে কাজেই ঐ দেশের বিশেষ ভৌগলিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফল। তবু এখানে আমরা 'একটুকরো গণতন্ত্র' খুঁজে পাই যা বুর্জোয়ারা জয় করে আনে নি বরং তাদের বিরুদ্ধে জয় করা হয়েছে।

গণতন্ত্রের যে অপ্রতিহত বিজয়কে আমাদের সংশোধনবাদীদের কাছে তথা বুর্জোয়া উদারনীতিবাদীদের চোখে মানব ইতিহাসের বিশেষ করে আধুনিক ইতিহাসের মৌলিক নিয়ম বলে মনে হয়, ঘনিষ্ঠ পরীক্ষায় তাকে প্রেতমূর্তি বলে চেনা যায়। পুঁজিবাদী বিকাশ এবং গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো চরম ও সাধারণ সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। কোন নির্দিষ্ট দেশের রাজনৈতিক কাঠামো সর্বদাই সেই দেশের দেশীয় তথা বৈদেশিক রাজনৈতিক উপাদানগুলির মিলিত ফল। নিজের সীমার মধ্যে তা সমস্ত ধরণের মাত্রার তারতম্যকে মেনে নেয়—সর্বময় রাজতন্ত্র থেকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র পর্যন্ত।

সুতরাং আমরা অবশ্যই, এমনকি আধুনিক সমাজের কাঠামোর মধ্যে ঐতিহাসিক বিকাশের সাধারণ সূত্র

হিসেবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সমস্ত আশা পরিত্যাগ করবো। বুর্জোয়া সমাজের বর্তমান স্তরের দিকে ফিরে তাকিয়ে আমরা সেখানেও সেই রাজনৈতিক উপাদানগুলিকে দেখতে পাই, যা বার্নস্টাইনের প্রকল্পের বাস্তবায়নকে নিশ্চিত করার বদলে বুর্জোয়া সমাজ কর্তৃক এতদিন পর্যন্ত অর্জিত গণতন্ত্রের বিজয়গুলিকে পরিত্যাগের অভিমুখে চালিত হয়।

সবচাইতে তাৎপর্যের কথা এই যে, বুর্জোয়াসমাজের বিকাশে সাহায্যকারী হিসেবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে নিংশেষিত হয়েছে। যে পরিমাণে এগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির সম্মিলন এবং বৃহৎ আধুনিক রাষ্ট্রের (জার্মান, ইতালি) সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, সে পরিমাণে বর্তমানে সেগুলি তাদের অপরিহার্যতা হারিয়েছে। অর্থনৈতিক বিকাশ ইতিমধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ আঙ্গিক ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

সমগ্র রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক রাষ্ট্রযন্ত্রটির সামন্ততান্ত্রিক বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনায় রূপান্তর সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। একদিকে যখন এই রূপান্তর ঐতিহাসিকভাবে গণতন্ত্রের বিকাশের সাথে অবিচ্ছেদ্য, তখন আজকের দিনে তা এতটা বাস্তবায়িত হয়েছে যে, প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় আর্থিক নীতি অথবা মিলিটারি সংগঠনের পক্ষে তাদের মার্চ বিপ্লবের[২৩] পূর্বের রূপে ফিরে যাবার প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই, সমাজের বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক 'উপাদানগুলি'কে, যথা, সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোকে নিবৃত্ত করা যায়।

যদি উদারনীতিবাদ এইভাবে বুর্জোয়া সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে গিয়ে থাকে, অন্যদিকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে তা পুঁজিবাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দুটি উপাদান বর্তমান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক জীবনের ওপর সম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্ব করে, তা হল : বিশ্ব রাজনীতি এবং শ্রমিক আন্দোলন। এদের প্রত্যেকে পুঁজিবাদী বিকাশের বর্তমান পর্যায়ের শুধুই এক একটি পৃথক দিক।

বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশ এবং বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার সর্বজনীনতা ও তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে, বিশ্ব রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে সামরিকতন্ত্রে এবং বৃহৎ নৌবাহিনীর নীতি—নির্ধারক রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ তথা বৈদেশিক জীবনে একটি বড় উপাদান হিসেবে কাজ করে। যদি এটি সত্যি হয় যে, পুঁজিবাদের বর্তমান পর্যায়ে সামরিকতন্ত্র এবং বিশ্ব রাজনীতি একটি উদীয়মান প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করে, তবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র অবশ্যই যৌক্তিকভাবে একটি নিম্নমুখী ধারায় চালিত হয়।

জার্মানিতে ১৮৯৩-এ শুরু হওয় বিশাল অস্ত্রসজ্জার যুগের, এবং কিয়াও চেউ[২৪] দখলের মধ্য দিয়ে সূত্রপাত হওয়া বিশ্ব রাজনীতির কৌশলের মূল্য খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পরিশোধ করতে হয়েছিল নিম্নলিখিত শিকারগুলির বলি প্রদানের সাহায্যে : উদারনীতিকদের ভাঙন,[২৫] এবং যে সেন্টার পার্টি বিরোধীপক্ষ থেকে সরকার পক্ষে চলে গিয়েছিল, তার সংকোচন। ১৯০৭ সালে রাইখস্টাগের সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলি জার্মান ঔপনিবেশিক নীতির[২৬] নামে চলতে শুরু করে একই সাথে তা জার্মান উদারনীতিবাদের ঐতিহাসিক সমাধি রচনা করেছে।

যদি বৈদেশিক নীতি বুর্জোয়াদেরকে প্রতিক্রিয়ার বাহুপাশে ঠেলে দিয়ে থাকে, তবে দেশীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও এটি কম সত্যি নয়—শ্রমিকশ্রেণীর উত্থানই এর কারণ। বার্নস্টাইন দেখিয়েছেন যে, তিনি আগেই এটি লক্ষ্য করেছেন, যখন তিনি, যে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক 'রূপকথা' 'সবকিছুকে গিলে খেতে চায়' তাকে—অন্য ভাষায় বললে, শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টাকে—উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের পলায়নের জন্য দায়ী করেছেন। তিনি প্রলেতারিয়েতকে তার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অস্বীকারের উপদেশ দিয়েছেন, যাতে মারাত্মকভাবে ভীত উদারনীতিবাদীরা প্রতিক্রিয়ার ইঁদুরের গর্ত থেকে বেড়িয়ে আসতে পারে। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনের দমনকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সুরক্ষার একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত করে তুলে তিনি জোরের সাথে প্রমাণ করেছেন যে, এই গণতন্ত্র বর্তমান সমাজের বিকাশের অভ্যন্তরীন প্রবণতার সাথে সম্পূর্ণ বিরোধী অবস্থানে আছে। তিনি একই সাথে প্রমাণ করেছেন যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন নিজেই এই প্রবণতার প্রত্যক্ষ ফল।

কিন্তু একই সাথে তিনি আরও একটি জিনিস প্রমাণ করেছেন। সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের অস্বীকারকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পুনরুত্থানের অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত বানিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রের বিজয়ের একটি অপরিহার্য শর্ত বলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে দাবী করা কত অযথার্থ। দুষ্টচক্রে পড়ে বার্নস্টাইনের যুক্তি নিজেকে নিঃশেষিত করে। তার সিদ্ধান্ত তার যুক্বিাক্যগে গিলে খায়।

সমাধানটি খুবই সহজ। বিকাশমান শ্রমিক আন্দোলন এবং তার চূড়ান্ত লক্ষ্যের ভয়ে বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ

তার ভূতকে তাড়িয়েছে—এই তথ্যের ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, যে গণতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের লক্ষ্যস্থল নয়, আজকের দিনে সেই গণতন্ত্রের একমাত্র অবলম্বন হল সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলন। আমরা অবশ্যই সিদ্ধান্ত করবো যে, গণতন্ত্র আর কোনো অবলম্বন পেতে পারে না।

আমরা অবশ্যই সিদ্ধান্ত করবো যে, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সাথে আবদ্ধ নয়, বরং উল্টোভাবে, গণতন্ত্রের ভাগ্য সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে আবদ্ধ। আমরা এর থেকে আরও সিদ্ধান্ত করবো যে শ্রমিকশ্রেণী তার মুক্তির সংগামকে পরিত্যাগ করলে সেই অনুপাতে গণতন্ত্র তার দীর্ঘতর জীবনের সুযোগ অর্জন করে না, বরং বিপরীতক্রমে, যে পরিমানে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিশ্ব রাজনীতির প্রতিক্রিয়াশীল ফলাফলের এবং গণতন্ত্রের কাছ থেকে বুর্জোয়াদের পলায়নপরতার বিরুদ্ধে লড়াইতে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সেই পরিমানে গণতন্ত্র টিঁকে থাকার বৃহত্তর সুযোগ অর্জন করে। যিনি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে চান, তিনি অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে চাইবেন—তাকে দুর্বল করতে নয়। যিনি সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে অস্বীকার করেন, তিনি শ্রমিক-আন্দোলন ও গণতন্ত্র উভয়কেই অস্বীকার করেন।

রাজনৈতিক ক্ষমতা বিজয়

আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্রের ভাগ্য শ্রমিক আন্দোলনের ভাগ্যের সাথে জড়িত। কিন্তু গণতন্ত্রের বিকাশ কি প্রলেতারিয় বিপ্লবকে, অর্থাৎ শ্রমিকদের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতার বিজয়কে অবান্তর এবং অসম্ভব করে তুলেছে?

সামাজিক বিপ্লব এবং সামাজিক সংস্কারের ভালো ও মন্দ দিকগুলিকে সুক্ষ্মভাবে ওজন করে বার্নস্টাইন এই প্রশ্নের সমাধান করেছেন। কোনো ক্রেতা সমবায় ভাণ্ডারে যেভাবে দারচিনি বা গোলমরিচ ওজন করা হয় তিনি প্রায় সেভাবেই একাজটি করেছেন। তিনি ঐতিহাসিক বিকাশের আইন প্রণয়ন সংকান্ত ধারাকে 'বুদ্ধিবৃত্তির'-র কাজ হিসেবে এবং ঐতিহাসিক বিকাশের বিপ্লবী ধারাকে 'অনুভূতির' কাজ হিসেবে দেখেছেন। তিনি সংস্কারবাদী কার্যকলাপকে ঐতিহাসিক প্রগতির একটি ধীর পদ্ধতি হিসেবে চিনেছেন, বিপ্লবকে চিনেছেন প্রগতির একটি দ্রুত পদ্ধতি হিসেবে। আইন-প্রণয়নী কাজের মধ্যে তিনি একটি সুশৃঙ্খল শক্তিকে দেখেছেন, বিপ্লবের মধ্যে একটি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিকে।

অনেকদিন আগে আমা জেনেছি যে পেটি বুর্জোয়া সংস্কারবাদীরা সবকিছুর মধ্যেই 'ভালো' এবং 'মন্দের' সন্ধান পান। তিনি সব ধরণের ঘাসই একটু চেখে দেখেন। কিন্তু এই ধরণের বিন্যাসের ফলে বাস্তব ঘটনাগুলির বাস্তব ধারা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যতরকম জিনিস স্তুপ হয় তার সবকটির 'ভালো দিকগুলিকে' খুব সাবধানে সংগ্রহ করে বানানো হলে তা ইতিহাসের প্রথম ধাক্কাতেই ভেঙ্গে পড়ে। ঐতিহাসিকভাবে এক বা অন্য পদ্ধতির সুবিধা বা অসুবিধার বিচারের তুলনায় আরও গভীর প্রভাবের সাতে সমাঞ্জস্য রেখেই আইনী-সংস্কার এবং বিপ্লবী পদ্ধতি কাজ করে।

বুর্জোয়া সমাজের ইতিহাসে, আইনী (legislative) সংস্কার উদীয়মান শ্রেণীটিকে ক্রমশঃ শক্তিশলী করার কাজে লাগে, যতদিন না পর্যন্ত, সে ক্ষমতা দখলের পক্ষে, চলতি আইনী (juridical) ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের পক্ষে, এবং একটি নতুন ব্যবস্থা কায়েমের পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। বার্নস্টাইন যে, রাজনৈতিক ক্ষমতার বিজয়কে ব্লাঙ্কীপন্থাসুলভ উগ্রতার তত্ব হিসেবে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে বজ্র হেনেছেন, সেটি তার দুর্ভাগ্য ; কারণ মানব ইতিহাসে সর্বদা যা আলম্ব এবং চালিকাশক্তি ছিল তাকে তিনি ব্ল্যাঙ্কীপন্থী ত্রুটি বলে চিহ্নিত করেছেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উদ্ভবের শুরু থেকেই তাদের ইতিহাসের মর্মবস্তুর সারাংশ হল শ্রেণীসংগ্রাম, এবং সবকটি উদীয়মান শ্রেণীর লক্ষ্য হল রাজনৈতিক ক্ষমতা বিজয়। প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগের সূচনা বিন্দু এবং শেষ এখানেই। এটি দেখা গেছে প্রাচীন রোমে অভিজাতবর্গ এবং ধনিক বর্গের বিরুদ্ধে ল্যাটিন কৃষকদের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে, বিশপদের বিরুদ্ধে মধ্যযুগীয় অভিজাতদের সংগ্রামের মধ্যে, এবং মধ্যযুগের শহরগুলিতে অভিজাতদের বিরুদ্ধে হস্তশিল্পীদের সংগ্রামের মধ্যে। আধুনিককালে এটি আমরা দেখি সমান্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের লড়াই-এর মধ্যে।

আইনী সংস্কার এবং বিপ্লব ঐতিহাসিক বিকাশের মন দুটি ভিন্ন পদ্ধতি নয়, যা ইতিহাসের দোকান থেকে খুশীমতো কিনে নেওয়া যাবে—যেমনভাবে কেউ ঠাণ্ডা বা গরম সসেজ বেছে নেয়। আইনী সংস্কার এবং বিপ্লব শ্রেণী-সমাজের বিকাশে দুটি ভিন্ন উপাদান। এরা একে অপরকে পরিপূরণ করে খাপ খাইয়ে নেয়, একই সময়ে তারা আবার উত্তর ও দক্ষিণ মেরুরু মতো, বুর্জোয়া এবং পলেতারিয়েতের মতো পরস্পর বিপরীতমুখী

বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

প্রতিটি আইনী সংবিধানই বিপ্লবের ফসল। শ্রেণীসমূহের ইতিহাসে যখন বিপ্লব হল রাজনৈতিক সৃষ্টি ক্রিয়া, তখন আইনপ্রণয়নী কাজ হল, যে সমাজ ইতিমধ্যে আবির্ভূত হয়েছে তার জীবনের রাজনৈতিক প্রকাশ। সংস্কারের কাজ বিপ্লবের থেকে নিরপেক্ষভাবে নিজের শক্তিকে ধারণ করে না। প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে, সর্বশেষ বিপ্লবটির প্রেরণা দিক-নির্দেশ দেয়, শুধুমাত্র সেই দিকেই সংস্কারের কাজ চালিত হয়, এবং ততদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় যতদিন সর্বশেষ বিপ্লবের ধাক্কা টিঁকে থাকে। অথবা আরও সুনির্দিষ্টভবে বললে, প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে শুধুমাত্র সর্বশেষ বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট সামাজিক রূপে কাঠামোর মধ্যেই সংস্কারের কাজ চালানো হয়। সমস্যাটির সারাংশ এটিই।

সংস্কারের কাজকে দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লব হিসেবে এবং বিপ্লবকে সংস্কারের ঘনীভূত ধারা হিসেবে দেখানো ইতিহাসবিরোধী কাজ। একটি সামাজিক রূপান্তর এবং একটি আইনী সংস্কার তাদের স্থিতিকাল অনুসারে বিভিন্ন নয়, বরং তাদের মর্মবস্তুতেই বিভিন্ন। রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের রহস্য লুকিয়ে আছে সুনির্দিষ্টভাবে, সাদামাটা পরিমানগত পরিবর্তনগুলির একটি নতুন গুণে রূপান্তরের মধ্যে, বা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ের সামাজিক পথ থেকে অন্য একটি রূপে যাত্রাপথের মধ্যে।

এই কারণে যে সমস্ত ব্যক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা বিজয় এবং সামাজিক বিপ্লবের জায়গায় এবং তার বিপরীতে আইনী সংস্কারের পদ্ধতির পক্ষের লোক বলে নিজেদের ঘোষণা করে তারা প্রকৃতপক্ষে যা বেছে নেয় তা একই লক্ষ্যের তুলনামূলক শান্ত, শান্তিপূর্ণ এবং ধীর পথ নয়, বরং একটি পৃথক লক্ষ্য। নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার অবস্থান গ্রহণের বদলে তারা পুরোনো সমাজের বাহ্যিক পরিবর্তনের অবস্থান গ্রহণ করে। যদি আমরা সংশোধনবাদের রাজনৈতিক ধারণাকে অনুসরণ করি তবে আমরা সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছোবো—সংশোধনবাদের অর্থনৈতিক তত্বকে অনুসরণ করলে আমরা যেখানে পৌঁছোই। (সেক্ষেত্রে) আমাদের কর্মসূচী সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ন হয়ে ওঠে না, পুঁজিবাদের সংস্কার হয়ে ওঠে : মজুরীশ্রম ব্যবস্থার উচ্ছেদ নয় বরং শোষণের সংকোচন ; অর্থাৎ পুঁজিবাদেরই উচ্ছেদের বদলে পুঁজিবাদের বিকৃতির উচ্ছেদ।

আইনী সংস্কার এবং বিপ্লবের মধ্যে পারস্পরিক (reciprocal) ভূমিকা কি শুধুমাত্র অতীতের শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? এটি কি সম্ভব যে, এখন বুর্জোয়া আইনী ব্যবস্থার বিকাশের ফলে একটি ঐতিহাসিক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে সমাজের গতি আইনী সংস্কারের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ; এবং প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতা বিজয় প্রকৃতপক্ষে 'একটি ফাঁকা বুলি' হয়ে দাঁড়িয়েছে—যেমন বার্নস্টাইন বলেছিলেন ?

উল্টোটাই ঠিক। বুর্জোয়া সমাজে সাথে অন্যান্য সমাজের—আদিম সমাজের এবং মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য কী ? সংক্ষেপে তা এই যে, শ্রেণী আধিপত্য 'অর্জিত অধিকার'-এর ওপ নির্ভরশীল নয়, বরং বাস্তব অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল : মজুরীশ্রম একটি আইনী সম্পর্ক নয়, একটি নির্ভেজাল অর্থনৈতিক সম্পর্ক। আজকের দিনের শ্রেণী আধিপত্যের জন্য, আমাদের আইনী ব্যবস্থায় একটিও বৈধ সূত্র নেই। শ্রেণী আধিপত্যের এই ধরণের সূত্রগুলির যে সামান্য কিছু অবশেষ দেখা যায় (যেমন গৃহভৃত্যদে ক্ষেত্রে) তা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবশেষ।

যে মজুরীশ্রমকে কোনো আইনে প্রকাশ করা হয় নি, তাকে কী ভাবে 'আইনী পথে' উচ্ছেদ কা হবে। যিনি আইনী সংস্কারের মাধ্যমে পুঁজিবাদের নিকশে করবেন, সেই বার্নস্টাইন নিজেকে উস্পেসস্কি[২৭] বর্ণিত রুশ পুলিসটির অবস্থানে দেখতে পান, যে পুলিসটি আমাদের বলে : শিগ্গিরই আমি রাসকেলটার কলার চেপে ধরলাম ! কিন্তু হায় ! হতভম্ব লোকটার কোনো কলারই নেই !' এবং সংক্ষেপে, বার্নস্টাইনের অসুবিধা সেটিই।

'অতীতের সবকটি সমাজই নিপীড়ক শ্রেণী এবং নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে বৈরিতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল' (কমিউনিস্ট ইস্তেহার)। কিন্তু আধুনিক সমাজের পূর্ববর্তী পর্যায়ে এই বৈরিতা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত আইনগত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ছিল এবং বিশেষভাবে সেই কারণে কিছুটা পরিমাণে পুরোনো কাঠামোর মধ্যে নতুন সম্পর্কের স্থান করে দিতে পারতো। 'ভূমিদাস প্রথার মধ্যেই ভূমিদাসরা নিজেদেরকে নগর-সম্প্রদায়ের সদস্যের মর্যাদায় উত্তোলিত করেছিল' (কমিউনিস্ট ইস্তেহার)। এটি কেমন করে সম্ভব হয়েছিল ? এটি সম্ভব হয়েছিল নগর-পরিবেশের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সুবিধাগত অধিকারগুলির নিবৃত্তির ফলে : বেগার শ্রম (corvee)[২৮], বিশেষ পোষাকের অধিকার, উত্তরাধিকার কর, সবচাইতে ভালো গবাদি পশুটির ওপর জমিদারের দাবি, ব্যক্তিগত কর, জোরপূর্বক বিবাহ, বংশগত অধিকার ইত্যাদি সব কিছু মিলে ভূমিদাসপ্রথা গঠিত ছিল।

একইভাবে সামন্ততান্ত্রিক সর্বময়তা জোয়ালের নীচে থাকা অবস্থাতেই মধ্যযুগের ছোট বুর্জোয়ারা নিজেদেরকে বুর্জোয়াদের মর্যাদায় উত্তোলিত করতে সফল হয়েছিল (কমিউনিস্ট ইস্তেহার)। কিন্তু কী উপায়ে? প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধনগুলির বিধিসম্মত আংশিক নিবৃত্তি বা সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্তির সাহায্যে, রাজস্ব-প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনীর ক্রমাগত রূপান্তরের সাহায্যে।

স্বভাবতই যখন আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে না করে, বিমূর্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই প্রশ্নটির বিচার করি, তখন আমরা সংস্কারবাদী পদ্ধতি অনুসারে (পূর্ববর্তী শ্রেণী-সম্পর্কের দিকে নজর রেখে) সামন্ত সমাজ থেকে বুর্জোয়া সমাজ পর্যন্ত একটি আইনসম্মত পথ কল্পনা করতে পারি। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখি? বাস্তবে আমরা দেখি, আইনী সংস্কার শুধু যে বুর্জোয়াদে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কাজকে বাধা দিতে পারে নি তাই নয়, বরং উল্টোভাবে তার জমি প্রস্তুত করে দিয়েছে এবং সেদিকে চালিত করেছে। দাস ব্যবস্থার অবসান তথা সামন্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের জন্য একটি বাহ্যিক সামাজিক-রাজনৈতিক রূপান্তর অপরিহার্য ছিল।

কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। কোনো আইনই প্রলেতারিয়েতকে পুঁজিবাদের জোয়ালে মাথা গলাতে বাধ্য করে না। দারিদ্র, উৎপাদনের উপকণের অভাব প্রলেতারিয়েতকে বাধ্য করে পুঁজিবাদের জোয়ালে মাথা গলাতে। আর যতক্ষণ তারা পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোর মধ্যে থাকছে, ততক্ষণ বিশ্বের কোনো আইনই প্রলেতারিয়েতকে উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ করতে পারবে না, কারণ, কোনো আইন নয়—অর্থনৈতিক বিকাশই উৎপাদকদের দখল থেকে উৎপাদনের উপকরণকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

এবং মজুরীশ্রম ব্যবস্থার অন্তর্গত শোষণও আইনের ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। মজুরীর স্তর আইন প্রণয়নের দ্বারা স্থিরিকৃত হয় না, অর্থনৈতিক উপাদানগুলির দ্বারা হয়। পুঁজিবাদী শোষণের ব্যাপারটি কোনো আইনগত ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং বিশুদ্ধভাবে এই অর্থনৈতিক সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, এই শোষণের মধ্যে শ্রমশক্তি একটি পণ্যের ভূমিকা পালন করে, যার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছাড়াও, শ্রমিকের বেঁচে থাকার উপকরণ হিসেবে সে যে মূল্য আত্মসাৎ করে, তার থেকে বেশী মূল্য উৎপাদনের সর্বজনস্বীকৃত গুণ আছে। সংক্ষেপে, পুঁজিবাদী-সমাজে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে পুঁজিপতি শ্রেণীটির আধিপত্য বিস্তারকারী মৌলিক সম্পর্কগুলিকে আইনী সংস্কারের মাধ্যমে রূপান্তরিত করা যাবে না, কারণ বুর্জোয়া আইনের সাহায্যে এই সম্পর্কগুলির সূচনা হয়নি, কিংবা এই সম্পর্কগুলি এই ধরণের আইনের রূপ নেয়নি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বার্নস্টাইন এ ব্যাপারে সচেতন নন, কেননা তিনি 'সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের' কথা বলে থাকেন। অন্যদিকে, তিনি তার বইয়ের দশ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন—'অতীতে অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি সমস্ত ধরণের আদর্শের সমস্ত ধরণের আধিপত্যকারী সম্পর্কের মুখোস পরে ছিল, আর আজকে তা খোলাখুলি কাজ করে' ; আর এইভাবে তিনি এর পরোক্ষ স্বীকৃতি দেন বলে মনে হয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি বিশেষত্ব এই যে, ভবিষ্যত সমাজের উপাদানগুলি এর ভেতরে বিকশিত হবার সময়ে প্রথমে যে রূপ গ্রহণ করে, তা সমাজতন্ত্রের অভিমুখী নয় বরং উল্টোভাবে সমাজতন্ত্র থেকে আরও আরও দূরে সরিয়ে নেবার উপযুক্ত রূপ। উৎপাদ নক্রমবর্ধমানভাবে সামাজিক চরিত্র গ্রহণ করে। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদনের এই সামাজিক চরিত্র কোন অবয়বে প্রকাশিত হয়? সে অবয়ব হল বৃহৎ উদ্যোগের, যৌথ সংস্থার, কার্টেলের—যেগুলির মধ্যে পুঁজিবাদী দ্বন্দ্ব, পুঁজিবাদী শোষণ, শ্রমশক্তির ওপর নিপীড়ন চরমভাবে বেড়ে ওঠে।

সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে, পুঁজিবাদী বিকাশ বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরির বিস্তার ঘটায়, চাকরির সময়কালকে কমিয়ে আনে, আর তার ফলে বস্তুগতভাবে সৈন্যবাহিনী (মিলিশিয়া) গড়ে ওঠার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়। কিন্তু এসমস্তই ঘটে চলে আধুনিক সামরিকতন্ত্রের অধীনে, যেখানে জনগণের ওপর সামরিক রাষ্ট্রের আধিপত্য এবং রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র সবচাইতে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

াজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, গণতন্ত্রের বিকাশ যে পরিমাণে তার অনুকূল জমি খুঁজে পায়, সেই পরিমাণে সে মসগ্র জনসাধারণকে রাজনৈতিক জীবনে টেনে আনে, আর তার ফলে 'গণ-রাষ্ট্র' ধরণের কিছুই একটার জন্ম দেয়। কিন্তু (জনসাধারণের) এই অংশগ্রহণ বুর্জোয়া পার্লামেন্টতন্ত্রে চেহারা নেয়, যেখানে শ্রেণী বৈরিতা এবং শ্রেণী আধিপত্যের অবসান ঘটার বদলে, তা প্রকাশ্যে নিজেকে জাহির করে। যেহেতু পুঁজিবাদী বিকাশ এই সমস্ত বিরোধের মধ্য দিয়ে যায়, যথাযথভাবে সেই কারণেই পুঁজিবাদের খোলস ভেঙে সমাজতান্ত্রিক সমাজের শাঁস বের করে আনতে হবে। ঠিক এই কারণে প্রলেতারিয়েতকে আবশ্যই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হবে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে হবে।

অবশ্য, বার্নস্টাইন অন্যান্য সিদ্ধান্তও টেনেছেন। তিনি আমাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন—গণতন্ত্রের বিকাশ যদি পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব কমিয়ে আনার বদলে তার প্রকোপ বাড়িয়ে তোলে তাহলে, 'নিজের কাজকে আরও কঠিন করে না তোলার জন্য সোস্যাল ডেমোক্রেসি অবশ্যই যে কোন ভাবে সমাজ সংস্কার এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিবৃত্ত করার চেষ্টা করবে।' বাস্তবিকপক্ষে, এটি করই ঠিক হবে যদি সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি পেটি বুর্জোয়া কায়দায় ইতিহাসের ভালো দিকটি বেছে নেওয়া আর খারাপ দিককে প্রত্যাখ্যান করার ফালতু কাজকে পছন্দসই মনে করে। যাইহোক, সেক্ষেতে একই সময়ে সাধারণভাবে পুঁজিবাদকে 'নিবৃত্ত করার চেষ্টা' করা উচিত, কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, পুঁজিবাদই সেই বদমাইস যে সমাজতন্ত্রের পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখে। কিন্তু এই কাঁটা বিছানো ছাড়াও পুঁজিবাদ সমাজতান্ত্রিক রূপায়ণের একমাত্র সম্ভাবনাকেও হাজির করে। গণতন্ত্র সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

যদি গণতন্ত্র বুর্জোয়াদের কাছে অবান্তর এবং বিরক্তিকর হয়ে গিয়ে থাকে, তবে বিপরীতভাবে, শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তা প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তা প্রয়োজনীয়, কারণ তা সেই রাজনৈতিক কাঠামোর জন্ম দেয় যা বুর্জোয়া সমাজের রূপান্তরের কাজে প্রলেতারিয়েতের অবলম্বন হিসেবে কাজ করে (যথা স্বচালিত প্রশাসন, ভোটের অধিকার ইত্যাদি)। গণতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর কাছে অপরিহার্য, কারণ শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির অনুশীলনের মধ্য দিয়ে, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রলেতারিয়েত তার শ্রেণী স্বার্থ সম্বন্ধে, তার ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে পারে।

এক কথায়, গণতন্ত্র অপরিহার্য এই কারণে নয় যে, তা প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা বিজয়কে অবান্তর করে তোলে, বরং এই কারণে যে, তা এই ক্ষমতা বিজয়কে একই সাথে প্রয়োজনীয় এবং সম্ভব করে তোলে। ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম[২৯] গ্রন্থের মুখবন্ধে এঙ্গেলস্ যখন আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের কৌশল সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করতে গিয়ে ব্যারিকেডের লড়াই-এর বদলে আইনী-সংগ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন তখন তার মনে সুনির্দিষ্টভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি ছিল না, তৎকালীন দৈনন্দিন সংগ্রামে কথা ছিল—মুখবন্ধটির প্রতিটি ছত্র থেকে এটি প্রতীয়মান হয়। ক্ষমতা দখলের সময়ে প্রলেতারিয়েত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতি যে আচরণ করে, তাঁর মাথায় সে প্রশ্ন ছিল না, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে বিদ্যমান থাকাকালে প্রলেতারিয়েতের আচরণের কথাই তার মাথায় ছিল। এঙ্গেলস্-এ নির্দেশগুলি ছিল নিপীড়িত প্রলেতারিয়েতে প্রতি—বিজীয় প্রলেতারিয়েতের প্রতি নয়।

অন্যদিকে, 'জমিদারদের ভূসম্পত্তি কিনে নেবার মধ্য দিয়ে আমরা সম্ভবত আরও সহজে সফলতা পাবো'—ইংল্যান্ডের কৃষি প্রশ্ন সম্পর্কে মার্কস-এর এই সুপরিচিত উক্তিটি (যার ওপর বার্নস্টাইন খুব বেশী নির্ভর করেন) করার সময়ে তিনি (মার্কস) প্রলেতারিয়েতে বিজয়ের পূর্বের অবস্থানের কথা বলেন নি, তাদের বিজয়ের পরের কথা বলেছেন। কারণ, স্পষ্টই বোঝাই যায় যে, শুধুমাত্র শ্রমিকরা ক্ষমতায় যাবার পরেই পুরোনো আধিপত্যকারী শ্রেণীটির সম্পত্তি কিনে নেবার প্রশ্ন উঠতে পারে। মার্কস যে সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন তা হল প্রলেতারিয় একনায়কত্বের শান্তিপূর্ণ অনুশীলনের সম্ভাবনা, ত পুঁজিবাদী সমাজ-সংস্কার দিয়ে এই একনায়কতন্ত্রের প্রতিস্থাপন নয়। প্রলেতারিয়ের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিজয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মার্কস এবং এঙ্গেলস্-এর কোনো সন্দেহ ছিল না। পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মতো পৃথিবীর ইতিহাসের সবচাইতে প্রচণ্ড সামাজিক রূপান্তরকে বাস্তবায়িত করার হাতিয়ার হিসেবে বুর্জোয়া পার্লামেন্টতন্ত্রের খোঁয়াড়কে বিবেচনা করার ব্যাপারটি বার্নস্টাইনের জন্য ছেড়ে রাখা আছে।

খুব বেশী তাড়াতাড়ি ক্ষমতা দখলে বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে বার্নস্টাইন তার তত্ত্বের সূচনা করেছেন। অর্থাৎ বার্নস্টাইনের মতে প্রলেতারিয়েতে উচিত বুর্জোয়া সমাজকে তার বর্তমান অবস্থার মধ্যে ছেড়ে রাখা এবং নিজের ভয়ঙ্কর পরাজয় ভোগ করা। যদি প্রলেতারিয়েত ক্ষমতায় যায়, তখন তারা বার্নস্টাইনে তত্ব থেকে নিম্নলিখিত 'বাস্তব সম্মত সিদ্ধান্ত টানতে পারে : নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও। তাঁর তত্ব সংগ্রামের চরমতম মুহূর্তগুলিতে প্রলেতারিয়েতকে নিষ্ক্রিয়তায় এবং তার নিজের স্বার্থের প্রতি পরোক্ষ বিশ্বাসঘাতকতায় অধঃপতিত করে।

আমাদের কর্মসূচী একটি দুঃখজনক ছেঁড়া কাগজে পরিণত হবে, যদিনা তা সম্ভাব্য সমস্ত ঘটনায়, সংগ্রামের সবকটি মুহূর্তে আমাদের কাজে লাগে ; আর যদিনা তা অ-প্রয়োগে বদলে প্রয়োগের মধ্য দিয়েই আমাদের কাজে লাগে। যদি আমাদের কর্মসূচী পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের সূত্রকে ধারণ করে

থাকে, তবে তার সবকটি বৈশিষ্ট্যসূচক মূলসূত্রের মধ্যে, তাকে অবশ্যই এই বিভাগের সমস্ত উৎক্রমণশীল স্তরকে সূত্রায়িত করতে হবে, এবং সমাজতন্ত্রের গতিপথের প্রতিটি মুহূর্তে তার (এই বিকাশের) সাথে তাল রেখে প্রলেতারিয়েতের উপযুক্ত কাজ কী হবে সে সম্পর্কে তাকে (প্রলেতারিয়েতকে) নির্দেশ দিতে সমর্থ হতে হবে। প্রলেতারিয়েতের কাছে এমন কোনো সময় আসতে পারে না, যখন সে এই কর্মসূচীকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে বা সে এই কর্মসূচীর দ্বারা পরিত্যক্ত হবে।

বাস্তবত, এটি এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় যে, এমন কোনো সময় আসতে পারে না, যখন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত প্রলেতারিয়েতকে ক্ষমতায় অধিষ্টিত করেছে, অথচ নিজের কর্মসূচী রূপায়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র অভিমুখী উৎক্রমণশীল পদক্ষেপ নেবার অবস্থায় সে নেই, বা নৈতিকভাবে বাধ্য নয়। প্রলেতারিয় একনায়কত্বের যে কোনো বিন্দুতে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী ভেঙ্গে পড়তে পারে—এই বিশ্বাসের পেছনে লুকিয়ে আছে আর একটি বিশ্বাস, তা হল, সাধারণভাবে এবং সর্বদাই সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী হল রূপায়নের অযোগ্য।

আর যদি উৎক্রমণশীল পদক্ষেপগুলি অপরিপক্ক হয়? এই প্রশ্নটি সামাজিক বিবর্তনের বাস্তব ধারা সম্পর্কিত বিপুল সংখ্যক ভুল ধারণাকে গোপন করে।

প্রথমত, প্রলেতারিয়েত, অর্থাৎ বিশাল জনতা দ্বারা গঠিত একটি শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কৃত্রিমভাবে ঘটে না। এর পূর্বশর্ত হল একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিপক্কতা (প্যারি কমিউনের মতো ঘটনাগুলিতে যে রকম প্রলেতারিয়েত তার লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা লাভ করে নি বরং অন্যদের ফেলে দেওয়া কোনো ভালো জিনিসের মতো তার হাতে এসে পড়েছে, সে রকম ব্যতিক্রমী উদাহরণগুলি বাদ দিয়ে)। এখানে আমরা দুটি পথের মধ্যে মূলগত পার্থক্য লক্ষ্য করি : এক, ব্লাঙ্কির ধারণা অনুসারী ক্যু-দেতা; যা একটি 'সক্রিয় সংখ্যালঘু অংশের' দ্বারা সংঘটিত হয়, আর যা সর্বদাই অসুবিধাজনকভাবে পিস্তলের গুলির মতো ফেটে পড়ে, এবং, দুই, একটি বিশাল সচেতন জনতা কর্তৃক ক্ষমতা দখল, যা শুধুমাত্র বুর্জোয়া সমাজে পচনের ফল হতে পারে, আর তাই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপযুক্ততার সুবিধাজনক অধিকারকে নিজের মধ্যে বহন করে।

কাজেই, রাজনৈতিক ফলাফলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে যদি শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা বিজয় কখনোই 'অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি' বাস্তবায়িত হতে না পারে, তবে ক্ষমতা টিঁকিয়ে রাখার দৃষ্টিকোণ থেকে অপরিপক্ক বিপ্লবের যে চিন্তা বার্নস্টাইনকে জাগিয়ে রাখে, তা ডেমোক্লিসের তরবারির মতো আমাদের অঅতঙ্কিত করে। কোনো প্রার্থনা বা মিনতি, কোনো আতঙ্ক বা উদ্বেগ, কোনোটাই এর বিরুদ্ধে কোনো কাজ করে না। এবং এটি ঘটে দুটি খুবই সাদামাটা কারণে।

প্রমত, পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের মতো ভয়ঙ্কর রূপান্তরটি যে একটি আনেন্দের কাজ হিসেবে রূপায়িত করা যায়, তা কল্পনা করা অসম্ভব। এটি সম্ভব বলে বিবেচনা করাটা হবে পরিষ্কারভাবে ব্লাঙ্কিপন্থী ধারণায় রং চড়ানো। সমাজতান্ত্রিক বিবর্তন মানেই হল দীর্ঘস্থায়ী এবং কঠিন লড়াই; এটি খুবই সম্ভব যে, তার গতি পথে প্রলেতারিয়েত একাধিকবার প্রতিহত হবে, যার ফলে সংগ্রামের শেষ ফলাফলের বিচারে, প্রথম যেবার সে ক্ষমতায় আসবে তা হবে 'অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি।'

দ্বিতীয়ত, প্রলেতারিয়েতের পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতার 'অপরিপক্ক' বিজয় এড়ানো অসম্ভব হবে সুনির্দিষ্টভাবে এই কারণে যে, প্রলেতারিয়েতের এই 'অপরিপক্ক' আক্রমণগুলিই গঠন করে চূড়ান্ত জয়ের রাজনৈতিক শর্ত সৃষ্টিকারী উপাদানকে—প্রকৃতপক্ষে খুবই গুরুত্বর্পূ উপাদানকে। ক্ষমতা দখলের সহযোগী রাজনৈতিক সংকটে গতিধারায়, দীর্ঘ এবং কঠোর সংগ্রামের গতিধারায় প্রলেতারিয়েত রাজনৈতিক পরিপক্কতার এমন একটি মাত্রা অর্জন করবে, যা কালক্রমে বিপ্লবের নিশ্চিত বিজয় অর্জনে তাকে সমর্থ করে তুলবে। এইভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের এই 'অপরিপক্ক' আক্রমণগুলি নিজেরাই হল নিশ্চিত বিজয় ডেকে আনার ব্যাপারে, এবং তার ক্ষণ নির্দ্ধারণে সাহায্যকারী গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে শ্রেণী সংগ্রামে বিজয়ের জন্য শ্রেণীসংগ্রাম নিরপেক্ষ ও তার বাইরে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে হাজির করা হয়, এবং ফলে শ্রমজীবি শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতার 'অপরিপক্ক' বিজয়কে সমাজের যান্ত্রিক বিকাশের ধারণা থেকে উদ্ভুত উদ্ভট রাজনৈতিক চিন্তা বলে মনে হয়।

যেহেতু 'অপরিপক্কভাবে' ছাড়া অন্য কোনো ভাবে প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা দখল করতে পারে না, যেহেতু

চিরস্থায়ীভাবে নিজেকে ক্ষমতায় বহাল রাখতে সমর্থ হবার অগে প্রলেতারিয়েত এক বা একাধিকবার 'খুব বেশী আগে' ক্ষমতা দখল করতে বাধ্য হবে, তাই ক্ষমতার 'অপরিপক্ক' বিজয়ের বিরোধিতা নিজেকে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য প্রলেতারিয়েতের ব্যাকুলতার সাধারণ বিরোধিতা থেকে বেশী কিছু নয়। ঠিক যেমন সমস্ত রাস্তাই রোমে গিয়ে মিশেছে, তেমনই যুক্তিসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোই যে, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে অবজ্ঞা করা প্রস্তাব হল প্রকৃতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকেই নাকচ করার পরামর্শ।

পতন

বার্নস্টাইন পুঁজিবাদের পতনের তত্বকে পরিত্যাগ করার মধ্য দিয়ে সোস্যাল ডেমোক্রাসির সংশোধনের কাজ শুরু করেছেন। যাইহোক, প্রথমোক্ত তত্বটি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। একে প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দিয়ে বার্নস্টাইন সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন। তার আলোচনার গতিধারায় তিনি তাঁর প্রথম হলফনামা বজায় রাখতে সমর্থ হবার স্বার্থে একের পর এক সমাজতান্ত্রিক অবস্থানকে পরিত্যাগ করে চলেন।

পুঁজিতন্ত্রের পতন ছাড়া পুঁজিপতি শ্রেণীটির উচ্ছেদ অসম্ভব। এই কারণে বার্নস্টাইন উচ্ছেদকে অস্বীকার করেন এবং শ্রমিক আন্দোলনের লক্ষ্য হিসেবে 'সমবায় নীতির' ক্রম-রূপায়ণকে বেছে নেন।

কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদনের মধ্যে সমবায় বাস্তবায়িত হতে পারে না। সেই কারণে বার্নস্টাইন উৎপাদনে সামাজিকীকরণকে অস্বীকার করেন এবং নিছকই বাণিজ্য-সংস্কার ও ক্রেতা-সমবায়ের বিকাশের প্রস্তাব দেন।

কিন্তু, এমনকি ট্রেড ইউনিয়নের সাহায্যে, ক্রেতা-সমবায়গুলির মাধ্যমে সমাজে রূপান্তর পুঁজিবাদী সমাজের প্রকৃত বস্তুগত বিকাশের সাথে বেমানান। কাজেই, বার্নস্টাইন ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণাকে পরিত্যাগ করেন।

কিন্তু, অর্থনৈতিক বিকাশের দুর্বার অগ্রগতির ধারণা মার্কসীয় উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্বের সাথে বেমানান। কাজেই, বার্নস্টাইন মূল্য এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্বকে, আর এইভাবে কার্ল মার্কসের সমগ্র অর্থনৈতিক সাম্যবাদকে পরিত্যাগ করেন।

কিন্তু, একটি প্রদত্ত চূড়ান্ত লক্ষ্য ছাড়া এবং চলতি সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া ছাড়া প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম চালিয়ে নেওয়া যায় না। সেই কারণে, বার্নস্টাইন শ্রেণীসংগ্রামকে পরিত্যাগ করেন এবং বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের সাথে মিতালি করার কথা বলেন।

কিন্তু, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম একটি স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য ব্যাপার। কাজেই, বার্নস্টাইন সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্পর্কেই আপত্তি তোলেন। তাঁর কাছে শ্রমিকশ্রেণী হল রাজনৈতিকভাবে, চিন্তাগতভাবে এবং এমনকি অর্থনৈতিকভাবে বিভক্ত ব্যক্তিদের সমাহার। এবং তাঁর মতে, বুর্জোয়ারা তাদের অন্তর্নিহিত স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদেরকে রাজনৈতিকভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ করে না, বরং ওপর এবং নীচ থেকে আসা বাইরের চাপের ফলেই তা করে।

কিন্তু, যদি শ্রেণীসংগ্রামের কোনো অর্থনৈতিক ভিত্তি না থেকে থাকে, এবং ফলত, আমাদের সমাজে কোনো শ্রেণী না থেকে থাকে, তবে শুধু ভবিষ্যতের নয়, এমনকি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের অতীতের সংগ্রামগুলিও অসম্ভব বলে প্রতিভাত হয় এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিও তার সাফল্যগুলি সম্পূর্ণভাবে দূর্বোধ্য বলে মনে হয়, অথবা তাদের শুধুমাত্র সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক চাপের ফল হিসেবেই বোঝা যেতে পারে—অর্থাৎ, ঐতিহাসিক বিকাশের স্বাভাবিক ফলাফল হিসেবে নয়, বরং হহেনজোলার্ন-এর[৩০] নীতির আকস্মিক ফলাফল হিসেবে, পুঁজিবাদী সমাজের বৈধ সন্তান হিসেবে নয়, প্রতিক্রিয়ার জারজ সন্তান হিসেবেই একে বোঝা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে, কঠোরভাবে যুক্তিবাদী বার্নস্টাইন ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা থেকে এবং ফ্রাঙ্কফুরটের‍্যার জাইটুং এবং ভসিস্‌চে জাইটুং-এর দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে সরে গেছেন।

পুঁজিবাদী সমাজের সমাজতান্ত্রিক সমালোচনার পরে বার্নস্টাইনের পক্ষে বর্তমান অবস্থাকে সন্তোষজনক বলে মনে করাটা সহজ হয়ে যায়—অন্ততপক্ষে সাধারণভাবে। বার্নস্টাইন কোনো ইতস্তত করেন না। তিনি আবিষ্কার করেন যে, বর্তমানে জার্মানিতে প্রতিক্রিয়া খুব শক্তিশালী নয়, এবং 'পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির অস্তিত্বের কথা আমরা বলতেই পারি না? এবং পশ্চিমের সমস্ত দেশগুলিতে 'সমাজতাত্রিক আন্দোলনের প্রতি বুর্জোয়াশ্রেণীর আচরণ, খুব বেশী হলে, প্রতিরক্ষামূলক আচরণ এবং কখনোই নিপীড়নমূলক আচরণ নয়।'-[৩১] আরও খারাপ হবার বদলে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়ারা

রাজনৈতিকভাবে প্রগতিশীল এবং নৈতিকভাবে বিবেকবান। আমরা কখনোই প্রতিক্রিয়া বা নিপীড়নে কথা বলতে পারি না। এটি সমস্তরকম সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ বিশ্বগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ....

এইভাবে বার্নস্টাইন যুক্তির ধাপে ধাপে 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। তিনি শুরু করেছিলেন চূড়ান্ত লক্ষ্যকে পরিত্যাগ করার মধ্য দিয়ে এবং সম্ভবত আন্দোলনকে বহাল রাখার মধ্য দিয়ে। কিন্তু যেহেতু সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য ছাড়া কোনো সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনই গড়ে উঠতে পারে নাই, তাই তিনি শেষ করেছেন আন্দোলনকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে।

আর এইভাবে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বার্নস্টাইনের ধারণা সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়ে। সমাজতন্ত্রের গৌরবময়, প্রশংসনীয় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো তার চোখে আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়, যার মধ্যে সবরকম মতবাদের ধ্বংসস্তুপ, সমস্ত মহৎ ও ক্ষুদ্রমনের চিন্তার টুকরো একটি সাধারণ বিশ্রামস্থল খুঁজে পায়। মার্কস এবং প্রুধোঁ, লিয়ন ভন্ বুখ এবং ফ্র্যাঞ্জ ওপেনহাইমার, ফ্রিডরিশ আলবার্ট লাঙ্গে এবং কান্ট, হের প্রকোপোভিস এবং ডঃ রিটার ভন নয়ে পাওয়ার, হার্কনার এবং সুলজ্-গেভারনিটজ্, লাসালে এবং প্রফেসর জুলিয়াস ওলফ্, প্রত্যেকেই বার্নস্টাইনের মতবাদে কিছু না কিছু দান করেছেন।[৩২] প্রত্যেকের কাছ থেকেই তিনি যৎসামান্য গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে বিস্ময়কর কিছু নেই। কারণ, যখনই তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদকে পরিত্যাগ করেছেন, তখনই, যে বুদ্ধিগত স্ফটিকীভবনের অক্ষকে ঘিরে বিচ্ছিন্ন তথ্যগুলি বিশ্বের একটি সুসঙ্গত ধারণার আঙ্গিক সমগ্রতায় জোটবদ্ধ হয়, তাকে তিনি হারিয়ে ফেলেন।

সমস্ত ধরণের সম্ভাব্য মতবাদের টুকরো দিয়ে গঠিত তাঁর মতবাদকে প্রাথমিক বিচারে সম্পূর্ণভাবে পক্ষপাতিত্বশূন্য বলে মনে হয়। কারণ, বার্নস্টাই যতটা পরিমাণে শ্রেণী উদারতা বা শ্রেণী নৈতিকতার কথা বলতে ভালোবাসেন, 'পার্টি বিজ্ঞান' বা আরও সঠিক অর্থে শ্রেণী-বিজ্ঞানের কথা বলতে তার থেকে একটুও বেশী ভালোবাসেন না। তিনি মনে করে যে, তিনি মানবিক, সাধারণ, বিমূর্ত বিজ্ঞানকে, বিমূর্ত উদারনীতিকে, বিমূর্ত নৈতিকতাকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। কিছু যেহেতু বাস্তব সমাজ কতকগুলি শ্রেণী নিয়ে গঠিত, যাদের সরাসরি বিরোধী স্বার্থ, আকাঙ্খা এবং ধারণা আছে, তাই সামাজিক প্রশ্নে সাধারণ মানবিক বিজ্ঞান, বিমূর্ত উদারনীতি, বিমূর্ত নৈতিকতা আজকের দিনে মায়া, বিশুদ্ধ কল্পনাবিলাস। যে বিজ্ঞান, যে গণতন্ত্র, যে নৈতিকতাকে বার্নস্টাইন সাধারণ মানবিক হিসেবে বিবেচনা করেছেন তা নিছকই আধিপত্যকারী বিজ্ঞান, আধিপত্যকারী গণতন্ত্র এবং আধিপত্যকারী নৈতিকতা, অর্থাৎ বুর্জোয়া বিজ্ঞান, বুর্জোয়া গণতন্ত্র, বুর্জোয়া নৈতিকতা।

বার্নস্টাইন যখন ব্রেন্টানো, বোহম-বাওয়ার্ক, জিভনস্, সেই, এবং জুলিয়াস ওলফ্-এর[৩৩] শিক্ষায় দীক্ষা গ্রহণের স্বার্থে মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদকে বর্জন করেন, তখন তিনি শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সপক্ষের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে বিনিময় করেন বুর্জোয়া ক্ষমাপ্রার্থীদে সাথে। যখন তিনি উদারনীতিবাদে সাধারণভাবে মানবিক চরিত্রের কথা বলেন এবং সমাজতন্ত্রকে এক ধরণের উদারনীতিবাদে রূপান্তরিত করেন ; তখন তিনি (সাধারণভাবে) সমাজতন্ত্রকে বঞ্চিত করেন তার শ্রেণী চরিত্র থেকে, ফলতঃ তার ঐতিহাসিক মর্মবস্তু থেকে, ফলতঃ তার সমগ্র মর্মবস্তু থেকে ; এবং বিপরীতভাবে, যে শ্রেণীটি ইতিহাসে উদারনীতিবাদের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই বুর্জোয়াদের তিনি মানবতার সাধারণ স্বার্থের রক্ষক হিসেবে দেখান।

এবং, যখন তিনি 'বাস্তব উপাদানগুলিকে বিকাশের সর্বশক্তিমা শক্তির মর্যাদায় উত্তীর্ণ করার' বিরুদ্ধে ছিলেন, যখন আদর্শের প্রতি যে অবজ্ঞা সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিকে পরিচালিত করে বলে মনে হয়, তার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেন, যখন তিনি প্রলেতারিয়েতের নৈতিক পূণর্জন্মের একমাত্র উৎসের—বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধী বলে নিজেকে ঘোষণা করার সাথে সাথে আদর্শবাদ ও নৈতিকতার কথা বলার ভান করে, তখন তিনি নিম্নলিখিত ব্যাপারের থেকে বেশী কিছু করেন না : শ্রমিকশ্রেণীর কাছে বুর্জোয়া নৈতিকতার সারাংশ গ্রহণের, অর্থাৎ বর্তমান সমাজব্যবস্থার সাথে আপোষ করার, এবং প্রলেতারিয়েতের আশাসমূহকে নীতিশাস্ত্রের মায়াময় নরকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবার উপদেশ দেন।

যখন তিনি আমাদের দ্বান্দ্বিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর সবচাইতে তীক্ষ্ণ তীরগুলিকে নিক্ষেপ করেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে সচেতন প্রলেতারিয়েত কর্তৃক মুক্তির সংগ্রামে প্রযুক্ত সুনির্দিষ্ট চিন্তা পদ্ধতিকেই আক্রমণ করেন। এটি হল যে তরবারির সহায়তায় প্রলেতারিয়েত ভবিষ্যতের অন্ধকারকে বিদ্ধ করতে পেরেছে, তাকে ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টা। এটি হল, বাস্তবে বুর্জোয়াদের জোয়ালে আবদ্ধ থাকা সত্বেও, যে বুদ্ধিগত অস্ত্র প্রলেতারিয়েতকে

বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনে সমর্থ করে তুলেছে, তাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা। আমাদের দ্বান্দ্বিক অব্যবস্থাই শ্রমিকদের কাছে তাদের বিজয়ে অবশ্যম্ভাবিতা প্রমাণ করে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সামনে এই জোয়ালের উৎক্রমণশীল চরিত্র তুলে ধরেছে, এবং চিন্তার জগতে ইতিমধ্যে একটি বিপ্লব এনে দিয়েছে। আমাদের দ্বান্দ্বিক ব্যবস্থাকে বিদায় জানানোর মধ্য দিয়ে তার বদলে 'একদিকে—অন্যদিকে', 'ঠিক-কিন্তু', 'যদিও—তবুও', 'যত বেশী—তত কম' ইত্যাদি অতি পরিচিত বুদ্ধির ঢেঁকিকলের আশ্রয় নিয়ে তিনি খুব যুক্তিসম্মতভাবেই এমন একটি চিন্তাধারায় অধঃপতিত হন, ঐতিহাসিকভাবে যা পতনশীল বুর্জোয়াদের সাথে সংশ্লিষ্ট, কারণ, তা সেই পর্যায়ে বুর্জোয়াদের সামাজিক অস্তিত্ব এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিশ্বস্ত বুদ্ধিগত প্রতিফলন। আজকের দিনের বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক 'একদিকে—অন্যদিকে, 'ঠিক—কিন্তু' ইত্যাদি, সুনির্দিষ্ট মাত্রায়, বার্নস্টাইনের চিন্তা পদ্ধতির অনুরূপ, এবং সেটিই হল তাঁর বিশ্ব সম্পর্কিত ধারণার বুর্জোয়া প্রকৃতির সবচাইতে তীক্ষ্ণ এবং নিশ্চিত প্রমাণ।

কিন্তু বার্নস্টাইনের দ্বারা ব্যবহৃত অর্থে 'বুর্জোয়া' শব্দটি নিজেই একটি শ্রেণী অভিব্যক্তি নয়, বরং একটি সাধারণ সামাজিক ধারণা। এদিক থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে তিনি প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভাষাকে তার বিজ্ঞান, রাজনীতি, নৈতিকতা এবং চিন্তার পদ্ধতিকে একযোগে নিয়ে, বুর্জোয়াদের সাথে বিনিময় করেছেন। যখ তিনি কোনো রকম বিশেষত্ব আরোপ না করে বুর্জোয়া প্রলেতারিয়েত উভয়ের ক্ষেত্রেই 'নাগরিক' শব্দটি ব্যবহার করেন, এবং এইভাবে মানুষ সম্পর্কে সাধারণভাবে উল্লেখ করেন, তখন তিনি (সমস্ত) মানুষকে সাধারণভাবে বুর্জোয়াদের সাথে এবং মানব সমাজকে বুর্জোয়া সমাজের সাথে একাত্ম করে ফেলেন।

তত্ত্বে এবং প্রয়োগে সুবিধাবাদ

জার্মান এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বার্নস্টাইনের বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির মধ্যে যে সুবিধাবাদী ধারা সচরাচর দেখা যায় তাকে তাত্বিক ভিত্তি দেবার জন্য এটিই প্রথম প্রচেষ্টা।

স্টিমার চালানোর ক্ষেত্রে ভর্তুকী দেবার প্রশ্নে সুবিধাবাদের যে নিক্ষিপ্ত প্রকাশ দেখা গিয়েছে[৩৪] সেরকম প্রশ্নগুলিকে যদি আমরা বিবেচনায় আনি, তবে বলা যেতে পারে যে এই ধারা দীর্ঘকাল ধরে আমাদের আন্দোলনের মধ্যে বিরাজ করছে। কিন্তু, কেবলমাত্র মোটামুটি ১৮৯০ সাল থেকেই, সমাজতন্ত্র বিরোধী আইনগুলির অবদমনের পর থেকে, আমরা স্পষ্ট এবং যথাযথ চরিত্রের সুবিধাবাদী ঝোঁক দেখতে পাই। ভলমার-এর রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র',[৩৫] ব্যাভেরিয়া বাজেটের ওপর ভোট,[৩৬] দক্ষিণ জার্মানির 'কৃষি সমাজতন্ত্র'[৩৭] হাইন-এর ক্ষতিপূরণের নীতি,[৩৮] শুল্ক এবং সামরিক তন্ত্র সম্পর্কে শিপেলের অবস্থান[৩৯] ইত্যাদি হল সুবিধাবাদী প্রয়োগের বিকাশের প্রধান প্রধান চিহ্ন।

এই প্রয়োগকে কোন্‌টি সবথেকে বেশী বৈশিষ্ট্য প্রদান করে বলে মনে হয়? তা হল 'তত্বের' প্রতি নিশ্চিত শত্রুমনোভাব। এটি খবই স্বাভাবিক, কারণ যে পরিমাণে আমাদের 'তত্ব' অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের নীতি বাস্তব ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্যের সাথে, সেই লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহৃত হাতিয়ারের সাথে, এবং এই ক্রিয়াকলাপে প্রযুক্ত পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত, সেই পরিমাণে তা এই ক্রিয়াকলাপের ওপরে স্পষ্ট নির্দিষ্ট সীমারেখা আরোপ করে। যেসব লোকেরা আশু 'বাস্তব' ফলাফলের পিছনে ছুটে বেড়ায় তাদের পক্ষে এই ধরনের সীমাবদ্ধতা থেকে নিজেদেরকে যুক্ত করতে চাওয়া এবং আমাদের 'তত্ব' থেকে তাদের প্রয়োগকে স্বাধী করতে চাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

যাইহোক, বাস্তবে প্রয়োগের প্রতিটি প্রচেষ্টাতেই এই দৃষ্টিভঙ্গী ভুল প্রমাণিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র, কৃষিসমাজতন্ত্র, ক্ষতিপূরণের নীতি, সামরিক বাহিনীর প্রশ প্রত্যেকেই আমাদের সুবিধাবাদের পরাজয়ের কারণ হয়েছে। এটি পরিষ্কার যে, যদি এই ধারা নিজেকে বহাল রাখতে চায়, তবে তা অবশ্যই আমাদের তত্বের নীতিগুলিকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করবে এবং নিজেদের মতো একটি তত্ব রচনা করবে। বার্নস্টাইনের বইটি সুনির্দিষ্টভাবে এই অভিমুখে একটি প্রচেষ্টা। এই কারণে স্টুটগার্ডে[৪০] আমাদের পার্টির সমস্ত সুবিধাবাদী ব্যক্তিরা খুব তাড়াতাড়ি বার্নস্টাইরে পতাকাতলে নিজেদেরকে গোষ্ঠীবদ্ধ করেছিল। যদি আমাদের পার্টির বাস্তব কার্যকলাপে সুবিধাবাদী ধারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ধরা হয়, যা আমাদের কার্যকলাপের বাস্তব অবস্থা এবং তার বিকাশের আলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, তবে বার্নস্টাইনের তত্বও, এই সমস্ত ধারাগুলিকে একটি সাধারণ তাত্বিক অভিব্যক্তির অধীনে গোষ্ঠীবদ্ধ করার প্রচেষ্টা হিসেবে, নিজেদের তাত্বিক অবস্থা বর্ণনা করার এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের সাথে বিচ্ছেদ ঘোষণার প্রচেষ্টা হিসেবে, কম স্বাভাবিক নয়। এই কারণেই বার্নস্টাইনে ধারণার প্রকাশিত

অভিব্যক্তিকে সুবিধাবাদের তাত্ত্বিক পরীক্ষা এবং তার প্রথম বৈজ্ঞানিক বৈধতা হিসেবে চিনতে হবে।

এই পরীক্ষার ফল কী ছিল? আমরা সেই ফল দেখেছি। সুবিধাবাদ সমালোচনাকে মোকালবিলা করার উপযুক্ত একটি ইতিবাচক তত্ব রচনার অবস্থায় নেই। বড়জোর তা মার্কসীয় তত্বের বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলিকে আক্রমণ করতে পারে এবং ঠিক যেহেতু মার্কসীয় মতবাদ একটি দৃঢ়ভাবে নির্মিত সৌধ গঠন করে, তাই তা (সুবিধাবাদ) এইভাবে সৌধটির চূড়া থেকে ভিত পর্যন্ত সমগ্র ব্যবস্থাটিকেই নাড়িয়ে দেবার আশা করে।

এটি দেখিয়ে দেয় যে, সুবিধাবাদী তত্ব মূলগতভাবে মার্কসবাদের সাথে খাপ খায় না। এটি আরও প্রমাণ করে যে, সুবিধাবাদ সমাজতত্রের (সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের) সাথে ব্যাপকভাবে বেমানান, এর অন্তর্নিহিত ঝোঁক হল শ্রমিক আন্দোলনকে বুর্জোয়া পথে ঠেলে দেওয়া; সুবিধাবাদ সম্পূর্ণভাবে প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করে। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিবেচনা করলে খুব স্পষ্টতই মার্কসীয় মতবাদের ব্যাপারে প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামের কিছু করার নেই। কারণ, মার্কস-এর আগেই, তার থেকে স্বাধীনভাবে, শ্রমিক আন্দোলনের অস্তিত্ব ছিল, এবং ছিল বিভিন্ন ধরণের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ, যেগুলির প্রত্যেকেই নিজ নিজ কায়দায়, সেই সময়ের পরিবেশ অনুযায়ী, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের তাত্বিক অভিব্যক্তি ছিল। সমাজতন্ত্রকে উৎপাদন পদ্ধতি-বিরোধী সংগ্রামের ওপর স্থাপন করার বদলে তাকে ন্যায় বিচারের নৈতিক ধারণার ওপর ও বণ্টন পদ্ধতি বিরোধী সংগ্রামের ওপর স্থাপন করার তত্ব, শ্রেণী বৈরিতার ধারণাকে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈরিতা হিসেবে দেখার ধারণা, পুঁজিবাদী অর্থনীতির গায়ে 'সমবায় নীতিকে' গেঁথে দেবার প্রচেষ্টা, ইত্যাদি বার্নস্টাইনের মতবাদে পরিলক্ষিত সমস্ত সুন্দর সুন্দর ধারণা তাঁর আগেই বিদ্যমান ছিল। তাদের অপর্যাপ্ততা সত্বেও, এই সমস্ত তত্বগুলি তাদের যুগে প্রলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রামের কার্যকরী তত্ব ছিল। সেগুলি ছিল শিশুদের সাত-যোজন বুটজুতোর[৪১] মতো, যা পরে প্রলেতারিয়েত ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে হাঁটতে শিখেছে।

কিন্তু, শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশ এবং সামাজিক পরিবেশে তার প্রতিফল হিসেবে এই সমস্ত তত্বের বর্জন ও বৈজ্ঞাকি সমাজতন্ত্রবাদের নীতিগুলির রচনার পরে, অন্ততপক্ষে জার্মাতে, মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রবাদের বাইরে কোনো সমাজতন্ত্রবাদ এবং সোস্যাল জেমোক্রেসির বাইরে কোনো সমাজতান্ত্রিক শ্রেণী সংগ্রাম থাকতে পারে না। সেই সময় থেকে সমাজতন্ত্রবাদ এবং মার্কসবাদ, প্রলেতারিয়েতের মুক্তি সংগ্রাম এবং সোস্যাল ডেমোক্রাসি, সমার্থক হয়ে উঠেছে। এই কারণেই প্রাক-মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক তত্বে ফিরে যাওয়াটা আজ আর প্রলেতারিয়েতের শৈশবের সাত-যোজন বুট জুতোয় ফিরে যাওয়া নয়, বরং তা বুর্জোয়াদের পুচকে ছেঁড়া চটিজুতোয় ফিরে যাওয়া।

বার্নস্টাইনের তত্ব হল সুবিধাবাদকে তাত্বিক ভিত্তি দেবার প্রথম এবং একই সাথে শেষ প্রচেষ্টা। এটিই শেষ, কারণ বার্নস্টাইনের তত্বে সুবিধাবাদ যতদূর পারে ততদূর গিয়েছে—নেতিবাচকভাবে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে; ইতিবাচকভাবে, তাত্বিক ধোঁয়াশার সম্ভাব্য সবকটি টুকরোকে একসাথে জড়ো করার মধ্য দিয়ে। বার্নস্টাইনের বইতে সুবিধাবাদ তার তাত্বিক বিকাশকে অভিষিক্ত করেছে (ঠিক যেমন সামরিকতন্ত্রের প্রশ্নে শিপেল-এর অবস্থানে এর প্রয়োগিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে), এবং তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

মার্কসীয় মতবাদ সুবিধাবাদকে শুধু তাত্বিকভাবে খণ্ডন করতেই সমর্থ নয়। শুধুমাত্র এটিই পারে সুবিধাবাদকে পার্টির বিকাশে এক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে দেখাতে। একটি বিশ্ব ঐতিহাসিক মাত্রায়, চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে প্রলেতারিয়েতের অগ্রগমন বাস্তবিকপক্ষে 'অত সহজ জিনিস নয়'। এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যসূচক চরিত্র সুনির্দিষ্টভবে এই তথ্যের মধ্যে নিহিত যে, ইতিহাসে এই প্রথম, এই আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপক জনসাধারণ নিজেরাই শাসকশ্রেণীর বিরোধিতা করে নিজেদের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা অবশ্যই এই ইচ্ছাকে কার্যকরী করবে বর্তমান সমাজের বাইরে, বর্তমান সমাজকে ছাপিয়ে গিয়ে। কেবলমাত্র বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামে মধ্য দিয়েই জনসাধারণ এই ইচ্ছার জন্ম দিতে পারে। সোস্যাল ডেমোক্রেটিক আন্দেলনের কর্তব্য হল ব্যাপক জনসাধারণের সাথে চলতি সমাজব্যবস্থাকে ছাপিয়ে যাওয়া একটি লক্ষ্যের ঐক্য সাধন, দৈনন্দিন সংগ্রামের সাথে মহান বিশ্ব বিবর্তনের ঐক্য সাধন, যুক্তিসম্মতভাবে যা অবশ্যই নিম্নলিখিত দুটি শিলখণ্ডের মাঝখান দিয়ে নিজের পথ খোঁজে : পার্টির গণচরিত্রকে পরিত্যাগ অথবা চূড়ান্ত লক্ষ্যকে পরিত্যাগ, বুর্জোয়া সংস্কারবাদের কবলে পড়া অথবা সংকীর্ণতাবাদের কবলে পড়া, নৈরাজ্যবাদ অথবা সুবিধাবাদ।

অর্ধশতাব্দীর বেশী আগে, মার্কসীয় মতবাদ তার তাত্বিক অস্ত্রাগারে এই দুটি চরম ধারার উভয়ের বিরুদ্ধে কার্যকরী অস্ত্র সজ্জিত রেখেছে। কিন্তু, যেহেতু আমাদের আন্দোলন হল একটি গণআন্দোলন, এবং যেহেতু যে বিপদ তাকে ভয় দেখায় তা মানুষের মাথা থেকে উদ্ভুত নয়, সামাজিক পরিবেশ থেকে উদ্ভুত, তাই মার্কসীয়

মতবাদ আমাদেরকে আগে থেকে এবং চিরকালের জন্য নৈরাজ্যবাদ ও সুবিধাবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কেবলমাত্র যখন আমরা তত্ত্বের জগত থেকে প্রয়োগের জগতে যাত্রা করি, তখনই এই ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন সম্ভব, কিন্তু তাও কেবলমাত্র মার্কস কর্তৃক সজ্জিত অস্ত্রগুলির সহায়তায়।

অর্থ শতাব্দী আগে মার্কস লিখেছিলেন :

অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো বর্জোয়া বিপ্লবগুলি দ্রুততালে সাফল্য থেকে সাফল্যে ধেয়ে চলে, তাদের পর্যায়গত ফলাফল একটি অপরটিকে ছাপিয়ে যায়, মানুষ এবং বস্তুগুলি যে উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর, চলিত মেজাজটা থাকে উচ্ছ্বাসে ভরপুর ; কিন্তু সেগুলি ক্ষণস্থায়ী, দ্রুত সেগুলি চরম পরিণতিতে পৌঁছে যায়, আর তখন সমাজ আবার স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার দীর্ঘ রোগে আক্রান্ত হয়, যতদিন না পর্যন্ত তার ব্যাকুল উত্তেজনাময় পর্যায়ের ফলগুলিকে ভোগ করতে শেখে। উল্টোদিকে, উনবিংশ শতাব্দীর মতো প্রলেতারীয় বিপ্লবগুলি অবিরাম নিজেদের সমালোচনা করে চলে ; নিজের চলার পথে সেগুলি অবিরত নিজেকে থামিয়ে দেয়, যা করা হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয় নতুন করে শুরু করার জন্য সেখানে আবার ফিরে আসে ; নির্মম ব্যাপকতায় তাদের প্রথম প্রচেষ্টার আধা-পদক্ষেপগুলিকে, দুর্বলতাগুলিকে এবং সংকীর্ণতাগুলিকে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে ; প্রতিপক্ষকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায় যে শুধুই মাটির বুক থেকে নতুন শক্তি সংগ্রহে নিজেকে সমর্থ করে তোলার জন্য, আর আরও বিশাল চেহারা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবার জন্য ; অবিরামভাবে ভয়ে পিছিয়ে আসে তাদের নিজেদের লক্ষ্যের অজ্ঞাত দৈত্যাকার বিশালতার কাছে—যতদিন না শেষ পর্যন্ত সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যা সমস্ত পশ্চাদপসরণকে অসম্ভব করে তোলে এবং নিজেদেরকে উপযুক্ত করে তোলে এই বলে চিৎকার করে উঠতে : 'এইতো গোলাপ, এখানেই নৃত্য করো !' (Hic Rhodus, hic salta!)

বৈজ্ঞানিক সমাজতত্রের মতবাদের গ্রন্থনার পরেও এই কথা সত্যি থেকে গেছে। এমনকি জার্মানিতেও এখনও পর্যন্ত প্রলেতারীয় আন্দোলন হঠাৎই সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক হয়ে ওঠে নি। কিন্তু, যদি সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে যে নৈরাজ্যবাদ ও সুবিধাবাদ উভয়েই তার বিকাশের একমাত্র নির্ধারক স্তর, তাদেরকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ছাপিয়ে গিয়ে শ্রমিক আন্দোলন ক্রমেই আরও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক হয়ে উঠছে।

এই কারণেই আমরা বলবো, এখানে সুবিধাবাদী ধারার আবির্ভাবটি আশ্চর্যজনক নয় বরং তার ক্ষীণতাই আশ্চর্যজনক। যতদিন পর্যন্ত তা পার্টির বাস্তব কার্যকলাপের বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে নিজেকে দেখিয়েছে, ততদিন কেউ কেউ ভাবতে পারতো যে তার একটি দৃঢ় বাস্তব ভিত্তি আছে। কিন্তু এখন বার্নস্টাইনের বইতে তা নিজের মুখাবয়ব দেখিয়ে দেবার পর কেউই আর বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে না বলে পারবে না : 'এই শুধু ? আর কিছু নেইকো বলার ?' কোনো মৌলিক চিন্তার ছায়ামাত্র নয় ! কয়েক দশক পূর্বে মার্কসবাদ কর্তৃক খণ্ডিত হয়নি, চূর্ণিত হয়নি, ধূলায় পরিণত হয়নি এমন একটি ধারণাও নয় !

সুবিধাবাদের যে কিছু বলার নেই, তা প্রমাণ করার জন্য তার পক্ষে এটুকু বলাই যথেষ্ট। আমাদের পার্টির ইতিহাসে বার্নস্টাইনের বইটির এটুকুই গুরুত্ব।

এইভাবে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের চিন্তাধারার প্রতি, দ্বন্দ্ববাদের প্রতি এবং ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার প্রতি বিদায় জানাবার মধ্য দিয়ে, বার্নস্টাইন নিজের রূপান্তরের উপযোগী ক্ষীয়মা পরিস্থিতি সরবরাহের জন্য এগুলিকে ধন্যবাদ জানাতে পারেন। কারণ দ্বন্দ্ববাদ এবং ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা এতই সদাশয় যে, শুধু এগুলিই পারে বার্নস্টাইনকে একটি অসচেতন পূর্বনির্দিষ্ট হাতিয়ার হিসেবে প্রতিভাত করতে, যার সাহায্যে উদীয়মান শ্রমিকশ্রেণী তার ক্ষণিকের দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু ঘনিষ্ট নিরীক্ষার পরে, যাকে তারা ঘৃণাভরে এবং গর্বের সাথে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

টীকা :

এডোয়ার্ড বার্নস্টাইন (১৮৫০-১৯৩২) ছিলেন SPD-এর বেআইনী পত্রিকা সোঝিয়ল ডেমোক্রাটি-এর সম্পাদক। তিনি ছিলেন ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস-এর একজন বন্ধু এবং পরবর্তীকালে এঙ্গেলস-এর মতবাদের বিরুদ্ধে সবচাইতে বড় আক্রমণকারী। ইংল্যান্ডে নির্বাসিত থাকার সময়ে ফেবিয়ানদের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। সে সময়েই তিনি ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র আনার তত্ব গঠন করেন ;
১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতের সময়ে তিনি যুদ্ধ ঋণের (War credits) পক্ষে ভোট দেন। ১৯১৬ সালে তিনি SPD ত্যাগ করেন এবং পরের বছরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোস্যাল ডেমোক্র্যাটস নামক সংগঠনে যোগদান করেন। ১৯১৯ সালে যখন জার্মান বিপ্লবের সর্বনাশ করা হচ্ছে এবং রোজা লুক্সেমবুর্গকে হত্যা করা হয়, সে সময়ে তিনি আবার SPD-তে ফিরে আসেন।
সংস্কার অথবা বিপ্লব প্রথম প্রকাশিত হয় লাইপজিগার ভোক্‌জাইটুং পত্রিকায়, ১৮৯৮-৯৯ সালে দুটি প্রবন্ধমালার আকারে। প্রবন্ধগুলি সরাসরি পার্টি সদস্যদের উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল। ১৮৯৯ সালে তা বই আকারে প্রকাশিত হয়। সামান্য কিছু পরিবর্তন সহ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণের ইংরাজী অনুবাদ ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। Bookmarks প্রকাশিত ১৯৮৯ সালের ইংরাজী সংস্করণের ভিত্তিতেই এই বাংলা অনুবাদটি করা হয়েছে।

২ জুলাই ১৮৯৭ থেকে জানুয়ারি ১৮৯৮ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ৭০,০০০ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প-শ্রমিক আট ঘণ্টার কাজের দাবীতে স্ট্রাইক করে। ইংল্যান্ড ও জার্মানির শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সহমর্মিতামূলক আন্দোলন সত্বেও এই স্ট্রাইক শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

৩ লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শন সত্বেও স্যাক্সনির প্রাদেশিক নির্বাচনগুলির জন্য ১৮৯৬ সালের ২৭ মার্চ তারিখে তিন শ্রেণীর ভোটাধিকারের প্রতিক্রিয়াশীল আইন বলবৎ হয়।

৪ ১৮৯৭ সালে ২২ জানুয়ারি তারিখে সার্বজনীন ভোটাধিকার বাতিল এবং শ্রমিকদের আন্দোলন দমনের জন্য একটি ক্যুদেতার প্রস্তাব দিয়ে নবম বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ গ্রাফ ভন ওয়ালডারসি দ্বিতীয় কাইজারের কাছে একটি গোপন চিঠি পাঠান।

৫ নয়ে জাইট, ১৮৯৭-৯৮ খণ্ড, ১৮, পৃ ৫৫৫

৬ ঐ ঐ পৃ ৫৫৪

৭ বার্নস্টাইন এবং তাঁর সমর্থকেরা।

৮ ইংরাজী সংস্করণের (বুকমার্কস, লন্ডন ১৯৮৯) সম্পাদক-এর মন্তব্য : ‘সম্ভবত ১৯৩৭ সালের মূল ইংরাজী অনুবাদটি ত্রুটিপূর্ণ’।

৯ কনরাড স্মিডট (১৮৬৩-১৯৩২) ছিলেন একজন জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক অর্থনীতিবিদ, যিনি বার্নস্টাইনের সাথে একযোগে সোঝিয়ালিস্‌টিশ্চে মনাৎসেফটে পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে রোজা ভরওয়ার্ট্‌স্ পত্রিকায় ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত এগুজিয়েল উন্ড বেওয়েগুঙ্গ (আন্দোলন এবং চরম লক্ষ্য) নামক প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন।

১০ মূল ইংরেজীতে আছে Medieval ‘corporative’ vestiges :

১১ এখানে রোজা সিডনী এবং বিয়াট্রিস ওয়েব লিখিত শিল্পীয় গণতন্ত্র নামক বইটির কথা বলেছেন।

১২ চার্লস ফুরিয়ের (১৭৭২-১৮৩৭) ছিলেন একজন কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী, যিনি ফ্যালানষ্টারি নামের কতকগুলি উঁচুমাত্রায় সংগঠিত কৃষি এবং শিল্প সমবায়ের কল্পনা করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর পরে অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সমুদ্রের জল লেবুর শরবতে পরিণত হবে।

১৩ ভান ডে বোর্গট : হান্ডওরটেয়ার বুখ ডেয়ার স্টাটসফিসেন সাফটেন-১। একটি পরিসংখ্যানগত হ্যান্ড বুক।

১৪ উইলহেলম্ ওয়াইটলিং (১৮০৮-১৮৭১) লিখিত ডাস এভানগেলিউম আরমেন সিউয়েনডেয়ারস (গরীব পাপীর সুসমাচার)। তিনি ছিলেন একজন জার্মান কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী এবং প্রথম যুগের জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক। ১৯৪১-এর আগে পর্যন্ত মার্কস তাঁর সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে যেহেতু তাঁর সাম্যবাদ ক্রমেই বেশী করে অবতারবাদী হয়ে উঠছিল,

তাই তাঁকে খুবই সমালোচনা করেন।

১৫ ইংরাজী সংস্করণের (বুকমার্কস, লন্ডন-১৯৮৯) সম্পাদক-এর মন্তব্য : 'সম্ভবত ১৯৩৭ সালের মূল ইংরাজী অনুবাদটি ত্রুটিপূর্ণ।'

১৬ ইউগেন ভন বোহম-বওয়ার্ক (১৮৫১-১৯১৪) ছিলেন একজন অস্ট্রীয় বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ। তিনি প্রান্তিক উপযোগিতার মতবাদের অস্ট্রীয় সংস্করণের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। উইলিয়ম জিভনস (১৮৩৫-১৮৮২) ছিলেন একজন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, যিনি প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছিলন।

১৭ কার্ল মেনজার (১৮৮০-১৯২০) ছিলেন অস্ট্রীয় মনস্তত্ত্ববিদদের একটি গোষ্ঠীর একজন অর্থনীতিবিদ। যাদের মতবাদ প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্বের বিকাশের ভিত্তি তৈরি করেছিল।

১৮ বন্ধনীর ভেতরকার কথা লুক্সেমবুর্গ বসিয়েছেন।

১৯ বিয়াস্ট্রিস ওয়েব (১৮৫৮-১৯৪৩) ইংল্যান্ডীয় ফেবিয়ান সোসাইটির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তাঁর কুমারী অবস্থার নাম ছিল পোটার।

২০ কার্ল ভন রোডবার্টুস-জাগেটজাও (১৮০৫-১৮৭৫)—একজন জার্মান রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ এবং একজন প্রুশিয় জমি-মালিক, যিনি রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের প্রস্তাব করেছিলেন। SPD-র উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যদের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল।

২১ ভরওয়ার্টস—২৬ মার্চ ১৮৯৯।

২২ ঐ ঐ

২৩ ১৮৪৮ সালের বিপ্লব।

২৪ ১৮৯৮ সালে জার্মানি কিয়াও চেউ দখল করে এবং ১৯১৯ পর্যত তা দখলে রাখে।

২৫ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন নীতির অংশ হিসেবে বর্ধিত সামরিক বাজেটের প্রশ্নে ১৮৯৩ সালে জার্মান লিবারাল পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ১৮৯৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে সেন্টার পার্টি আগ্রহ সহকারে সরকারকে সমর্থন করেছিল, বিশেষ করে তার উগ্র সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং SPD এবং সাধারণভাবে শ্রমিক আন্দোলনে বিরোধী নীতিগুলির ক্ষেত্রে।

২৬ ১৯০৭ সালের নির্বাচন ছিল তথাকথিত 'হটেনটট নির্বাচন', জার্মান সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক নীতিকে কেন্দ্র করে এই নির্বাচন আলোড়িত হয়েছিল। SPD-র বিরোধিতাকে 'দেশপ্রেম বিরোধিতা' হিসেবে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে আক্রমণ হানা হয়েছিল। আনুপাতিক হিসেবে পার্টির ভোটের পরিমাণ না কমলেও তার আসনের সংখ্যা ৪৩-এ নেমে আসে, যেখানে ১৯০৩ সালে তার সংখ্যা ছিল ৮১। এর পর থেকে SPD-র নেতারা 'অ-জনপ্রিয়' নীতি গ্রহণে আরও বেশী অরাজি হয়ে ওঠে।

২৭ গ্লেব উস্পেনস্কি (১৮৪৩-১৯০২) ছিলেন একজন জনপ্রিয় রুশ লেখক। তিনি নারদনিকদের সমর্থক ছিলেন।

২৮ Corvee হল প্রজাদের থেকে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম শোষণের সামন্ততান্ত্রিক অধিকার।

২৯ বার্নস্টাইন নিজের অবস্থানের যথার্থতা প্রমাণের জন্য মার্কস-এর লেখা ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম প্রবন্ধের ১৯৮৫ সালে এঙ্গেলস লিখিত মুখবন্ধের উল্লেখ করেছেন। এটি ছিল এঙ্গেলস-এর শেষতম লেখা এবং তা তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয় ; এই কারণে এটি তাঁর শেষ রাজনৈতিক বাণী বলে বিবেচিত হয়। লুক্সেমবুর্গ জানতেন না যে ঐ মুখবন্ধটি SPD-র কার্যকরী সমিতি কাঁটছাট করে পুঁজিবাদের উচ্ছেদে হিংসার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত সমস্ত বক্তব্যকে বাদ দিয়ে দেয় ; যদিও তিনি এঙ্গেলস-এর বিপ্লবী সদিচ্ছাকে উপলব্ধি করেছিলেন। এঙ্গেলস-এর তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং তাঁর মূল লেখাকে প্রকাশ করার দাবি জানান, কিন্তু ব্যাপারটি সমাধান হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯৩০-এর আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ লেখাটি প্রকাশিত হয় নি। (এ প্রসঙ্গে Socialist Worker Review (London)-এর ৯৩ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৬ পৃষ্ঠা ২৬-২৭ দ্রষ্টব্য।)

৩০ হহেনজোলার্ন ছিল জার্মানির শাসক রাজবংশ।

৩১ ভরওয়ার্টস, ২৬ মার্চ, ১৮৯৯।

৩২ তালিকাটিতে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও সমাজতন্ত্রীদের নাম রয়েছে। পিয়েরে প্রুঁধো (১৮০৩-১৮৬৫) ছিলেন একজন ফরাসী কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী। লিয়ন ভন বুখ, একজন জার্মান অর্থনীতিবিদ। ফ্রাঞ্জ ওপেনহাইমার

(১৮৬৪-১৯৪৩) একজন জার্মান অর্থনীতিবিদ এবং উদারনৈতিক সমাজবিজ্ঞানী, যিনি সমবায়ের ধারণার প্রবক্তা ছিলেন। ফ্রিডরিশ লাঙ্গে (১৮২৮-১৮৭৫) ছিলেন একজন দার্শনিক এবং নৈতিক সমাজতন্ত্রী ; তিনি ১৮৯০ নাগাদ SPD-তে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪), একজন জার্মান ভাববাদী দার্শকি, SPD-র অন্তর্গত মার্কসবাদ বিরোধীদের কাছে তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। সের্গেই প্রকোপভিচ্ (১৮৭১-১৯৫৫) ছিলেন একজন রুশ অর্থনীতিবিদ এবং রুশ ডেমোক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স পার্টির একজন সদস্য। 'কী করিতে হইবে' গ্রন্থে লেনিন তাঁর সমালোচনা করেন। জোসেফ রিটার ভন নয়েপাওয়ার—একজন জার্মান অভিজত এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ। হাইনরিশ্ হার্কনার (১৮৬৩-১৯৩২), একজন জার্মান অর্থনীতিবিদ। গ্রেভার্ট ভন সুলজ গেভারনিটজ (১৮৬৪-১৯৪৩) ছিলেন একজন জার্মান অর্থনীতিবিদ, তিনি ১৯১২ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত রাইখস্টাগের উদারনৈতিক সদস্য ছিলেন। ফার্দিনান্দ লাসালে (১৮২৫-১৮৬৪) একজন জার্মান সমাজতন্ত্রী, ১৮৬০ নাগাদ তিনি জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের একজন বড় সংগঠক হয়ে ওঠেন। জুলিয়াস ওলফ (১৮৬২-১৯২৭) ছিলেন একজন অস্ট্রীয় বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, যিনি ১৮৮৮ সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে লুক্সেমবুর্গের গবেষণাপত্র তদারক করেছিলেন।

৩৩ লুজো ব্রেনটানো (১৮৪৪-১৯৩১), জার্মান অর্থনীতিবিদ, বাভরিয় SPD-র সংস্কারবাদীদের নেতা জর্জ ভলমার-এর ঘনিষ্ট বন্ধু। জাঁ-ব্যাপটিস্ট সেই (১৭৬৭-১৮৩২) একজন ফরাসী অর্থনীতিবিদ এবং অ্যাডাম স্মিথ-এর ধারণার একজন প্রচারক।

৩৪ ১৮৮৪ সালে রাইখস্টাগ সরকার প্রস্তাব দেয় যে, দূরপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকা পর্যন্ত নিয়মিত বাষ্পীয় জাহাজ চালাবার জন্য ব্যক্তি-মালিকানাধীন জাহাজ কোম্পানিগুলিকে সাহায্য করা হবে। এঙ্গেলস-এর পরামর্শকে উপেক্ষা করে SPD-র দক্ষিণপন্থী সংখ্যাগরিষ্ট অংশ এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে।

৩৫ জর্জ ভলমার ছিলেন বাভেরিয়ায় একজন মার্কসবাদ বিরোধী SPD নেতা।

৩৬ ১৮৯৪ সালের ১ জুন বাভেরিয়া প্রাদেশিক আইনসভার (Landtag) অন্তর্গত SPD সদস্যরা বাজেটের পক্ষে ভোট দেয়, কারণ তার মধ্যে শ্রমিক ও কৃষকদের পক্ষে উপকারী অন্য কিছু ধারা ছিল।

৩৭ ১৮৯৪ সালে SPD-র সম্মেলনে ভলমার দক্ষিণ জার্মান SPD-র প্রতিনিধি হিসেবে বলতে গিয়ে কৃষি প্রশ্নে বিশেষ কার্যক্রমের দাবি তোলেন। এই বিতর্ক চলাকালীন সময়ে দক্ষিণপন্থীরা প্রস্তাব করে যে, রাষ্ট্রের উচিত ছোট ব্যবসাকে সাহায্য করা—যে নীতিকে তাঁরা সমাজতান্ত্রিক নীতি বলে বিবেচনা করতেন।

৩৮ ১৮৯৮-এর ১০ ফেব্রুয়ারি ওলফগ্যাং হাইনে—রাইখস্টাগের একজন SPD সদস্য—প্রস্তাব দেন যে, 'নাগরিক স্বাধীনতার' বিনিময়ে SPD জোর করে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগকে সমর্থন করতে পারে ; —কেননা যে কোনো ভাবে বাজেট অনুমোদন করতেই হবে।

৩৯ মাক্স শিপেল SPD-র চিরাচরিত সমরতন্ত্র-বিরোধী নীতিকে পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি সংরক্ষণমূলক শুল্ক নীতিকেও প্রচার করেন।

৪০ ১৮৯৮ সালে অক্টোবর মাসে স্টুটগার্ডে SPD-র সম্মেলন বসে। লুক্সেমবুর্গ এই সম্মেলনেই প্রথম অংশগ্রহণ করেন। সংশোদনবাদের প্রতি তাঁর বিরোধিতা যথেষ্ট ছাপ ফেলে।

৪১ Seven league boots—হপ-ও-মাই-থাম্ব লিখিত রূপকথার গল্পে বর্ণিত জুতো, যা পড়লে একনাগাড়ে সাত-লীগ পথ হাঁটা যায়।